প্রকাশক :
রজত বসু
২৯ই, বীরপাড়া লেন,
কলিকাতা-৩০
ফোন : বি, বি, ২৯৬৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীরাজ কমল নাগ
'সত্য কুটীর'
কালনা রোড, বর্দ্ধমান

শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার নাগ
৩৪/এ, ডোভার রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

'মুদ্রণী'
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪—২৪৪৭

মুদ্রণে ঃ
'মুদ্রণী'
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩
ফোন—২৪ - ২৪৪৭

বিষয় সূচী

—:•:—

উদ্ধৃত পত্রাদির সূচী

বিষয় : পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত পত্রাদির সূচী

বিষয় : পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত পত্রাদির সূচী

বিষয় : পৃষ্ঠা

—(ঃ*ঃ)—

ভূমিকা

—:০:—

'যুগল-বলি' একটি করুণ কাহিনী। কাহিনী নয়, একটি মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস। ব্রিটিশ-সরকারের নির্মম অত্যাচারের একটি তথ্যবহুল হৃদয়-বিদারক তত্ত্ব। পরাধীন ভারতের পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ আবর্তে কত শত ফুটনোন্মুখ শতদল যে অকালে কালগ্রাসে পড়েছে, কত তাজা ফুলদল যে মলিন ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে, তাদের খবর ইতিহাস যেটুকু জানে তার চেয়ে আর বেশী খবর সে রাখে না। সেই না-জানা সংবাদই পাওয়া যাবে এই 'যুগল-বলি' বইখানিতে।

ত্রিপুরা জেলার উপলতা গ্রামবাসী চৌরাশি বছরের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজকমল নাগ মহাশয় তাঁর প্রাণাধিক দুই প্রতিভাবান কিশোর পুত্র চণ্ডীচরণ নাগ আর রেবতী নাগের স্মৃতি-ভরা সকরুণ ইতিহাস লিখেছেন।

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে' গান শুনেছি, সে কথা প্রাণে শুনতে পেলাম এই 'যুগল-বলি'তে। বইখানা পড়তে পড়তে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে কতবার। পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। হায়রে পরাধীন জাতি কত অসহায়, কত নিরাশ্রয়, কত ভাগ্যবিড়ম্বিত।

চণ্ডী-রেবতী আজ আমাদের মধ্যে নেই—কিন্তু তাঁদের স্মৃতি জেগে থাক্‌ তাঁদের জাতির মর্মের মর্ম্মর মন্দিরে চির-দীপ্ত হয়ে।

আমাদের অন্তরের স্মৃতি-সৌধে যদি এই দুটি কিশোরের অপূর্ব্ব ত্যাগের কথা স্বর্ণাক্ষরে না লেখা থাকে, যদি তাঁদের অমর কীর্ত্তি-বার্ত্তা আমাদের হৃদয়-দেউলে চির-জাগরূক না থাকে তবে এই স্বাধীন দেশে আমরা আমাদের মাতৃভূমির কাছে অনন্ত অপরাধে চূড়ান্ত অপরাধী হয়ে থাক্‌বো।

'যুগল-বলি' ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক্‌—এই কামনা করি।

ঢাকুরিয়া,
২৮শে শ্রাবণ,
১৩৬২।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

——:(*):——

চণ্ডী চরণ নাগ

(মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বকার অজ্ঞান অবস্থায়)

জ্বালাময়ী-স্মৃতি
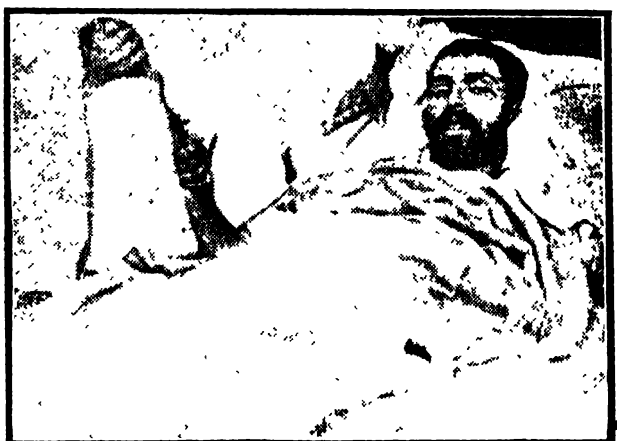
এদেশে বৃটিশ রাজত্বে বেআইনী অর্ডিনান্স আইনের যুগে রাজশক্তির অপব্যবহারে কত কৌশলে কেমন করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে রাজ-দ্রোহিতা-বিষ সংক্রমিত হইত, কত উদীয়মান দেশ-প্রেমিক যুবককে জড় পদার্থের ন্যায় বাখিয়া মানব চক্ষুর অন্তরালে অমানুষিক অনন্ত অত্যাচারের রোলার নিষ্পেষণে ইহসংসার হইতে অকালে বিদায় করিত, আবার কত কৌশলে নির্লজ্জ অসত্যের আবরণে সত্য ঢাকিয়া উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণযোগে সাফাই বর্ম্মিত হইত, ফলে কত নয়নমণিহারা জনকের, কত রত্নপ্রসবিনী মায়ের বুক শূন্য হইল, কত সোনার সংসার ছারখার হইল, কয়জনে তাহার খোঁজ রাখে, না দিতে পারে? তাহারই এক জোড়া নগ্নচিত্র এ 'যুগল বলি'।

শৈশবের মাতৃহারা চণ্ডী রেবতীর অভাগা পিতা আমি, তাহাদের জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আমার ওতপ্রোত সম্বন্ধ। একমাত্র আমি এসকল বিষাদ-সিন্ধুর আদ্যন্ত বিবরণী দিতে পারি।

গুণধর পুত্রদের সহিত যাঁহারা কখনও মিশিয়াছেন সে সুখ-স্মৃতি আজিও তাঁহাদের হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর স্রোতের ন্যায় প্রবহমান। এ সকল নিদারুণ ব্যাপারে তাঁহারা শোক-বিহ্বল। সকলেই ঘটনাবলীর পূর্ণ-বিবরণী জানিতে ব্যাকুল। আমি তাঁহাদের সমীপে ঋণী।

সে যুগে ইহার সংক্ষিপ্ত কতিপয় কাহিনী খণ্ডাকারে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। একাধারে পূর্ণ বিবৃতি না হইলে

সম্যক ঘটনা উপলব্ধি হয় না। অবস্থা বিপর্য্যয়ে এত দিনেও ইহা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

আমি শোকে বিহ্বল, অজ্ঞতা অবিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। অশক্ত অক্ষম লেখনীতে কেবল সমসাময়িক অবস্থাবলী এ জীবন সায়াহ্নে দেশের শাসক, শাসিত, আইনবেত্তা ও জনকজননী ভাইবোনের দ্বারে উপস্থিত করিতেছি। এ 'যুগলবলির' মর্ম্মন্তুদ কাহিনীতে যদি সেকালের একালের কাহারও নৃশংস রুক্ষ বিবেকে বিন্দুমাত্র মানবীয় ধর্ম্মভাবও জাগ্রত হয়, বিন্দুমাত্র সান্ত্বনাও কেহ লাভ করেন, পুত্রদের আত্মার স্বস্তি শান্তি হইবে, আমিও কৃতার্থ হইব।

শ্রীরাজকমল নাগ
সত্যকুটীর, কাল্না রোড,
বর্দ্ধমান।

তারিখ, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২।

—ঃ(ঞ্চ)ঃ—

পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক রেবতী চরণ নাগ

বিপ্লব যুগের

যুগল-বলি।

পূর্ব্বাভাষ

অনেক দিনেব কথা, এদেশে বৃটিশ বাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গেব নোয়াখালী জিলাব প্রখ্যাত ভুলুয়া পবগণায তৎকালে রাজা ছিলেন অমবমাণিক্য। কুলজী দৃষ্টে জানা যায, ববিশাল জিলার চন্দ্রদ্বীপ পবগণাব অন্তর্গত কযবাপুব গ্রামেব ধবণীধর নাগের পুত্র বামভদ্র নাগকে বাজা অমবমাণিক্য স্বীয কন্যা দান কবিয়া ভুলুয়ার কল্যাণপুব গ্রামে স্থাপিত করেন। পূর্ব্ববঙ্গে পঞ্চপ্রবর সৌপাযন গোত্র নাগ বংশেব আদি পুরুষ বামভদ্র নাগ। মাউণ্টব্যাটনের রাজনৈতিক পবিক্রমাব পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেঘনা নদীব পূর্ব্বদিককে সাধারণতঃ লোকে পূর্ব্ববঙ্গ বলিত। বামভদ্র নাগেব দ্বিতীয় পুত্র নয়ানন্দ নাগ ঢাকা জিলাব প্রসিদ্ধ বাবদি গ্রামে বিবাহ কবিযা তথাকাব বিখ্যাত নাগ বংশেব প্রতিষ্ঠা কবেন। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ দাস নাগ বারদি হইতে ত্রিপুবা জিলাব চাঁদপুব সাবডিভিসনেব হাজিগঞ্জ থানাব অধীন শুচিপাড়া গ্রামে আসিযা বসতি স্থাপন কবেন। প্রখ্যাত শুচিপাড়া নাগ বংশেব আদিপুরুষ ছিলেন গোবিন্দদাস নাগ। শুচিপাড়া গ্রামে ও পূর্ব্ববঙ্গেব বিস্তৃত জমিদাবীব স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দিঘী, পুষ্করিণী, মঠ, মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা এবং দেবোত্তব, ব্রহ্মোত্তর, নানকার,

চাক্‌বান ইত্যাদি বহু মহত্তর কার্য্য আজিও শুচিপাড়া নাগ বংশাবলীর অতীত কুলকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

এই শুচিপাড়া নাগের বাটীর বড় হিস্যার কর্ত্তা, পুরুষ পরম্পরাগত পিতামহ ভবানন্দ নাগ তাঁহার প্রচুর বিত্ত-বৈভব ও চারি পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া লোকান্তর হয়েন। পুত্রগণ মধ্যে পিতৃদেব সর্ব্বানুজ। তিনি শৈশবে মাতৃ-পিতৃ হারা হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেবা পরিচর্য্যায় ক্রমে বয়স্ক হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ ভুলুয়া পরগণায় সাহাপুর গ্রামে রাজবাটীতে প্রাচীনকালের রাজা উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত গুহ বংশের বসতি। এই সম্মানিত রাজবংশে পিসীমাযের বিবাহ হইয়াছিল। পিতামহের লোকান্তরে তদীয় বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ ভার জ্যেষ্ঠতাতগণের হাতে আসিলে, জনশ্রুতি উত্তরোত্তর তাঁহাদের অমিত ব্যয়, কর্ত্তব্যে অবহেলা ও আত্মকলহাদি বাড়িয়া কয়েক বৎসরেই বাকী করের দায়ে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। পিতৃদেব সাবালক হইয়া এই সকল মনোকষ্টে, তদুপরি ভ্রাতাগণের রূঢ় ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হইয়া অবশেষে স্বীয় বসত ঘর, ভিটা পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি অপর হিস্যার জ্ঞাতি ভ্রাতাদের নিকট বিক্রয় করেন এবং চিরতরে শুচিপাড়ার বসতি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকথিত সাহাপুর গ্রামে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট চলিয়া যান।

পিসীমা ছিলেন নিঃসন্তানা বিধবা। তিনি তাঁহার জ্ঞাতিগণের সহিত একই বাটীতে পৃথকান্নে বাস করিতেন। তাঁহার শৈশবের পালিত স্নেহপুষ্ট ছোটভাইকে পাইয়া সাদরে আশ্রয় দিলেন। তদবধি পিতৃদেব সাহাপুরেই তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া, পিসীমাযের সংসার পরিচালনাদি কাজে ব্যাপৃত হন। কিছু দিন পরে পিসীমা চেষ্টা ও আগ্রহ করিয়া সম্মানিত বংশে তাঁহার ছোট

ভাইকে বিবাহ দেন। পিসিমায়ের যে সামান্য বিষয-বিত্ত, তাহা তাঁহার ভরণ-পোষণের পক্ষে অপ্রচুর ছিল না। তিনি অবীরা বিধবা বিধায় উহা হস্তান্তরেও তাঁহার অধিকার ছিলনা। তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিষয়-বিত্তে জ্ঞাতিগণই মালিক হইবেন, সুতরাং সাহাপুরেও পিতৃদেবের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কিছুই ছিল না। কালক্রমে সাহাপুরের এই দুঃস্থ পরিবারে আমরা চারিভ্রাতা ও সাত ভগিনী জন্ম গ্রহণ করিয়া, উত্তরোত্তর পিতামাতার ও পিসীমায়ের অভাব অনটনের মাত্রা সমধিক বাড়াইয়া তুলিলাম।

১২৭৮ বাংলা সনের ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার, আমার জন্ম। ভ্রাতাগণ মধ্যে আমি তৃতীয়। সেকালে দেশের যত্র তত্র ইংরাজী বা উচ্চ শিক্ষার উপযোগী স্কুলাদির সুলভতা ছিল না। আমি সাহাপুর উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন বাড়ীতে বসিয়া আছি। অর্থাভাবে স্থানান্তরে বা কোন নাগরিক হাই স্কুলে পড়িবার ব্যবস্থা হইল না এই সমস্যায় আমার তের বৎসর বয়সে ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত রূপ্‌সা মজুমদার বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুসুমকুমারীর সহিত পিতৃদেব আমার বিবাহ দিলেন। আমার ভবিষ্যৎ লেখাপড়া ও গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যয়ভার শ্বশুর পরিবারের উপর ন্যস্ত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গে রূপ্‌সা উন্নত গ্রাম। প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার মহম্মদ গাজী চৌধুরী সাহেবের বাটী এই রূপ্‌সা গ্রামে। জমিদার বাটীর দরজায় তৎকালে এক মধ্যবাংলা স্কুল ছিল। বিবাহের পর আমি দুই বৎসর শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া রূপ্‌সা স্কুলে অধ্যয়ন করি। ঐ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও ডিভিশনে প্রথম হওয়ায়,

কুমিল্লা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে প্রদত্ত তদানীন্তন "ভুবনমোহন মেডেল" প্রাপ্ত হই। অতঃপর শ্বশুরমহাশয়ের সাহায্যে আট মাস কাল মাত্র ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করার পর, হঠাৎ জ্বরামাশয়ে আক্রান্ত হই। এখানেই অভাগা-জীবনের বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি।

এ সময় হইতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্রমাগত বর্ষাধিক কাল জ্বর, প্লীহা, যকৃতাদি দুশ্চিকিৎস্য রোগে কখনো সজ্ঞানে, কখনো অজ্ঞানে শয্যাশায়ী রহিলাম। আমার চিকিৎসা কল্পে শ্বশুরমহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করেন। রোগমুক্তির পর শ্বশুরমহাশয় আমার ভবিষ্যৎ পড়ার ব্যয় বহনে অক্ষমতা জানাইলেন। ওদিকে বর্ষাধিক কাল অনুপস্থিত নিবন্ধন স্কুলে আমার নাম ও বৃত্তি কাটা গিয়াছিল। স্কুলে আমার স্থান ও নাম ছিল উন্নত, তখনও আমি বালক, কিন্তু বিবাহিত বিধায় পড়ার সাহায্যার্থে পরানুগ্রহ ভিখারী হইতে সঙ্কুচিত হইলাম। শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া জামাতৃ জীবন যাপনও আমার পছন্দ হইল না।

আমার পিতা মাতা স্বজন পরিবারের দৈন্যাবস্থা ইত্যাদি দুর্ব্বিসহ চিন্তায় দিশাহারা হইয়া রিক্তহস্তে চাকুরী করিতে বাহির হইলাম। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বহুস্থানে পর্য্যটন করিলাম, সর্ব্বত্রই অনাদৃত হইলাম, কারণ একে ছাত্র-জীবন, তদুপরি সকলের অচেনা। অনেকে বলাবলি করিত, আমি রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছি। কিছুতেই তাহাদিগকে আমার অবস্থা বুঝাইতে পারি নাই। অবশেষে ময়মনসিংহ জিলার ফুলবাড়ী থানার অধীন আলাপসিংহ পরগণার শান্কিভাঙ্গা গ্রামে এক স্কুলের শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হই। এখানে অল্প দিনেই আমার প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। হিন্দু, মুসলমান সকলের নিকটেই সমাদৃত হইয়া চলিতে লাগিলাম।

-:০:-

চণ্ডী ও রেবতীর শৈশবাবস্থা

তেরশত বঙ্গাব্দের ২১শে পৌষ বৃহস্পতিবার আমার প্রথম পুত্র রূপসায় তাহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করে। বৃহস্পতিবার জন্ম বলিয়া তাহার ডাক নাম ছিল "বিশু"। নামকরণ সময়ে পিতৃদেব তাঁহার প্রথম পৌত্রের নাম রাখিলেন "চণ্ডীচরণ"। মাতুলালয়ে মাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত নয়নাভিরাম বিশু দিন দিন যতই বড় হইতেছিল, ততই আমার অন্তরে ছেলের ভবিষ্যৎ আদর্শ জীবন-গঠনের স্পৃহা উত্তরোত্তর তীব্রতর হইতে থাকে। ছেলেকে নিকটে রাখিতে না পারিলে মনোমত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। দূরতর শান্তিভাঙ্গার চাকুরী একমাত্র আমার এ আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল ছিল। দৈবাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে।

তেরশত দুই সনের ফাল্গুন মাসে রূপসা জমিদার ষ্টেটে আমার চাকুরী স্থির হইল। আমি শান্তিভাঙ্গার শিক্ষকতা ছাড়িয়া রূপসার কাজে নিযুক্ত হই। পুরাকাল হইতে এই জমিদার ষ্টেটের কাজ-কর্ম্ম হিন্দু কর্ম্মচারীর দ্বারা নির্বাহ হইয়া আসিতে থাকে। জমিদার বাটীতে হিন্দু আমলা ও কর্ম্মচারীবর্গের থাকিবার পৃথক কোয়ার্টার ও সুবন্দোবস্ত ছিল। আমি সেই আমলা কোয়ার্টারে থাকিতাম। আমার শ্বশুর মহাশয় এই জমিদার ষ্টেটের একজন তালুকদার ও কর্ম্মচারী। জমিদার বাটীর অদূরে শ্বশুরালয়ে আমার স্ত্রী পুত্র থাকিত। বিশুর বয়স তখন মাত্র তিন বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। আমি অবসর সময়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়া শিশু-পুত্রকে কোলে-বুকে রাখিয়া আদর করিতাম। সুন্দর, কোমল বিশুর হাস্যানন নিঃসৃত অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্যে প্রখর বুদ্ধির

বিকাশ ছিল, সকলেই মুগ্ধ হইত। জীবের জীবনে ইহাই যে মায়া মোহ, ভাবিবার অবকাশ পাইতাম না।

রূপ্‌সা হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী সাহাপুর রাজবাটীতে পিসীমায়ের হিস্যায় আমার পিতামাতা ও অবিবাহিত ভাই-ভগিনীগণ থাকিত। আমি মধ্যে মধ্যে সাহাপুরে গিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান ও আর্থিক সাহায্য করিতাম।

রূপ্‌সায় চাকুরী গ্রহণের কিছু দিন পরে হঠাৎ এক বিষম বিপদে আমরা সকলে অস্থির হইয়া পড়ি। বিশুর মস্তকের চুলের গোড়ায় স্থানে স্থানে চুলকনা জাতীয় একপ্রকার ক্ষত হইয়া, ক্রমশঃ উহা অধিকাংশ মাথায় বিস্তৃতি লাভ করে। স্থানীয় ডাক্তার, কবিরাজ ইত্যাদির চিকিৎসায় কোনই সুফল হইল না। দিনের পর দিন শিশুটি শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িল। রোগযন্ত্রণায় দিবারাত্রি তাহার আর্ত্তনাদ, ক্ষতস্থান হইতে অবিরত পুঁজ, রক্ত মোক্ষণাদি দেখিয়া সকলেই শিশুর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়ে। এই সময় একদিন মধ্যাহ্নে গেরুয়া বসন পরিহিত জটাধারী জনৈক পশ্চিমা সাধু রূপ্‌সা মজুমদার বাটীতে উপনীত হইয়া কিছু সেবা প্রার্থী হয়েন। তাঁহাকে যথারীতি জলযোগ করান হইল। আহারান্তে তাঁহার পার্শ্বে একজনের ক্রোড়ে ন্যাকড়া-জড়ান মস্তক, শীর্ণ-দেহ, ক্রন্দনরত বিশুকে দেখিয়া সাধু তাহার কারণ জানিতে চাহিলেন। শিশুর বিবরণ জানান হইলে, তিনি কিছু পোড়ামাটি আনিতে বলেন। মাটি আনীত হইলে, সাধু উহা হাতে লইয়া মন্ত্রপূতঃ করতঃ তিনভাগ করিলেন। একভাগ জলমিশ্রিত করিয়া শিশুর সমস্ত মস্তকে নিজহাতেই লেপিয়া দিলেন। অপর দুইভাগ দ্বারা ক্রমে দুই দিন অনুরূপ প্রলেপ দিতে, চতুর্থ দিনে ঈষদোষ্ণ জলে সমস্ত মস্তক ধৌত করিতে ও আর কোন ঔষধ ব্যবহার না করিতে উপদেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা। সাধুব প্রদত্ত ঔষধ যথাযথ ব্যবহাবে তিন দিনেই বিশু সম্পূর্ণ নিবাময় হইল। যেন হাবানিধি ফিবিয়া পাইলাম। বিশুর আবোগ্য লাভেব বহুদিন পরেও তাহাব মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে ও বাম পার্শ্বে স্থানে স্থানে চুল আব গজায নাই। তাহার সতেব কি আঠাব বৎসব বয়ঃক্রম কালে আব একবাব বামবাহুমূলে একটি বড স্ফোটক হইযাছিল, অস্ত্রোপচাবে উহা আবোগ্য হয। এই দাগ ও মস্তকের ক্ষতেব দাগগুলি বিশুব শবীবেব উজ্জ্বল চিহ্ন ছিল।

তেবশত চাবিসনেব ১৮ই আশ্বিন আমাব দ্বিতীয পুত্র কাপ্‌সায তাহাব মাতুলালযে জন্মগ্রহণ কবে। বিশু অপেক্ষা সে প্রায চাবি বৎসবেব ছোট। চণ্ডীচবণ নামেব সাদৃশ্যে তাহাব নাম বাখা হইল "বেবতীচবণ" কিন্তু প্রথম হইতেই আদবের ডাক নাম ছিল "টুকুন"। বিশুব ন্যায প্রিযদর্শন টুকুনও মাতুলালযে জননীব ক্রোড়ে চন্দ্রেব ন্যায দিন দিন বর্দ্ধিত হইযা সকলেব আনন্দ বর্দ্ধন কবিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিযাছি, সাহাপুবে বসতবাটী হইলেও তথায আমাদেব নিজস্ব কিছুই ছিল না। ভাবিতাম, পিসীমাযেব বিযোগান্তে সেখানে বাস কবা আমাদের সঙ্গত বা সম্ভব হইবেনা, যদিও রাজপবিবাবেব কেহই আমাদেব প্রতি বিবক্ত ছিলেন না। আজন্ম দাবিদ্র্যক্লিষ্ট, পর-প্রত্যাশী, বাস্তহারা ঘৃণিত জীবন-ধাবণ, যদ্বাবা সমাজে সাধাবন্যে লজ্জায সরমে নতশিবে থাকিতে হয, জ্ঞান বিবেক পাবিস্ফুটিব সঙ্গে সঙ্গে অনুদিন অনুক্ষণ তাহা আমাব হৃদযে বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা দিতেছিল।

দেশে আমাদেব বাসোপযোগী একটি বাটীব খোঁজে বহুদিন বহুস্থানে বিফল মনোরথ হই। অবশেষে ভগবানেব কৃপায় বাঙ্গালা তেরশত

পাঁচ সালের ২৯শে বৈশাখ ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর সাবডিভিসনের হাজিগঞ্জ থানার অন্তর্গত মেহার পরগণার উপলতা গ্রামে আমার ভ্রাতাগণ সহযোগে দীঘি, পুষ্করিণী, দালান, ঘাটলা ও বাগ-বাগিচাদি পরিবেষ্টিত একটি মনোজ্ঞ সুন্দর বড় বাটী খরিদ করি। বাটীর সম্মুখ দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে, সিকি মাইল পশ্চিমোত্তর কোনে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের "ভিংরা" বা বর্ত্তমান "মেহের" ষ্টেশন।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থস্থান 'মেহার কালীবাড়ী" আমাদের বাটী হইতে এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ও তিন মাইল দক্ষিণে শুচিপাড়া গ্রাম, তথায় পৈত্রিক সাবেক বাটীতে সপিণ্ড জ্ঞাতিগণ বাস করেন। উপলতা ও তৎসন্নিহিত গ্রাম সমূহে সম্ভ্রান্ত বহু ব্রাহ্মণ ভদ্র-লোকের বসতি। এখানকার সমাজ সংসর্গ অতি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। বৎসরের অধিকাংশ সময়, বিশেষতঃ মেলা পার্ব্বনাদি উপলক্ষে সমগ্র মেহারের রাস্তায়, পথে, ঘাটে, মাঠে নানাদিক-দেশাগত ধর্ম্মপ্রাণ অগণিত হিন্দু নরনারীর আনন্দ কোলাহল, বাড়ী বাড়ী অতিথি-অভ্যাগত সমাগম, অহর্নিশি চারিদিকে মুহুর্মুহুঃ গগনভেদী হরিধ্বনি হুলুধ্বনিতে হৃদয় যেমন পরম ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে, অন্যত্র তাহা দুর্লভ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দঠাকুরের পূণ্য পবিত্র দশ-মহাবিদ্যা সিদ্ধিস্থানের সমীপে উপলতা গ্রামে বসতবাটী অর্জ্জিত হওয়ায় জীবনকে ধন্য ও শ্লাঘ্য মনে করিলাম।

বাটী খরিদের পর তথায় কিছুদিনের জন্য স্থানীয় একজন পাহারাদার রাখিয়া বার মাইল দূরবর্ত্তী কর্ম্মস্থল রূপসায ফিরিয়া আসি। বাটী লওয়ার সংবাদে আত্মীয়-বান্ধবাদি সকলেই সুখী হইলেন। এবার শিশু টুকুনকে নিয়া আমার স্ত্রী কুসুম নিজ বাটীতে আসিবে, থাকিবে, এ আনন্দে সেও অধীরা হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মনে আছে, খরিদ করা বাটীতে বাসোপযোগী গৃহাদির ব্যবস্থা করিতে তেরশত পাঁচ বঙ্গাব্দের ২০শে আষাঢ় রূপ্সা হইতে পিতৃদেব সহ উপলতায় যাই। ২৫শে আষাঢ় শুক্রবার আমরা পিতাপুত্র কয়েকজন লোকসহ দালানের উপরতলার কোঠায় রাত্রে নিদ্রাভিভূত। গভীর রাত্রে হঠাৎ ভিংরা ষ্টেশনত্যাগী চলন্ত রেলগাড়ীর দিগন্ত নিনাদি ঘর্ঘর শব্দে আমার ঘুম ছুটিয়া গেল। অদূরে আমাদের বাটীর উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। আমি নিস্তব্ধ, শয্যাশায়ী।

ক্ষণকালপরে বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে জনৈক লোক উচ্চৈঃস্বরে "নাগবাবু" "নাগবাবু" বলিয়া ডাকিতে থাকে। কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত মনে হইলেও তত গভীর রাত্রে সন্দেহাকুল চিত্তে শায়িতাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে, কেন ডাক ?" লোকটি বলিল, "আমি রূপ্সা হইতে আপনাদের একখানি পত্র লইয়া এই গাড়ীতে আসিয়াছি।" তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়া বাহিরে গিয়া দেখি, আমার শ্বশুরবাটীর পরিচিত চাকর রহমত আলী। সে তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানি শ্বশুরমহাশয় আমার পিতৃদেবের নিকট লিখিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এই, "আজ তিন দিন যাবত শ্রীমতী কুসুমকুমারী প্রবল জ্বরে শয্যাশায়িনী, অবস্থা অতি শোচনীয়। পত্রবাহকের সঙ্গে অবিলম্বে জামাতাবাবাকে লইয়া আপনি আসিবেন।"

পরদিন প্রত্যূষে আমিও রহমত আলি রূপ্সা রওয়ানা হই। পত্রের খবরে আমার হৃদয়ে দারুণ ঝড়-ঝন্‌ঝা বহিতেছিল। সারাপথ দুর্গানাম জপিতে জপিতে সাড়ে দশটায় রূপ্সায় পৌঁছি। মজুমদার বাটীর দরজায় পুকুর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে দেখি, অদূর শ্মশানে জ্বলন্ত

অগ্নিস্তূপ হইতে ধূম্রোত্থিত হইতেছে। প্রতিবেশী কয়েকজন পুকুর ঘাটে নির্বাক বিসন্নবদনে অবগাহন করিতেছে। আমাকে দেখিয়া কেহই কিছু বলিল না। ঘটনা বুঝিলাম, সবইশেষ। আমি গিয়া বাহির বাটীতে বসিলাম।

শ্বশুর মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "বাবা! আমার সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছি।" তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া অন্দরবাটীতে লইয়া গেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা জেঠাইমা বিশু টুকুনকে আমার কোলে দিয়া বলিলেন, "বাবা! গত দ্বিপ্রহর রাত্রে দুইভাইকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া সজ্ঞানে আমাদের লক্ষ্মীমা চির-বিদায় লইয়াছে।" চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

বিশু তখন সাড়ে চারি বৎসর, টুকুনের বয়স নয় মাস মাত্র। সপ্তাহ পূর্ব্বে কুসুমের ভাতৃ-বধূর এক কন্যা-সন্তান জন্মিয়া চারি দিন পরেই মারা যায়। টুকুনকে তাহার সেই মাতুলানীর স্তন্য পান করিতে দেওয়া হইল, কিন্তু বিশু টুকুনের সেবা পরিচর্য্যাদি সমস্তই অকাতরে বৃদ্ধা জেঠাইমা করিতেন। তিনি শৈশব হইতে কুসুমকেও লালন পালন করিয়া আপনার কাছে রাখিতেন। আমি জমিদার বাটী হইতে অবসর সময়ে আসিয়া বিশুকে মুখে মুখে পড়াইতাম, উভয় ভ্রাতাকে কোলে লইয়া আদর করিতাম।

সে বৎসর আশ্বিন মাসে সাহাপুর রাজবাটীতে ৮০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কা আমাদের পালয়িত্রী মায়াশীলা পিসীমা হঠাৎ লোকান্তরিতা হইলেন। গভীর দুঃখ রহিয়া গেল, পিসীমাকে আনিয়া আমাদের বাটী দেখাইবার সুযোগ করিতে পারি নাই।

ইতিমধ্যে নূতন বাটীতে বাসোপযোগী ব্যবস্থাদি করিয়া

পিতা-মাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিজনবর্গকে আনয়ন করি। ক্রমে উপলতা গ্রামে আমরা এক বিশিষ্ট ভদ্র পরিবাররূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হই।

প্রিয়তমা স্ত্রী-বিয়োগের কয়েক দিন পর হইতে আমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়বর্গ আমাকে পুনঃ বিবাহ করাইতে চেষ্টা করেন। তখন আমার বয়স সাতাশ বৎসর। আমার অসম্মতিতে ক্রমে তাঁহারা বিদ্রোহী হইতেছিলেন। অবশেষে তেরশত পাঁচ সনের ফাল্গুন মাসে উপলতার অর্দ্ধ মাইল দূরে মেহার সাহাপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারে আনন্দ চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর হইতে নব-পরিণীতা স্ত্রী বৎসরে অধিকাংশ সময় রূপ্‌সা মজুমদার বাটীতে আসিয়া থাকিত। তাহার সেবা-যত্নে শিশু পুত্রদ্বয় যেমন তাহার একান্ত অনুগত হয়, তেমন তাহার আচার-ব্যবহারে মজুমদার পরিবারের সকলেই তাঁহাদের হারানিধি কুসুমের শোক অনেকটা বিস্মৃত হয়েন।

চণ্ডী ও রেবতীর পাঠ্য-জীবন

পঞ্চমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে বিশু রূপসা স্কুলে ভর্ত্তি হয়। রূপ্সা মধ্যবাঙ্গালা স্কুল তখন মাইনবে পবিণত হইযাছিল। কযেক বৎসব পবে টুকুনও এই স্কুলে ভর্ত্তি হয। বিক্রমপুবেব কুমাবভোগ নিবাসী পরম শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায মহাশয স্কুলেব প্রধানশিক্ষক ছিলেন। তিনি একাধিক্রমে ঊনচল্লিশবৎসব কাল এই স্কুলেব শিক্ষকতা কবিযা অবসব লন। আমিও তাঁহাব নিকট অধ্যযন কবিযাছি। তিনি জমিদাববাটীব আমলা কোয়ার্টাবে থাকিতেন। সময সময পুত্রদ্বযকে জমিদাববাটীতে আমাব নিকট আনিয়া রাখিতাম ও পড়াইতাম। তাহাদেব খাওযা-দাওযা শোওযা ইত্যাদি পবিচর্য্যা আমাব দ্বাবা আমাব নিকটে চলিত, কিন্তু দু'চাব-দিন পব পবই স্নেহকাতবা জেঠীমা লোক পাঠাইযা বিশু ও টুকুনকে তাঁহার নিকটে লইযা যাইতেন। আমি মধ্যে মধ্যে স্কুলে গিয়া ক্লাশে পুত্রদ্বযেব আচাব-ব্যবহাব ও পডাশুনাব বিষয লক্ষ্য কবিযা আসিতাম। মনে জাগে, এক বৃন্তেব দুইটি ফুলেব ন্যায আমাব অতি সুন্দব বিশু টুকুন স্কুল ছুটিব পব যখন গলাগলি কবিযা জমিদাব বাটীব কোযার্টাবে আসিত, লোকে আনন্দ বিস্ফাবিত নেত্রে তাহাদেব দিকে চাহিযা থাকিত, আব আমাকে পবম সৌভাগ্যবান্ বলিত।

পুত্রদ্বযেব শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইযা একটু বযস্ক হওযায়, এখন রূপসা মজুমদাববাটী ব্যতীত অন্যত্র তাহাবা আদুবে ডাক নামের পরিবর্ত্তে "চণ্ডী" ও "রেবতী" নামেই অভিহিত হইতে থাকে। আমিও অতঃপর এই আসল নামই উল্লেখ করিব।

বার বৎসর বয়সে চণ্ডী রূপসা স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদপুরের চারি মাইল দূরে বাবুরহাট হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়। ঐ স্কুলের নিকটে আশিকাঠি গ্রামের নবীনচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক ছেলেকে পড়াইয়া প্রথমতঃ সে বাটীতে চণ্ডীর আহার ও থাকিবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু বর্ষাকালে সে বাটী হইতে স্কুলে যাতায়াত অতি কষ্টসাধ্য ছিল, তজ্জন্য স্কুলের দয়ালু শিক্ষক গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় চণ্ডীকে তাঁহার বাসায় খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মনে গাঁথা আছে, এ সময়ে বিনা মেঘে আবার আমার শিরে অশনি সম্পাত। সে দিন ১৩১৩ সনের ৩০শে আশ্বিন "রাখি-বন্ধনের" দিন দ্বিপ্রহরে উপলতায় হঠাৎ আমার দ্বিতীয় পত্নীর চারি বৎসর বয়স্ক কচি কোমল সুন্দর প্রথম পুত্রটি অন্যের অলক্ষ্যে জলে ডুবিয়া মারা গেল! তখন শারদীয়া পূজোপলক্ষ্যে স্কুল বন্ধ। চণ্ডী ও রেবতী দু-ভাই তৎকালে বাটীতে থাকিয়া তাহাদের শোক-বিহ্বল পিতামাতাকে সান্ত্বনা দান করে। তাহাদেরই মুখ চাহিয়া স্থির হইতে পারিয়াছি। এখানে সে নিদারুণ ঘটনার বিস্তৃত কাহিনী উল্লেখে বিরত রহিলাম।

বাবুরহাটে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর চণ্ডীকে চট্টগ্রাম জিলার মিরসরাই ষ্টেশনের অদূরে দুর্গাপুর হাইস্কুলে নিয়া যাই। এই স্কুলটি নূতন স্থাপিত হইয়াছিল। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিধারী স্থানীয় জমিদার বাবু নগেন্দ্র কিশোর দাশগুপ্ত। স্কুলের শিক্ষকগণ সকলেই কৃতবিদ্য গ্রাজুয়েট। প্রসিদ্ধ গ্রাম দুর্গাপুরের সমাজ, সংসর্গ ও সভ্যতা আদর্শস্থানীয়।

মিরসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী মিঠানালা গ্রামের শশীভূষণ দত্ত মহাশয় রেঙ্গুনে একজন খ্যাতনামা করাতকলের মালিক। তিনি আমার বড় দাদার বাল্যবন্ধু এবং দুর্গাপুর স্কুল কমিটির সভ্য। একদিন তিনি

আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া চণ্ডীকে দুর্গাপুর স্কুলে দিবার প্রস্তাব করেন। আমি সে লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। দুর্গাপুরের দেড় মাইল দূরে বাজাপুর গ্রামে শশী বাবুর শ্বশুর কৈলাসচন্দ্র মহাজন মহাশয়ের বাটীতে চণ্ডীর থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু বর্ষাকালে বাজাপুর হইতে অনেক দূর পথ ঘুরিয়া স্কুলে যাইতে হইত। চণ্ডীর লেখাপড়ায় আগ্রহ ও তাহার চরিত্র ব্যবহারে প্রীত হইয়া সদাশয় নগেন্দ্রবাবু তাহাকে নিজ বাটীতে আনিয়া স্থান দেন। এখান হইতে স্কুলে যাতায়াতের যেমন সুবিধা ছিল, লেখাপড়া শিখিবার ও বুঝিবার তেমন সুযোগ ছিল।

উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে পুত্রদ্বয়ের কত সুপ্ত-লুপ্ত কথা মনে জাগে? তাহাদের ভ্রাতৃভাব কত নির্ম্মল ও গাঢ় ছিল। রূপসার পাঠ্য-জীবনে হঠাৎ সঙ্গী ছাড়া হইয়া উভয়ে যে চঞ্চলতা ও অস্থিরতায় কয়েক মাস অতিবাহিত করে, তাহা বর্ণনার ভাষা আমার নাই। বাবুরহাট হইতে চণ্ডী প্রায়ই স্নেহমাখা উপদেশ-পূর্ণ চিঠি পাঠাইত, ছোট রেবতী তাহার শিশুহৃদয়ের ব্যাকুল ভাবাবেগে কেমন সুন্দর উত্তর দিত। ঐরূপ চিঠি দিবার জন্য আমিও তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতাম।

দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই চণ্ডী তাহার দৈনন্দিন ঘটনা ও কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত "ডায়েরী" লিখিতে আরম্ভ করে। প্রত্যহ অতি সরল সুন্দর সত্য কথায় স্বীয় জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সযত্নে ডায়েরী রক্ষা করিত। পাঠ্য-জীবনের শেষ পর্য্যন্তএরূপ ডায়েরী লিখা হয়। তাহার অজ্ঞাতে ডায়েরী কয়েকবারই আমার চক্ষে পড়ে। আমি উহার স্থানেস্থানে পাঠ করিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতাম। পুত্রের জীবনের লক্ষ্য ছিল কত মহান।

দুর্গাপুরের সজ্জন সংসর্গে বালক চণ্ডীর অন্তরে তৎকালেই যে

পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হয়, তাহা তাহার নিত্য সতর্ক নির্জ্জন যোগাসনে ঐকান্তিক ভাবাকুল ধ্যান, প্রণায়াম, স্তোত্র পাঠাদি ক্রিয়া-কলাপ কচিৎ নিরীক্ষণ করিতে পারিয়া আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। গীতা, ভক্তিযোগাদি গ্রন্থ পাঠ ছিল চণ্ডীর নিত্য কর্ম্ম।

অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে চণ্ডী নিরামিষভোজী। ব্যাপারটা আমার নিকট উৎকট বোধ হইতেছিল। একদা আহারকালে আমার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে চণ্ডী কয়েক গ্রাস মৎস্যাহার করিয়া, অবিরাম উদগার করিতে করিতে অতিমাত্রায় কাহিল হইয়া পড়ে। অতঃপর ডাক্তার ডাকিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা হয়। আর কখনও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজে জেদ করি নাই।

সেকাল বঙ্গ-ভঙ্গের যুগ। নিজে, নিজ-পরিবারে ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জ্জন, খদ্দর পরিধানাদির প্রতি চণ্ডীর ছিল একান্ত আগ্রহ। সে জন্মভূমিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

ইতিমধ্যে রেবতীর কাপ্সা স্কুলের পড়া শেষ হইলে স্থানান্তরে পাঠের ব্যবস্থা হয়। উপলতায় আমাদের আরও কয়েকটি সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়া ক্রমে পারিবারিক কাজ-কর্ম্ম বাড়িয়া উঠে। উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক না থাকায় বাং ১৩১৬ সনে কাপ্সার চাকুরী ছাড়িয়া আমি নিজবাটীতে সাংসারিক কাজে আত্ম-নিয়োগ করি।

আমার বড়দাদা রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাম আফিসের কেরাণী ছিলেন। বাং ১৩১৮ সনে তিনি রেঙ্গুনে আমার জন্য চাকুরী ঠিক করেন। লোভনীয় চাকুরী থাকায় আমি দ্রুত সাংসারিক ব্যবস্থা সারিয়া রেঙ্গুনে যাই। তথায় "হাজী বাহাদুর" নামক এক বাঙ্গালী মুসলমান বস্ত্র-বিক্রেতার [illegible]র কাজে নিযুক্ত হই।

ষোল বৎসর বয়সে দুর্গাপুর হাইস্কুল হইতে চণ্ডী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পায়।

প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণার ইছাপুরা গ্রামের আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বাবু নিকুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্যের আগ্রহে চণ্ডীকে রাজসাহী কলেজে পাঠাই। নিকুঞ্জবাবুর অনুরোধে তাঁহার প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয় রাজসাহীকলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল ইছাপুরা গ্রামনিবাসী বাবু কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে সম্মত হয়েন। চণ্ডী রাজসাহী কলেজে আই,এ পড়িতে থাকে।

রাজসাহী হইতে সময় সময় পত্রে জানিতাম, সেখানকার আবহাওয়া চণ্ডীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল না। দুই বৎসর পরে কলেজ হইতে চণ্ডী আই,এ পরীক্ষায় উপনীত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐ সময়ে তাহার বাম বাহুমূলে এক কঠিন স্ফোটক-যন্ত্রণায় ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পরীক্ষাগারে শেষ দুই দিন সে উত্তর লিখিতে পারে নাই। ঐ স্ফোটক পাকিয়া পরে ডাক্তারী অস্ত্রোপচারে নিরাময় হয়।

রাজসাহী কলেজে অকৃতকার্য্যতার পরবর্ত্তী বৎসর চণ্ডী চট্টগ্রাম কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পুনঃ আই,এ পড়িতে থাকে। আমি তৎকালে রেঙ্গুনে চাকুরী করিতাম। সে বৎসর আই,এ পরীক্ষার কিছু দিন পূর্ব্বে আমি এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসি। আমার বাড়ী আসার অল্পদিন পর চণ্ডী তাহার কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদিসহ হঠাৎ একদিন সকালের গাড়ীতে বাড়ী উপস্থিত। আমি ব্যস্ত হইয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে গম্ভীর অথচ সহাস্যে বলিল, "আপনার ব্যস্ত হইবার কিছুই নাই, পরে বিস্তারিত বলিব"। আমি উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চণ্ডী কালীবাটী গিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ডালি দিয়া আসিল।

মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে সে আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, আমি বিদ্যাশিক্ষার্থে আমেরিকা যাওয়া স্থির করিয়া কলেজের পড়া ছাড়িয়াছি। আপনি আমাকে একখানি অনুমতিপত্র লিখিয়া দিন"।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমি স্তব্ধ অবাক হইয়া ক্ষণ পরে বলিলাম, "তুমি গরীবের ছেলে; তোমার পয়সা কোথায় ?"

"আমি সব ঠিক করিয়াছি। আপনি তো আমার কলেজের খরচ দিতেছেন, এখন আমাকে মাসিক মোট পঞ্চাশ টাকা দিলেই আমার স্বচ্ছন্দে চলিবে"।

"অত টাকা তোমাকে দিতে গেলে এই বৃহৎ পরিবার কি করিয়া রক্ষা করিব" ?

"একান্তআপনি না দিলেও চলিবে"।

সে আমাকে আরও জানাইল, কলিকাতার ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এসোসিয়েশন কর্তৃক তাহার আমেরিকা যাওয়ার খরচ বহন করার ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। কতিপয় সদাশয় লোক তাহাকে এককালীন আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী চাকমারাজ ভুবনমোহন ও দুর্গাপুরের জমিদার নগেন্দ্রবাবু সহ কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি তাহার আবশ্যকীয় মাসিক খরচ বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। চণ্ডী আমাকে আরও উৎসাহিত করিয়া বলিল, "পরিবারে সকলে একত্র উন্নত হয়না। একজনের অনুকরণে পরবর্ত্তী অন্যেরাও দক্ষ হয়। আমার যথেষ্ঠ সাহস ও মনোবল আছে। আপনার উৎসাহ উদ্যোগেই দেবেন কাকার (আমার ধনাঢ্য মাতুলের চতুর্থ পুত্র দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী (D. K. Chowdhury) উচ্চ শিক্ষালাভার্থে বিদেশ যাইতে চাহিলে মাতুলমহাশয় হন অনিচ্ছুক ও বিরোধী। তৎকালে একমাত্র আমারই চেষ্টায় দেবেন আমেরিকায় যায়। তথায়

কয়েক বৎসরে ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারাদি পাশ করিয়া দেশে আসে। বর্ত্তমানে দেবেন মাদ্রাজের রাসনাদ জেলার করাইকুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর) আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। আমি আমেরিকায় পত্র লিখিয়া তাঁহারও সম্মতি নিয়াছি। আপনি অমূলক আশঙ্কা না করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন"।

আমি বলিলাম, "তোমার নিকট-পরীক্ষাটি দিয়া যাও"।

"পরীক্ষার এখনও অনেক বিলম্ব। তিন সপ্তাহ পরেই আমেরিকার জাহাজ ছাড়িবে, আমাকে সেই জাহাজেই যাইতে হইবে; বিশেষতঃ এখানের কোনও ডিগ্রী সেখানে চাহেনা"।

"তুমি ওখানে কি শিখিবে"?

"এগ্রিকাল্‌চার"।

"তুমি নিরামিষভোজী, ওখানে কি করিয়া চলিবে"?

"আপনি হয়ত জানেন না, সেখানে বহু নিরামিষাশী লোক থাকে"।

"দৈবাৎ তোমার মাসিক সাহায্য বন্ধ হইলে কি উপায় হইবে"?

"তাঁহারা সকলেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কেহই আমার শত্রু নহেন; বিশেষতঃ দু'এক মাসের সম্বল আমার হাতে থাকিবেই"।

জানিতাম, চণ্ডী সঙ্কল্পে অটল। তাহার বাঞ্ছিত একখানি অনুমতিপত্র লিখিয়া দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবের পাদপদ্মে পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। সেদিন বৈকালের গাড়ীতেই চণ্ডী চট্টগ্রাম রওয়ানা হইয়া গেল। তাহার বিস্তৃত খবর লিখিয়া রেঙ্গুনে আমার বড় দাদাকে পত্র দেই।

ক্রমে আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। ইতিমধ্যে চণ্ডীর আর কোনও খবর না পাইয়া আমি চট্টগ্রামের পথে রেঙ্গুন রওয়ানা হই।

চণ্ডী চট্টগ্রামে কলেজের বোর্ডিংএ থাকিত। আমি সেখানে উপস্থিত হইলে, আমাকে দেখিয়াই সে কাঁদিতে লাগিল। চোখের জল তাহার গণ্ড গড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি শশব্যস্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, চণ্ডী সদুঃখে বলিল, "বাবা! আপনারা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আপনার পত্র পাইয়া রেঙ্গুন হইতে জ্যেঠামহাশয় ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রকে টেলিগ্রাম ও পত্র দিয়া জানাইলেন, 'তিনিই আমার অভিভাবক, তাঁহার অমতে আমি আমেরিকা যাইতেছি; তাঁহার অনুমতি ব্যতীত যেন আমাকে আমেরিকা পাঠান না হয়'। ফলে আমার যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল"।

বৃত্তান্ত শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। চণ্ডীর তখনকার চেহারা দেখিয়া আমার ভয় হইল, এরূপ অবস্থায় আত্মঘাতী বা নিরুদ্দেশ হওয়া অসম্ভব নয়। চণ্ডীকে জানাই, দাদা হঠাৎ যে এতটা করিয়া ফেলিবেন, ভাবি নাই। তাহাকে বিস্তর সান্ত্বনা দিয়া আমার সঙ্গেই রেঙ্গুন গিয়া চাকুরী করিতে বলি। সে জানাইল, যাঁহাদের নিকট হইতে বিদেশে যাওয়ার সাহায্য হাত পাতিয়া লইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার কিছু খরচ হইয়া গিয়াছে, ঐসকল টাকাও বোর্ডিং এর পাওনা শোধ না করিয়া এখনই সে যাইতে পারে না। আমি রেঙ্গুনে গিয়াই তাহার আবশ্যকীয় টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হই। চণ্ডী আমাকে ইহাও জানাইল, যে-কোন উচ্চশিক্ষা-লাভ তাহার জীবনের ধ্রুব-লক্ষ্য; তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থেই সে তাহার কামনা পূর্ণ করিবে, ইতিমধ্যে পারিবারিক অভাবের মধ্যে যেন তাহার অর্জ্জিত অর্থ খরচ করা না হয়। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া যাই। এইখানেই চণ্ডীর পাঠ্য-জীবনের অবসান।

বিদেশ-যাত্রার ব্যাপারে চণ্ডীর কয়েকখানি সার্টিফিকেটের নকল।

১। চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এফ, সি, টার্নার সাহেবের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, the 9th January, 1913.

Chandi Charan Nag joined Chittagong College in July last and I have met him both in large classes and in small tutorial classes many times since. Though on so short an acquaintance I cannot claim to know him well yet I may say that he has impressed me favourably and I consider that he is the sort of student who would benefit considerably by a transfer to a Western University.

F. C. TURNER,
Principal, Chittagong College.

২। চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার বাবু পূর্ণচন্দ্র কুণ্ড মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, the 10th January, 1913.

This is to certify that Chandi Charan Nag has read Physics with me for some months in the second year class of the Chittagong College. I am glad to be able to say that he is quite up to the mark in that subject. He is intelligent and industrious and bears a good character. His behaviour both in and outside the class has been uniformly satisfactory. He now wishes to join a University of America and I wish him all success there.

PURNA CHANDRA KUNDA,
Prof. Chittagong College.

Countersigned by
F. C. TURNER,
Principal,
Chittagong College.

৩। চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, the 11th January, 1913.

Chandi Charan Nag is known to me rather intimately from a pretty long time. I have always admired his energetic and enquiring temper of mind. He has a true devotion to work and a lot of sacrificing spirit. I have always loved him dearly and shall always be expecting to bear of his success.

Surendra Nath Dasgupta,
Prof. Chittagong College.

Countersigned by
F. C. TURNER,
Principal,
Chittagong College.

৪। চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার বাবু নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, 11-1-1913.

I have much pleasure in certifying that Chandi Charan Nag is known to me. He read with me English for one session in the second year class of the Chittagong College. I always found him intelligent, attentive and well-behaviour. He now wishes to go abroad to prosecute his studies in agriculture and I wish him godspeed. As far as I know he is a brave youngman with good character and a quantity of honest enthusiasm calculated to ensure success in any understanding.

NARENDRA NATH CHAKRAVARTI
Prof. Chittagong College

F. C. TURNER.
Principal
Chittagong College.

৫। চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার বাবু জে, এম, বসু মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, 1-10-1913

I have much pleasure in certifying that Chandi Charan Nag who was in my Mathematics class for a year has given me satisfaction with regard to his behaviour and progress. He is active in his habits and his personal character so far as it has come under my observation is worthy of commendation. I understand he is going abroad for studying Agriculture. I consider him well qualified for it and wish him every success.

Countersigned by
F. C. TURNER,
Principal
Chittagong College.

J. M BASU,
Prof. Chittagong College.

৬। চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার বাবু দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, **10-1-1913.**

Chandi Charan Nag has read Chemistry with me since July last. I beleive his knowledge of chemistry and his general education in other subjects will enable him to pursue the course of instruction in any of the Uuiversities of America. I have always found him attentive to his lessons and an intelligent worker in the practical class.

Countersigned by

F C. TURNER,
Principal,
Chittagong College.

D. DUTTA,
Prof. Chittagong College.

৭। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, 18-1-1913.

Babu Chandi Charan Nag seems to be an energetic young man of intelligence. He holds certificates from the Principal and Professors of the local college. He deserves help to enable him to proceed to America for study.

JATRA MOHAN SEN,
Vokil
Chittagong.

৮। চট্টগ্রামের বিখ্যাত জন-নায়ক কাজিমআলী মাষ্টার মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, 28-1-1913.

This is to certify that Chandi Charan Nag has shown me many certificates from the Professors of the local college and also from some influential local gentlemen. He intends to go to America to learn Agriculture there. He seems to be an intelligent and energetic youngman. He should be encouraged by one and all of us as his aim is high and noble. I shall be glad to see him successful in his noble enterprise.

MD. KAZIM ALI,
Hony. Magistrate, Municipal Commissioner
Secretary, Khamedul Islam Society
Secretary, Chittagong H. E. & M. E. School.

৯। চট্টগ্রামের প্রবীন জন-নেতা বাবু নবীনচন্দ্র দাস মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, 28-1-1913.

Babu Chandi Charan Nag comes from Tippera and has been studying for the Intermediate in Science in the Chittagong College. He appears to be a smart and energetic youngman, desirous to prosecute his studies at all costs. He is of an adventurous, spirft and is sure to attain success and distination, if he be enabled to join any University in Europe aud America. I wish him success and godspeed.

NABIN CHANDRA DAS.
Ex-member,
Legislative Council,
Eastern Bengal & Assam.

Deva Para,
Chittagong.

১০। চট্টগ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ রাজদূত রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের সার্টিফিকেট :—

Chittagong, 29-1-1913.

I endorse the views that my brother Nobin Chandra Das has expressed regarding Mr. Chandi Charan Nag.

SARAT CHANDRA DAS,
Rai Bahadur.

রেবতীর উৎকট ব্যাধি

অনেকদিন পরে রেবতীর বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি। চণ্ডী বাবুর-হাট স্কুলে পড়িতে গেলে, তাহার সঙ্গ ছাড়া হইয়া রেবতী ভগ্ন-হৃদয়ে অস্থিরতায় কিছুকাল কাটায়। সে কখনো জেঠাইমায়ের নিকট, কখনো-বা আমার নিকট থাকিত। গ্রীষ্ম বা পূজার দীর্ঘ দিন বন্ধে চণ্ডী আসিলেই আবার দুই ভাই আনন্দে ও উৎফুল্লে একত্রে কিছুদিন কাটাইত।

চণ্ডীর ন্যায় রেবতীও বার বৎসর বয়সে রূপসা স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। বাবুরহাটের সাড়ে তিন মাইল পূর্ব্বদিকে "লোধের গাঁও চৌধুরী বাড়ী" আমার প্রথমা পত্নী কুসুমের মাতুলালয়। সেখানে থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া রেবতীকে বাবুরহাট স্কুলে পড়িতে দেই। চণ্ডী ইহার পূর্ব্বেই বাবুরহাট হইতে দুর্গাপুর স্কুলে গিয়া পড়িতেছিল। লোধেরগাঁও চৌধুরী বাটীর দুই তিনটি বয়স্ক ছেলেও বাবুরহাট স্কুলে পড়িত। রেবতী তাহাদের সঙ্গেই স্কুলে যাতায়াত করে। প্রত্যহ দুইবেলা এত দূর পথ পর্য্যটন তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক ছিল। সময় সময় লোধেরগাঁও গেলে দেখিতাম, শ্রান্ত-ক্লান্ত বালক রেবতী খাতা পুস্তক বগলে লইয়া স্কুল হইতে কত কষ্টে আসিত। তাহার ঘর্ম্মাক্ত আরক্তিম মুখ-মণ্ডল দেখিয়া আকুল হইয়া ভাবিতাম, গরীবদের পক্ষে জগতের সব দুঃখই না সহিয়া উপায় কি?

কয়েকদিন পর বার্দ্ধক্য-ব্যাধিতে রূপসায় জেঠীমা পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিরোধানে চণ্ডী ও রেবতীর দুঃখের অবধি ছিলনা।

জেঠীমায়ের বিয়োগের পরেও রূপসা মজুমদার বাটীতে ভাতৃদ্বয়ের আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই। তথায় যেমন তাহারা সকলের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত ছিল, তেমন ভাতৃদ্বয়ও রূপ্সার জীবনই শ্লাঘ্য ও আনন্দদায়ক মনে করিত।

একদিন লোধেরগাঁও চৌধুরী বাটী হইতে আমার আত্মীয়ের এক চিঠি লইয়া জনৈক লোক উপলতায় আমার নিকট আসিল। চিঠির মর্ম্ম,—' রেবতী সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত, আপনি অবিলম্বে আসুন।"

ভিংরা হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে ঐ লাইনে "সাহতলী" ষ্টেশন। উহা লোধেরগাঁও হইতে এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আমি কালবিলম্ব না করিয়া লোধেবগাঁও যাই। দেখিলাম, ভীষণ জ্বরে রেবতী অজ্ঞান-প্রায়। অবস্থা জানিলাম, দুইদিন পুর্ব্বে স্কুল হইতে খালি পায়ে আসিবার পথে মাঠেব মধ্যে কোন অদৃশ্য বস্তুতে তাহার ডান পায়ের তলা কাটিয়া গিয়া তাহাতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। পায়েব তলা দেখিলাম, প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা শুষ্ক রক্ত-মুখ একটি কাটা দাগ প্রায়শঃ জোড় লাগিয়া আছে। তৎকালে রেবতীব বয়স চৌদ্দ বৎসর পুর্ণ হয় নাই। আমি ব্যস্ত হইয়া অতি কষ্টে তাহাকে উপলতার বাটীতে আনি।

বাটীতেও অবিরাম প্রখর জ্বর। থার্ম্মোমিটারে জ্বরের উত্তাপ ১০৬'এর উপরে। অন্য ভীষণ উপসর্গ, রেবতীর ডান পায়ের গোড়ালির উপর হইতে জানুর নিম্নাংশ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নালা (Shin) রক্তাভ স্ফীত। তজ্জনিত অসহ্য যন্ত্রণায় অহর্নিশ রেবতীর আর্ত্তনাদে, বাটির সকলে অস্থির। তিন চার দিনেই সম্পূর্ণ নালাটী অসম্ভব ফুলিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্থানীয় ডাক্তার, কবিরাজের প্রদত্ত ঔষধপত্রাদি সকলই বিফল হইল। চিকিৎসকগণ সঠিক রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন।

রেবতী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া কেবল অন্নাহারের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে, অত্যাগী প্রবল জ্বরের মধ্যেও

সাহসে বুক বাঁধিয়া তাহাকে অন্ন-পথ্য দিলাম। ফল ভালই হইল। ক্রমে জ্বরের প্রখরতা লাঘব হইতে থাকে, পায়ের যন্ত্রণাও আস্তে আস্তে কমিতেছিল। কয়েক দিনেই জ্বর ও যন্ত্রণা কমিয়া গেল বটে, কিন্তু পায়ের নালার স্ফীতি ও রক্তিমভাব পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল। স্ফীত স্থান টিপিয়া দেখি, উহা অসম্ভব শক্ত। মনে হইল, মাংস ফুলে নাই, অস্থি ফুলিয়াছে।

এতদিন রেবতী বিছানা হইতে উঠিতে পারে নাই। জ্বর ও যন্ত্রণা লাঘবের সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় বসিতে ও মাটিতে পায়চারি করিতে চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম ডান পায়ের উপর মোটেই চাপ দিতে পারিত না, যষ্ঠি বা অন্য কোন বস্তুর উপর পায়ের ভর রাখিয়া ক্রমে সামান্য দুই-চার হাত করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়। রোগোৎপত্তির দেড় মাস পরে, যষ্ঠির সাহায্যে প্রায় দুইশত হাত দূরপথ যাতায়াত করিতে সমর্থ হইত। জিজ্ঞাসা করিলে রেবতী বলিত, ডান পায়ে অতিরিক্ত ভার ও নাড়া-চাড়ায় নালা ও হাঁটুতে কণ্টকবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তবে দিন দিনই উপসর্গগুলির গুরুত্ব লাঘব হইতেছিল। তখন রেবতীর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিয়াছে। পায়ের স্ফীত স্থানটি বস্ত্রাবৃত থাকিলে, তাহার সুন্দর মুখাবয়ব অবলোকনে বা কথা-বার্ত্তায় কোন রোগ আছে বলিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না। লেখা-পড়ার প্রতি রেবতীর এমনই আগ্রহ ছিল যে, সেই অবস্থাতেও সে তাহার পাঠ্য পুস্তকাদির সঙ্গেই সময় কাটাইতে ভালবাসিত।

এসময়ে আত্মীয় বান্ধবাদির পরামর্শে চিকিৎসার জন্য রেবতীকে রেলযোগে আমার বাড়ী হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে চাঁদপুরে লইয়া যাই। সেইখানে কয়েকজন বিজ্ঞ বাঙ্গালী ডাক্তারকে দেখাইলে, সকলেই তথাকার মিশনারী হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কার্য্যতঃ তাহাই করিলাম। তথায় হাউস সার্জ্জন ডাক্তার আমীর হুসেন,

হাসপাতালের ইংরেজ সিভিল্ সার্জ্জনের নিকটে রেবতীকে লইয়া যান। কিছু সময় পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, পরদিন সকাল আটটার সময় পুনরায় সাহেব যাইতে বলিযাছেন।

পরদিন যথাসময়ে হাসপাতালের সিভিল সার্জ্জন ও তাঁহার মেম সাহেব (ইনিও বিদুষী বড় ডাক্তার) উভয়েই অনেকক্ষণ রেবতীকে পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাদের মন্তব্য আমীর হুসেন সাহেবকে জানান। হাউস সার্জ্জন রেবতীকে স্থানান্তরে বসাইয়া, আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলেন,—"সিভিল্ সার্জ্জন সাহেব ও মেমসাহেব উভযেই আপনার ছেলের রোগের ইতিহাস শুনিয়া ভালরূপ পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ইহা অতি ভযঙ্কর রোগ। অবিলম্বে জানুর নিম্নাংশ কাটিয়া বাদ না দিলে ছেলের জীবন রক্ষা হইবেনা। এবিষয়ে আপনার লিখিত সম্মতি আবশ্যক"।

অপ্রত্যাশিত ভীতিবিহ্বল রোমাঞ্চকর সংবাদে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সবিনয়ে আমীর হুসেন সাহেবের ব্যক্তিগত সদুপদেশ প্রার্থী হই। তিনি জানাইলেন,—"অঙ্গচ্ছেদ ব্যতীত এ রোগের অন্য চিকিৎসা নাই। ক্লোরোফরম্ করিয়া পা কাটিলে সে টেরও পাইবে না কাঠের পা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। যষ্ঠির সাহায্যে চলা-ফেরা চলিবে। জীবন নষ্ট করা অপেক্ষা এভাবে বাঁচাইয়া রাখা ভাল নহে কি?" আমি বিবেচনা করিয়া "পরদিন আসিব" বলিয়া ছেলেসহ বিদায় হই।

পথে রেবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "ডাক্তার-সাহেব আপনাকে গোপনে কি বলিলেন"? পুত্রের নিকট কপট বা অসত্য বলা আমার রুচি-বিরুদ্ধ। ডাক্তার আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং আমি যে উত্তর দিয়া আসিয়াছি, সবই রেবতীকে জানাই। রেবতী তখন সকাতরে আমাকে জানাইল, "বাবা। পা কাটিযা আমার আর বাঁচিলে ফল কি?

এখানে আমার রোগ কেহই ধরিতে পারে নাই। আমি দিন দিন আরোগ্যের পথে, এভাবে দুই তিন মাসে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিব। আপনি কি পা কাটিতে সম্মতি দিবেন?" আমি বলিলাম, "পা কাটিতে কখনই মত দিবনা, দেখি অন্যেরা কি বলেন"?

চাঁদপুর শহরে কয়েকজন বিজ্ঞ বাঙ্গালী ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলাপ করিলাম। অবস্থা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। কেহ কেহ ঢাকায় যাইবার পরামর্শ দিলেন।

চাঁদপুর হইতে পুত্রসহ বাড়ী ফিরিয়া আসি। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে রেবতী যষ্ঠির সাহায্যে প্রায় ৪।৫ শত হাত পথ যাতায়াত করিতে পারে, নালায় কণ্টক-বিদ্ধ যাতনাও অপেক্ষাকৃত কম মনে করে। তদবস্থায় পুত্রসহ ঢাকায় রওয়ানা হইয়া যাই।

ঢাকায় পৌঁছিয়া তথাকার বাবুর বাজরে এক মেডিক্যাল ছাত্রাবাসে উপনীত হই। ছাত্রগণ রেবতীর রোগ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাগ্রহে তথায় আমাদিগকে স্থান দিলেন। ধারণা হইল তাঁহারা একটি অভিনব রোগের গবেষণা করিবার সুযোগ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত মনে করিতেছেন।

পরদিন ছাত্রদের সাহায্যে স্বল্পায়াসে ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে প্রথমতঃ কয়েকজন বাঙ্গালী ডাক্তার দ্বারা রেবতীর রোগ পরীক্ষা হয়। পরে তথাকার ইংরাজ সিভিল্ সার্জ্জন সাহেব রেবতীর রোগোৎপত্তির ইতিহাস শুনিয়া আক্রান্ত স্থানাদি পরীক্ষান্তে জানাইলেন, "এখনই অঙ্গচ্ছেদ আবশ্যক, এ-ছাড়া অন্য চিকিৎসা নাই।"

হতাশ হইয়া ছাত্রাবাসে ফিরিলাম। পরে ছাত্রগণও তথায় সমবেত হইয়া বলিলেন, "ব্যায়রামটি গুরুতর সন্দেহ নাই।" ইহার "এক্সরে" হওয়া দরকার। তখন ঢাকার মিট্‌ফোর্ডে সবেমাত্র ঐ যন্ত্রটি আনা হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথারীতি ফিট্ করা হয় নাই। তাঁহারা ঢাকার

সুবিজ্ঞ প্রবীন ডাক্তার গোপাল বাবুর নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। পরদিন কয়েকজন ছাত্রসহ রেবতীকে লইয়া গোপাল বাবুকে দেখাই ও অবস্থাদি বিবৃত করি। তিনি সবিশেষ অবগত হইযা বলিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়া চিকিৎসাক্ষেত্র হইতে প্রায় অবসর লইয়াছি, বিশেষতঃ এ সকল জটিল রোগের পরীক্ষোপযোগী যন্ত্রপাতিও আমার নিকটে নাই। আপনারা হঠাৎ এখানে কিছু না করিযা অগৌনে কলিকাতা যান। সমগ্র ভারতের মেডিকেল চিকিৎসাকেন্দ্র কলিকাতা, ওখানে সব রকম সাহায্য পাইবেন। একটি মূল্যবান জীবন যেন হেলায নষ্ট না হয়।

ক্ষুণ্ণমনে ঢাকা হইতে বাড়ী ফিবিযা কলিকাতা যাইতে ব্যগ্র হইয়া পড়ি। অর্থাভাব প্রতিবন্ধকতায প্রায় দুই সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিল। এ সময়ের মধ্যেও রেবতীর চলা ফেবার সমধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যষ্ঠি অবলম্বনে প্রায় সিকি মাইল এবং বিনা যষ্ঠিতে শতাধিক হাত অনায়াসে যাতায়াত করিতে পাবে। চলা-ফেরাকালে পাযের যাতনাও পুর্ব্বাপেক্ষা কম বোধ হইত। তাহার মুখশ্রীতে বা দেহ সৌষ্ঠবে কোনরূপ রোগ লক্ষণ পরিস্ফুট ছিলনা। সে অধিকাংশ সময তাহার পাঠ্যানুশীলনে, কখনও বা অন্যের সহিত হাসি-গল্পে সময় কাটাইত। কেবল আক্রান্ত পায়ের উপরিভাগে রক্তাভতা, দৃঢ় স্ফীতি ও চলিবার কালে কিছু কষ্ট ও ভারানুভূতি পুর্ব্ববৎই ছিল।

রেবতীকে লইয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়া বড়বাজার রাজার চকে আমার এক আত্মীয় মশলা ব্যবসায়ী রাজচন্দ্র বিশ্বনাথ রায়ের গদিতে থাকিবার ব্যবস্থা করি। কলিকাতা যাত্রার প্রাক্কালে দুর্গাপুর স্কুলের হেডমাষ্টার নগেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে একখানি অনুরোধ পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলাম। আমাকে এ-বিপদে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার জন্য ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত নামক নগেন্দ্রবাবুর এক আত্মীয়কে তিনি

পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। সুরেশবাবু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন ডাক্তার, হ্যারিসন রোডের এক বাড়ীতে থাকিতেন।

ডাক্তার সুরেশবাবুকে নগেন্দ্রবাবুর চিঠি দিলে, তিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ হইল, দুর্গাপুরে পাঠ্যাবস্থায় আমার বড় পুত্র চণ্ডীকেও তিনি ভালরূপে জানিতেন। ডাক্তার বাবুর নিকট রেবতীর রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বর্ণনা করিলাম। তিনি নিজেও রোগাক্রান্ত স্থান ভাল করিয়া দেখিলেন। তৎকালে কলিকাতার প্রধান চিকিৎসালয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়াই স্থির হয়।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা হাসপাতালে উপস্থিত হইলে, ডাক্তার সুরেশবাবু আমাকে নীচে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, লিফটযোগে রেবতীকে উপরে লইয়া গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, "দুইজন ইংরেজ ডাক্তার রেবতীকে পরীক্ষা করেন।" তাঁদের মত,—"আপনারা খুব বিলম্বে আসিয়াছেন, আরো আগে আসা উচিত ছিল। এখন সমস্ত পা-খানিই কাটিয়া বাদ দিয়া দেখা যাইতে পারে। যদি গার্জ্জিয়ান ইহাতে সম্মতি দেন, তবেই রোগীকে ভর্ত্তি করা যাইবে।"

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে রাজার চকে ফিরিয়া আসি। মনে জাগে,—চাঁদপুর, ঢাকা, কলিকাতার হাসপাতালে, নির্ম্মম একই সুরের প্রস্তাব। তথায় বালক রেবতী ভীতি-বিহ্বল সকরুণ দৃষ্টিতে আমার মুখ-পানে চাহিয়া থাকিত,—কি জানি, আমি সম্মতি দিয়া ফেলি নাকি? শৈশবের মাতৃ-হারা ছোট টুকুনকে কত কষ্টে এত বড় করিয়া আজ কোন্ প্রাণে উন্নতিশীল স্বাস্থ্য, এমন নয়নাভিরাম পুত্রকে হত্যা করিবার সম্মতি দিব? বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। স্থির করিলাম, পর দিনই বাড়ী চলিয়া যাইব।

রাজার চকে কয়েকজন ভদ্রলোক, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী বা অন্য কোন বড় ডাক্তারকে দেখাইবার প্রস্তাব করেন। সেখানে আমার আত্মীয় বাবু কামিনীকুমার রায় বলিলেন,—"এত টাকা পয়সা ব্যয়ে কলিকাতায় আসিয়া এ-ভাবে ফিরিয়া যাইবেন, ইহা সঙ্গত নয়। আরো ৫।৭টি দিন অপেক্ষা করুন। আমাদের জানা একজন বড় ডাক্তার আছেন, যিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফেরৎ কত উৎকট রোগীকেও আরোগ্য করিয়াছেন। একবার তাঁহাকে দেখাইয়া ফল না হইলে বাড়ী যাইবেন। তিনি ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।"

পরদিন কামিনীবাবুসহ ডাক্তার ব্রহ্মচারীর নিকট উপনীত হই। কামিনীবাবু ছিলেন ডাক্তারবাবুর সুপরিচিত। উভয়ের প্রাথমিক সম্ভাষণের পর, রেবতীর হাতে আট টাকা ভিজিট দিয়া তাহার রোগের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করি। তিনি রেবতীকে সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া আলাপ দ্বারা তাহার কণ্ঠস্বর, চক্ষু, জিহ্বা ও আক্রান্ত স্থানাদি পর্য্যবেক্ষণান্তে হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠেন,—"কেন 'পা' কাটিতে হইবে? উঁহাদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। পা কাটিবার সম্মতি না দিয়া আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন।" ভিজিটের আট টাকা রেবতীর হাতে দিয়া কহিলেন,— "তোমার ভিজিট লাগিবেনা।" আমরা নিষ্ফল বহু অনুরোধ করিলাম। তিনি বার বার বলিলেন,— "বিনা টাকায় এ ছেলের চিকিৎসা হইবে।" আরও বলেন,— "কলিকাতা সহরে আমার চেয়ে যাঁহাকে আমি বড় ডাক্তার বলিয়া জানি, তাঁহাকে দেখাইব। আপনারা ছেলেসহ কাল সকাল ৯ টায় ক্যাম্বেলে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে উপস্থিত থাকিবেন"।

যথাসময়ে পরদিন আমরা ক্যাম্বেলে উপস্থিত হই। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের তদানীন্তন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট বাবু সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে

দেখা করিয়া আমাদের উপস্থিতির কারণ জানাই। তিনি আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিলেন। তিনি খাস ইংরেজ, উন্নত, বিশাল দেহ, বয়স পঞ্চাশের উপরে, দেখিলেই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে সাধারণভাবে রেবতীর রোগাক্রান্ত স্থানটি দেখিয়া তাহাকে ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করার জন্য এ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে বলেন। বালক রেবতী একা থাকিতে ভয় পাইবে জানাইলে, এ্যাটেণ্ডেণ্ট স্বরূপে আমাকেও ভর্ত্তি করার আদেশ দিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, ডাক্তার ব্রহ্মচারী হইতে রেবতীর রোগ বৃত্তান্ত তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই সাহেবের নাম মেজর নিউম্যান।

ক্যাম্বেলের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আমার ও রেবতীর পাশা-পাশি দুইখানা বেড্ এবং হাসপাতাল হইতে আমাদের খাদ্যাদির সমস্ত খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ওখানে দুই-এক বেলা খাওয়ার পর আমি বাহিরে হোটেলে খাইয়া, তথা হইতে টিফিন্ কেরিয়ারে রেবতীর খাবার আনিতাম। এখান হইতে কেবল দুগ্ধ লইতে থাকি। এসময়ে জানিতে পারি, ডাক্তার ব্রহ্মচারী ক্যাম্বেলের অপর ওয়ার্ডে একজন বড় ডাক্তার Teacher of Medicine.

দুই-এক-দিনেই রেবতী ওয়ার্ডের সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। তাহার বিনয়-নম্র ব্যবহার ও মিষ্ট-মধুর বাক্যালাপে সকলেই মুগ্ধ ছিল। ওখানে সকলেই তাহাকে "খোকন" বলিয়া ডাকিত।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশানুসারে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সতীশবাবু একদিন রেবতীর রোগের আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নোট করিয়া লইলেন। প্রায় এক সপ্তাহ পরে স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অপর এক ডাক্তার সহযোগে রেবতীর এক্সরে করিয়া তিন প্রকার ফটো

উঠাইলেন— (১) আক্রান্ত পায়েব। (২) একত্রে উভয় পায়েব (৩) আপাদ-মস্তক সর্ব্ব শবীরের ।

অতঃপর এক দুই করিয়া দিন অতিবাহিত হইয়া চলিল, সাহেবের আর কোনও সাড়া পাইনা। সতীশবাবুও কে সদুত্তর দিতে পারিলেননা। সাহেবকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ও সাহসী হইলাম না। আমি উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ওয়ার্ডে গিয়া তাঁহাকে বৃত্তান্ত জানাই। তিনি সহাস্যে বলিলেন,— "এখানে রাজরাজ্ড়া যে চিকিৎসা না পায়, সাহেব আপনার ছেলের সেই চিকিৎসায় ব্যস্ত। তিনি কলিকাতা সহরের সমস্ত বড় ডাক্তারকে চিঠি দিয়াছেন, তাঁহারা একদিন আপনার ছেলেকে দেখিবেন, হয়ত আর দুই-চার দিন বাকী আছে, আপনি ব্যস্ত হইবেন না"।

ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে সকল কথা জানাই। তখন তাহাকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেল, কিন্তু সংশয় দোলায় আমার চিত্ত দারুন আলোড়িত হইতেছিল। কি জানি, সেখানে যদি পা কাটিবার সিদ্ধান্ত করিয়া বসে ?

তিন দিন পরে হঠাৎ সতীশবাবু জানাইলেন, "আজ রাত্রি সাড়ে আটটায় খোকনকে লইয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে যাইতে সাহেবের আদেশ, ওখানে তার রোগের পরীক্ষা হইবে"। যথাসময়ে ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা তিন জন গিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটী হলের এক দ্বিতল প্রকোষ্ঠে উপনীত হই। তড়িতালোকিত পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যস্থলে গোলাকার এক সুবৃহৎ টেবিলের চারিদিকে বসিবার চেয়ারগুলি সারিবদ্ধ সজ্জিত রহিয়াছে। ওখানে তখন চারিজন আর্দ্দালী ব্যতীত আর কেহ ছিলনা। আমরা ভিতরে না বসিয়া বারান্দার টুলে বসিলাম।

ঠিক নয়টা বাজিবামাত্র বাহিরে বিভিন্ন দিকাগত মটরসমূহ হইতে নানা সুরের আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে দুপ-দাপ পদধ্বনি, তিন-চার মিনিটেব মধ্যে জমকাল পরিচ্ছদে শোভিত প্রায় পঁচিশ জন

ডাক্তাব প্রকোষ্ঠে টেবিলের চারিদিকে আসন গ্রহণ করিলেন। মেজর নিউম্যান সাহেবও এসময় আসিয়াছেন।

ক্ষণেক পরে সাহেবের আদেশে সতীশবাবু রেবতীকে ভিতরে লইয়া গেলেন। আমি বারান্দায় বসিয়া দৃশ্য দেখিতেছিলাম। সেখানে মেজর নিউম্যান সাহেব কর্ত্তৃক রেবতীর রোগের বৃত্তান্ত বর্ণন, ফটো প্রদর্শনাদি সমাধা হইলে, কেহ কেহ রেবতীর আক্রান্ত স্থান ও চোখ-মুখাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই রোগ পরীক্ষা, গবেষণা, আলোচনা, সমালোচনা ও কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল; কিন্তু আমি কোন কথা বুঝিতে পারি নাই। দশটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই সকলে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব মটরে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। দারুন উৎকণ্ঠায় আমার হৃদয় তোল পাড় হইতেছিল। সর্ব্বশেষে আমরা তিন জন আবাব ঘোড়ার গাড়ীতে ক্যাম্বেলে রওয়ানা হই।

পথে আমি প্রশ্ন করিলে, সতীশবাবু তথাকার এরূপ বিবৃতি দিলেন,—"ইহাবা সহরের শীর্ষস্থানীয় সিভিল্ সার্জ্জন ও বড় ডাক্তার। খোকনেব বোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছেন। ইহা ক্রনিক পেরিয়ষ্টাইটিস শ্রেণীর এক অতি ভীষণ রোগ। স্বভাবতঃ তরুণ দেহেই কুত্রাপি এ রোগ দৃষ্ট হয়। বাহিরের কোন উগ্র বিষ কোন প্রকারে শবীরের রক্তে মিশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটোৎপত্তি, তদ্দারা কোমল অস্থি-মজ্জার আলোড়ন, বিলোড়ন, প্রসারণ, সঙ্কোচনাদি প্রাণান্তকর ক্রিয়ার পরিব্যাপ্তি করিয়া ক্রমশঃ দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া জীবন নাশ করে। প্রাথমিক আক্রমণেই আক্রান্ত অঙ্গচ্ছেদ ব্যতীত ইহার অন্য চিকিৎসা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খোকনের পাদ-মূলে এই রোগোৎপত্তি হইয়া কয়েকদিনে ক্রমে জানু-মূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে, হঠাৎ কোন অদৃশ্য দৈবানুগ্রহে কীটগুলি ধ্বংস হইয়া

ইহার জীবন রক্ষা করিয়াছে। ইতিমধ্যে আক্রান্ত স্থানে কতক অস্থি এক পার্শ্বে বাড়িয়া উপরিভাগে মৌচাকের গর্ত্তের মত হইয়া আছে। সিদ্ধান্ত হইল অঙ্গচ্ছেদ না করিয়া অপারেশন দ্বারা বর্দ্ধিত হাড় কাটিয়া ফেলা ও গর্ত্তগুলি চাঁচিয়া দেওয়া, নহিলে ইহা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হইবে। সকলের সিদ্ধান্তমতে মেজর নিউম্যান সাহেবের হাতেই অপারেশনের ভার অর্পিত হইয়াছে"।

কথায় কথায় আমরা ক্যাম্বেলে পৌঁছিয়া যাতায়াতের গাড়ীভাড়া আমি দিতে চাহিলে, সতীশবাবু আমাকে বারণ করিয়া বলিলেন, খোকনের সমস্ত খরচই হাসপাতাল হইতে দিবার আদেশ। পরে একদিন ডাক্তার ব্রহ্মচারীর সহিত আমি দেখা করিলে, তিনিও আমাকে সতীশবাবুর অনুরূপ বর্ণনা দিলেন।

রোগ নির্ব্বাচনের পর একে একে পাঁচদিন অতীত হইলে, ষষ্ঠ দিনে এক ক্ষৌরকার আসিয়া রেবতীর পায়ের নালার উপরের পশম-গুলি চাঁচিয়া দিল। পরদিন অপারেশন হইবে, ভয়ে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। রেবতী আমাকে সাহস দিয়া বলে, "বাবা এ ওয়ার্ডে কত হাত পা কাটা রোগী আছে আপনি কেন এত ভীত হইতেছেন? ক্লোরোফরম করিয়া আমার অপারেশন হ'বে, আমিত টেরও পাইবনা"। পরদিন নয়টায় মেজর নিউম্যান সাহেব অন্য দুইজন ডাক্তারসহ অপারেশন রুমে গেলে তথায় রেবতীকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে আমার যাইবার অনুমতি হইল না।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে ডানপায়ে কাষ্ঠফলকযুক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ষ্ট্রেচারে আনিয়া রেবতীকে তাহার বিছানায় শোয়াইয়া রাখা হইল। নার্স আমাকে বলিল, আমি যেন ছেলের নিদ্রার ব্যাঘাত না করি, বা কথাবার্ত্তা না বলি। সেদিন অপরাহ্নে শায়িতাবস্থায় রেবতীর

উপর্য্যুপরি কয়েকবার বমন হইলে নার্স বলিল, অপারেশনের পর এরূপ বমন স্বাভাবিক। পরদিন হইতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে অক্ষম হইলেও রেবতীকে অনেকটা সুস্থ বোধ হইতেছিল। সে ক্রমেই রীতিমত কথাবার্ত্তা বলিতে থাকে। বেলা নয়টায় সাহেব আসিয়া ক্ষনেক দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিয়া গেলেন।

রেবতী জানাইল, "অপারেশন রুমে এক শ্বেতপ্রস্তরের টেবিলে তাহাকে শোয়াইয়া প্রথমতঃ কিছু তরল ঔষধ খাইতে দেওয়া হয়, তীব্র গন্ধযুক্ত এক ঔষধের শিশি মুখ খুলিয়া, তাহার নাসাগ্রে ধরিয়া তাহাকে সংখ্যা গুনিতে বলা হয়। এক দুই হইতে গুনিতে গুনিতে ক্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসে। মনে আছে সে বাহাত্তর পর্য্যন্ত গুনিতে পারিয়াছিল; অতঃপর কি হইয়াছে কিছুই বলিতে পারে না। অপারেশনের পর ক্রমে ছয় দিন অতীত হইল। সপ্তম দিবসে স্বয়ং সাহেব রেবতীর পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া, পুনঃ নূতনভাবে পূর্ব্ববৎ ব্যাণ্ডেজ করিলেন। ব্যাণ্ডেজ খোলা হইলে দেখিলাম, জানুদেশের, নিম্ন হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ হস্ত লম্বা অপারেশনের স্থানের মধ্যে মধ্যে তিন-চারিটি গ্রন্থি-বন্ধন। সমস্তই তখনও রক্তাপ্লুত। মনে হইল দীর্ঘ অপারেশন স্থানের জোড় বিযুক্তি বোধ কল্পেই মাঝে মাঝে গ্রন্থি বন্ধন দেওয়া হইয়াছে।

হাসপাতালে সর্ব্ববিষয়ে রেবতীর সুবিধা ও স্বাধীনতা। তাহার চিকিৎসার প্রতি স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহ, X'Rayর ব্যবস্থা মেডিকেল বোর্ডের আয়োজন ও সিদ্ধান্ত এবং অপারেশনাদি কার্য্যকলাপে ওখানে সকলেই বলাবলি করিত, এমন চিকিৎসা কচিৎ কাহারো ভাগ্যে ঘটে। কেহ কেহ আমাকে বলিত, আপনি অতি শুভ মুহূর্ত্তে ছেলে লইয়া এখানে আসিয়াছেন।

রেবতী তখন বিছানার উপর বসিতে পারে, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা গুটাইতে পারে না।

ক্যাম্বেলের সার্জিকেল ওয়ার্ডে বহু রোগী। তাদের মধ্যে তৎকালে কেহ কেহ আলোচনা করিত; কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এই ওয়ার্ডে কোন কোন রোগী কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। এ বিষয়ে আমি প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও খবরটি অবিশ্বাস করি নাই। ডাক্তার বা নার্সকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হই নাই, যেহেতু ইহার প্রচার রোগীদের স্বাস্থ্য ও মনোবলের পরিপন্থী। আমি শঙ্কিত হইয়া পুত্রের ও আমার খাদ্যাদি বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্ক হইয়া চলিতে থাকি।

অপারেশনের দশম দিবসে রাত্রি ৩টার সময় হইতে হঠাৎ রেবতীর উপর্যুপরি দাস্ত ও বমি আরম্ভ হয়। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সে কি ভীষণ দুর্দ্দশা? এই আকস্মিক বিপদে আমি একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ি। নার্স তখনই ডাক্তারকে খবর পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,— "ইহাকে আর এ ওয়ার্ডে রাখার উপায় নাই।" সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টসহ ষ্ট্রেচারে করিয়া কুলি দ্বারা রেবতীকে কলেরা ওয়ার্ডে পাঠান হইল। তখন রাত্রি ৪টা। আমিও হতাশ হৃদয়ে ষ্ট্রেচারের পিছু পিছু যাই।

কলেরা ওয়ার্ডে বহু রোগীর মধ্যে একখানি বেড স্থাপন করিয়া তাহাতে রেবতীকে শোয়াইয়া রাখা হইল। আমি সাশ্রু নয়নে শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এখানেও ক্ষণকাল পর পরই দাস্ত ও বমি হইতেছিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রেবতী সোডাওয়াটার পান করিতে ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে। নার্সের সম্মতি লইয়া বাহির হইতে তাহা আমি আনিয়া দিই। সোডা পানান্তে

রেবতী অনেকটা শান্তি বোধ করে। ফলতঃ আমি যতটা ঘাবড়াইয়া ছিলাম, রেবতী ততটা দুর্ব্বল-চিত্ত ছিলনা। সে নানা কথায় আমাকে সাহস দিতে থাকে।

বেলা সাড়ে নয়টায় সাইকেলে মেজর নিউম্যান সাহেব কলেরা ওয়ার্ডে আসিলেন। আশায় আমার বুক ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি এক মিনিটকাল রেবতীর দিকে চাহিয়া, পবে ওয়ার্ডের ডাক্তার ও নার্সকে কিছু বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল মধ্যে কলেরা ওয়ার্ডেব সমীপবর্ত্তী তৎকালিন সুদীর্ঘ প্লেগ ওয়ার্ডের (উহাতে সে সময়ে কোন রোগী ছিলনা) পুর্ব্বপ্রান্তস্থিত অফিস রুমে দুইখানি বেডের ব্যবস্থা হইয়া, তখনই রেবতী এক বিছানায় নীত হইল, অপরটি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।

সাবাদিন আমার স্নানাহার বন্ধ। রেবতীব কাছ ছাড়া হই নাই। ইন্দু ভূষণ চৌধুরী নামক আমার এক আত্মীয় অপরাহ্নে সার্জিকেল ওয়ার্ডে রেবতীকে দেখিতে আসিয়া খবর পাইলেন, তাহাকে কলেরা ওয়ার্ডে ট্রান্সফাব কবা হইযাছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া এখানে উপস্থিত। সকল অবস্থা শুনিয়া; আহাবের জন্য আমাকে বাহিরে পাঠাইয়া নিজে রেবতীর নিকট রহিলেন। আমি ফিরিয়া আসিলে, আমাকে ক্লান্ত ও ব্যস্ত দেখিয়া, তিনি সে রাত্রি এখানেই থাকিবার সিদ্ধান্ত করেন।

ইন্দুবাবু আমার দ্বিতীয় পরিণীতা স্ত্রীর পিসতুত ভাই। তৎকালে কলিকাতা রেলী ব্রাদার্স আফিসে চাকুরী করিতেন। শিশুকাল হইতে চণ্ডী ও রেবতীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বাৎসল্য। ক্যাম্বেলে কলেরা রোগাক্রান্ত রেবতীর তেমন কঠিন অবস্থায় উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি তিনি রেবতীকে বুকে জড়াইয়া শয়ন করিয়া কাটান। দেখিয়াছি, গভীর রাত্রে রেবতী ইন্দুবাবুর নাকে-মুখে পর্য্যন্ত বমন করিয়াছে,

কিন্তু তিনি নির্ভীক, অটল। এহেন ভীষণ রোগে আত্ম-জীবন বিপন্ন করিয়া কয়জন এমন দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়?

কলেরা ওয়ার্ডে আসিবার চতুর্থ দিনে (তখন কলেরার তীব্রতা হ্রাস পাইয়া দুর্ব্বলতা যথেষ্ট ছিল) সার্জিকেল ওয়ার্ডের এসিষ্টাণ্ট ডাক্তার আসিয়া রেবতীর পায়ের কাষ্ঠফলক অপসারণ পূর্ব্বক ড্রেস করিয়া গেলেন। এ সময়ে রেবতীর ঘা শুখানোন্মুখ। রক্ত মোক্ষণ ছিলনা ইহার পরেও এখানে দুইদিন ডাক্তার আসিয়া ড্রেস করেন। তখন পায়ে সামান্য ক্ষত রহিয়াছে।

এভাবে আর হাসপাতাল জীবন আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে রেবতীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। সার্জিকেল ওয়ার্ডে বাত্রিশ দিন ও কলেরা ওয়ার্ডে চৌদ্দদিন কাটাইবার পর, পায়ের অপারেশন স্থানে যে সামান্য ক্ষত তখনও ছিল, তাহার ড্রেসিং আমিই করিতে পারিব বলিয়া হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে রিলিজ সার্টিফিকেট লই। অতঃপর উভয় ওয়ার্ডের ডাক্তার, নার্স, পরিচারক, পাচক, ঝাড়ুদার সকলের সহিত দেখা করিয়া, তাহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ও তাহাদের সস্নেহ আশীর্ব্বাদ গ্রহণে বিদায় লইয়া বাজার চকের গদিতে যাই।

পরদিন পিতাপুত্র গরীবোচিত সামান্য ডালি লইয়া আত্মীয় কামিনী বাবু সহ প্রথমতঃ যাঁহার অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে মরনোন্মুখ পুত্রের জীবন দাতার সন্ধান ও দয়ালাভে সমর্থ হইয়াছিলাম, সেই মহানুভব ডাক্তার ব্রহ্মচারীর সহিত দেখা করিয়া, করপুটে তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তিনি সস্নেহে রেবতীকে নিকটে ডাকিয়া, তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠিক তোমারই মতন আমার এক স্নেহের পুতুল অকালে হারাইয়াছি, সে স্মৃতিতে আমার অন্তরে দাগ পড়িয়া আছে। আশীর্ব্বাদ করি, জীবন উন্নত করিয়া চলিবে"।

সেখান হইতে বিদায় লইয়া, পুত্রের জীবন রক্ষক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাংলায় যাই। কার্ড লিখিয়া আর্দ্দালী দ্বারা তাহা পাঠাইলে, মেম সহ সাহেব নীচে আসেন। তাঁহারা উভয়ে সোল্লাসে সাগ্রহে রেবতীর রোগ ও চিকিৎসার আলোচনা করেন। "অন্ততঃ ছয়মাসকাল কোনরূপ দৌড়াদৌড়ি বা ফুটবল খেলাদিতে লিপ্ত না হইতে এবং বৎসরেক পরে একবার আসিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে" রেবতীকে বলিয়া দিলেন। ডালি হইতে সামান্য দু' একটি ফলমাত্র হাতে লইয়া, সাহেব সমস্তই তাঁহার আর্দ্দালী দারোয়ান ও ড্রাইভারাদির মধ্যে বিতরণ করিলেন। আমারা সশ্রদ্ধ সেলাম জানাইয়া বিদায় লইয়া আসিলাম।

আর তিন দিন কলিকাতায় কালীঘাট ও অন্যান্য কয়েক স্থানে যাতায়াত করিয়া, অবশেষে পিতাপুত্র নিরাপদে উপলতায় নিজ বাটীতে পৌঁছি। রেবতীর চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া, সকলেই পুলকিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

আমি বাটীতে নিজেই পুত্রের পায়ের অবশিষ্ট সামান্য ক্ষতের ড্রেস করিতে থাকি। যত অল্প সময়ে উহা সারিবে আশা করিয়াছিলাম, তাহা হয় নাই, প্রায় মাসেক সময় লাগে।

অন্য আর এক উপসর্গ দেখা দিল। কিছুদিন পর পর অপারেশন জায়গার স্থানে স্থানে দু'একটি পাঁচড়া জাতীয় বড় গোটা বাহির হইয়া ক্রমে তাহা পাকিয়া নালী হইয়া পড়িত। উহার মধ্যস্থ পুঁজ রক্ত টিপিবার কালে তৎসঙ্গে ২।১টি শক্ত, অমসৃণ, ছোট কাল টুকরা বাহির হইলেই অচিরে নালীক্ষত শুকাইত। মনে করিতাম, অপারেশনে তাড়াতাড়ি অস্থি চাঁচিবার কালে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ঐ টুকরা অলক্ষ্যে

রক্তে মিশিয়া ভিতরে রহিয়াছিল, অথবা আক্রান্ত দূষিত সমস্ত অস্থি চাঁচা হয় নাই। এই উপসর্গটি ক্রমাগত দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলে।

এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে অন্যূন ছয়মাস কাল পড়ার ক্ষতি হয়। অতঃপর কুমিল্লার বাবু রাজকিশোর চৌধুরী মোক্তারের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করিয়া, রেবতীকে জিলাস্কুলে ভর্ত্তি করাই। বৎসরেক পরে প্রগ্রেস রিপোর্ট ও অবস্থাদি জানিয়া, জিলাস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় রেবতীর বেতন "ফ্রী" ও স্কুল বোর্ডিংএ থাকার ব্যবস্থা করেন।

শিক্ষার প্রতি রেবতীর ছিল একান্ত অনুরাগ। অন্ততঃ একখানা বহিও তাহার নিত্য সহচর থাকিত। সততা, সদালাপ, সত্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রেবতী বড় ভালবাসিত। তাহার সাহস ও মনোবল ছিল অদম্য। দুঃখ ও দৈন্যে, অভাব অনটনে কখনও বিচলিত হইত না। চণ্ডীর অনুকরণে শৈশব হইতেই নিত্য নৈমিত্তিক ডায়রী লিখিত। আত্মশুদ্ধি, সময়ের সদ্ব্যবহারাদি সংশোধনের নির্দ্দেশ ডায়রীই যোগাইত। নীরবে নিভৃত যোগাসনে ধ্যান, প্রাণায়ামাদি আধ্যাত্মিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে ও গীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ছিল প্রবল আসক্তি; কিন্তু রেবতী নিরামিষভোজী ছিলনা। অমায়িক ব্যবহারে সে বোর্ডিংএ সকলের নিকট "ঋষি বালক" নামে অভিহিত হইত।

ইংরাজী ১৯১৫ সালে কুমিল্লা জিলাস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দিয়া রেবতী বাড়ীতে আসে। তৎকালে আমি ছুটি উপলক্ষে বাড়ীতে ছিলাম। সে পরীক্ষা ভালই দিয়াছে জানাইল। এ সময়ে একদিন কথা প্রসঙ্গে রেবতীকে বলিলাম, "আমাদের এত বড় সংসারের জন্য আমার সমস্ত আয় নিঃশেষ হইয়া যায়, তোমার ভবিষ্যৎ কলেজের খরচ দিতে গেলে আমি সংসার রক্ষা করিতে পারিব না। চণ্ডীর ন্যায় তুমিও চাকুরী কর এবং প্রাইভেট পড। আমি রেঙ্গুনে তোমার চাকুরী ঠিক

করিতে পারিব"। বেবতী বলিল, "পরীক্ষার ফল বাহির হইবার বিলম্ব আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে আপনাকে জানাইব"।

আমার ছুটি ফুবাইলে রেঙ্গুন রওনা হই। বেদনা-বিক্ষুব্ধ রেবতী ষ্টেশনে আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, আমিও সতৃষ্ণ নয়নে প্রানাধিক পুত্রের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চক্ষুর অন্তরাল হইয়া গেলাম।

কয়েক দিন পবে আমাকে এক চিঠিতে রেঙ্গুনে রেবতী জানাইল, "বাবা! আমি প্রথম বিভাগে পাশ কবিয়াছি। সামান্য বিদ্যায় এ বয়সেই কেবানীগিবিতে জীবন মাটি কবিতে চাহিনা। প্রাণপনে চেষ্টা করিব, যদি কখনো এম, এ পাশ করিতে পাবি, তবেই সকলকে এ মুখ দেখাইব। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মানুষেব মধ্যে দাঁড়াইবাব মত মানুষ হইতে পাবি"। বাটীর পত্রেও জানিলাম, তখন হইতে রেবতী নিরুদ্দেশ।

❦

চণ্ডীর রেঙ্গুন জীবন

এখন অভাগার প্রিয় পুত্র চণ্ডীর কথা বলিতেছি। হতাশোন্মাদ-প্রায় চণ্ডীকে চট্টগ্রামে কলেজ-বোর্ডিংএ রাখিয়া আমি রেঙ্গুনে চলিয়া যাই। সেখান হইতে অল্পদিন পরেই মনিঅর্ডারে তাহার আবশ্যকীয় টাকা পাঠাইলাম। চণ্ডী চট্টগ্রামের দেনা শোধ করিয়া, ইংরাজী ১৯২৩ সালের মে মাসে রেঙ্গুনে উপনীত হয়। রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন আফিসের কয়েকজন ভদ্রলোক (তাহারা ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও বরিশালবাসী) সহ আমি ও আমার বড় দাদা এক মেসে থাকিতাম। ঐ মেসের ঠিকানা, No 18/19, 36th Street, চণ্ডীরও এই মেসেই থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

রেঙ্গুন আসিবার তিন দিন পরেই "শ্বৈটনুবালী চৌধুরী" নামক এক মার্চ্চেণ্ট আফিসে চণ্ডীর চাকুরী হয়। এক সপ্তাহ পরে সে গভর্ণমেণ্টের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইল। তখন সকালে মার্চ্চেণ্ট আফিসের কাজ সারিয়া আফিস-টাইমে এ, জি, আফিসে কাজ করিত। এক মাস পরে সে মার্চ্চেণ্ট আফিসের কাজ ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর প্রত্যহ সকালে "St. John Ambulance Association" এ উপস্থিত হইয়া, তথাকার কাজ-কর্ম্ম শিখিয়া পারদর্শিতা লাভ করে। এজন্য চণ্ডী যে সার্টিফিকেট পাইয়াছিল, পর পৃষ্ঠায় তাহার নকল দেওয়া হইল।

No 5285c

The Grand Priory of

The Order of the Hospital of St John of Jerusalem in England.

AMBULANCE DEPARTMENT

The St. John Ambulance Association.

Patron

HIS MOST GRACIOUS MAJESTY KING GEORGE V

(Sovereign Head and Patron of the Order).

President

FIELD-MARSHAL HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF CONNAUGHT, KG

(Grand Prior of the Order)

Director of the Ambulance Department and Chairman of Committee

THE RIGHT HONOURABLE THE EARL OF PLYMOUTH PC CB

Assistant Director and Deputy Chairman	Deputy Chairman	Chief Secretary
LIEUT COLONEL SIR RICHARD C TEMPLE. Br CIE	SIR JOHN FURLEY CB	COLONEL SIR HERBERT C PERROTT Br. CB
Director of Stores and Accountant	Storekeeper	Assistant Secretary
WILLIAM B EDWARDS ESQ ACA	W H MORGAN ESQ	DUNCAN G MONTEITH ESQ

This is to certify that C. Nag has attended a course of Instruction at the Burma (Rangoon) Centre of the St. John Ambulance Association, and is qualified to render "First Aid to the Injured."

President of Centre

Surgeon Instructor

Surgeon Examiner

Local Hon. Secretary

St John's Gate, Clerkenwell,

London, E.C. 19th Nov 1913

ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহর ভারতীয় লোকেই প্রায় পরিপূর্ণ। ইতঃস্তত অলি-গলিতে বহু মেস বা হোটেলে যাত্রা-কীর্ত্তনীয়ার দলের লোকের মত সারি সারি বিছানা পাতিয়া অনেক লোক বাস করিত। প্রায় সমস্ত গবর্ণমেণ্ট আফিসের ছোট বড কাজে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর ছিল সংখ্যাধিক্য। সেণ্ট্রাল বেঙ্গুণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল অধিক। তৎকালে এই সেণ্ট্রাল বেঙ্গুণে বাঙ্গালী বাবুদের দ্বারা পবিচালিত কযেকটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। যথা, স্পার্কস্ ষ্ট্রীটের দুর্গাবাড়ী, বেঙ্গল একাডেমী স্কুল, বেঙ্গল ক্লাব ও বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব।

"দুর্গাবাড়ী"—রেঙ্গুণে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদাযেব পবিত্র এক ধর্ম্ম মন্দির।

"বেঙ্গল একাডেমী" রেঙ্গুণে বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের একমাত্র শিক্ষা নিকেতন।

"বেঙ্গল ক্লাব"—প্রবাসে অসহায়, আর্ত্ত, দুঃখীর সেবা সাহায্য, আগন্তক প্রতিভাবান বড় লোকের অভ্যর্থনা, সংবাদপত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী পাঠ এবং সঙ্গীত ও খেলাধুলাদিতে চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র।

"বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব"—পৌরাণিক বেঙ্গল ক্লাবেব অনুকরণে আধুনিক প্রতিষ্ঠিত অপরা একটি প্রতিদ্বন্দী বাঙ্গালী-ক্লাব।

আমরা মেসের সকলে ছিলাম প্রথমোক্ত তিন প্রতিষ্ঠানের মেম্বর। রেঙ্গুণে আসিবার অল্পদিন পরে চণ্ডীও অনুরূপ মেম্বর হয়। অমায়িকতা, সাহিত্যানুরাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাদি গুণে কয়েক দিনের মধ্যেই বেঙ্গল ক্লাবে ও বাঙ্গালী মহলে চণ্ডীর সুনাম ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে।

আমাদেব মেসে ইন্দ্রকুমার বসু (I K Basu) নামক জনৈক ভদ্রলোক থাকিতেন। চণ্ডী রেঙ্গুণে আসার তিন বৎসর পুর্ব্বে ইন্দ্রবাবু

রেঙ্গুণে আসিয়া অবধি এই মেসেই বাস করেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁহাব পরিচয় অবগত আছি। তিনি নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানার অধীন কমরদিয়া গ্রামের মৃত রাজকুমাব বসুর পুত্র। ফেণী হাই স্কুল হইতে মেট্রিকুলেশন পাশ করিয়া চাকুরী করিতে রেঙ্গুণে আসেন। প্রথমতঃ রেঙ্গুণেব রেলওয়ে ষ্টোরে কিছুকাল চাকরী কবিয়া, পরে এ, জী অফিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হযেন। ইন্দ্রবাবু ও চণ্ডী একই আফিসে একই ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করিত বলিয়া উভয়েব মধ্যে খুব সদ্ভাব হয়। বযসে ইন্দ্রবাবু চণ্ডী অপেক্ষা তিন চারি বৎসরেব বড়। বেঙ্গুণেব মেসেই দুজনেব জীবনে প্রথম সাক্ষাৎ ও পবিচয।

আমাদেব মেসে মেম্বাবাধিক্যতা নিবন্ধন কেহ কেহ অসুবিধা বোধ করিতেন। গুরুজনেব সহিত ঘেসাঘেসি করিয়া বাস চণ্ডীও পছন্দ করিতনা। চণ্ডী আসিবাব পবেও দুইজন নূতন মেম্বার আসিয়াছিল। তখন অন্যত্র আবও একটি মেস প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব হয়। কিছুকাল পরে ইন্দ্রবাবু ও চণ্ডীসহ আমাদের মেসের চারিজন এবং অন্যান্য মেস হইতে কযেকজন ভদ্রলোক মিলিয়া ৬৫ নং লুইস ষ্ট্রীটে অপর এক মেস প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিন পরেই ঐ মেসের পার্শ্বে আব একটি বাঙ্গালী মেস প্রতিষ্ঠিত হয। প্রত্যেক মেসেই ১২।১৪ জন কবিয়া মেম্বাব এবং প্রায় সকলেই গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন অফিসেব কর্ম্মচাবী। ৬৫নং লুইস ষ্ট্রীট আমাদের মেস হইতে ৫।৬ শত হাত দূরে মাত্র।

রেঙ্গুণ একাউণ্টেণ্ট জেনাবেল অফিসের জনৈক বাঙ্গালী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত ইন্দ্রবাবু ও চণ্ডীর সদ্ভাব ছিলনা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন আত্মাভিমানী হামবড়া প্রকৃতিব লোক। ইন্দ্র ও চণ্ডী ইহা পছন্দ কবিতনা। বিশেষতঃ বেঙ্গল ক্লাবেব মেম্বার ফুসলাইয়া নিয়া সোসিয়েল ক্লাবের অঙ্গপুষ্টিব ব্যাপারে প্রায়ই উভয

ক্লাবের সমর্থকদিগের কোন্দলও মনোবাদ চলিত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার আত্মীয় দলবল ছিল সোসিয়েল ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। ইন্দ্র বসু ও চণ্ডীসহ অন্যান্য কতিপয় মেম্বার ছিল বেঙ্গল ক্লাবের হিতাকাঙ্ক্ষী। মনে আছে, অফিসে ইন্দ্র বসুর এক ছুটির দরখাস্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাপা দিয়া অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটান। অগত্যা ইন্দ্রবাবু পরে এ, জীর সহিত দেখা করিরা ছুটি মঞ্জুর করাইয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৯১৪ সালে বেঙ্গল একাডেমী স্কুলের ইলেক্‌সন ব্যাপারে উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টবাবু সদস্যপদ প্রার্থী হইয়া সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অফিসের কেরাণী চণ্ডী ও ইন্দ্র বসু এসময়ে তাঁহাকে ভোট না দেওয়ায়, তিনি উভয়ের প্রতি অতিমাত্র উগ্র হইয়া উঠেন। অফিসের কাজে প্রতি পাদ বিক্ষেপে তিনি তাহাদের দোষ ত্রুটি উদ্‌ঘাটনে অস্বাভাবিক তৎপর হয়েন। ইহাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ মনে করিয়া, চণ্ডী তাহার ২।১ জন বন্ধুর সহিত পত্রালাপে কলিকাতার শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নের ব্যবস্থা ঠিক করে। চণ্ডী বিষয়গুলি আমাকে জানাইয়া কলিকাতা যাইতে আমার অনুমতি চাহে। বিগত স্মৃতি মনে করিয়া আমি তাহাকে সম্মতি দেই।

চণ্ডী রেঙ্গুণের এ, জী অফিসের কাজে ইস্তাফানামা দাখিল করিয়া কলিকাতা যায়। শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তির প্রাক্কালে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ চণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করেন, "চট্টগ্রাম কলেজ ত্যাগের পর সে এতদিন কোথায় ছিল?" উত্তরে রেঙ্গুণ এ, জী অফিসে চাকুরীর কথা জানায়। সত্যতা জানিবার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের চিঠির উত্তরে রেঙ্গুণ এ, জী অফিস হইতে জানান হইল, চণ্ডী "বিনা নোটিশে" গভর্ণমেণ্ট চাকুরী ইস্তফা দিয়াছে। এই বিনা নোটিশের ত্রুটির অজুহাতে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ চণ্ডীকে গ্রহণে অসম্মতি জানাইলেন।

এ, জী অফিসের ঐরূপ উত্তর যে সেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরই কারসাজি, তাহা চণ্ডীর বুঝিতে বাকী রহিলনা। শিবপুরে বিফল মনোরথ হইয়া, চণ্ডী পুনঃ রেঙ্গুণে আমাদের মেসেই ফিরিয়া আসে। শিবপুর কলেজেপড়া ও চাকুরীতে হতাশ হইয়া এসময় আমাদের সাংসারিক কাজে চণ্ডী বাড়ী যাইবার প্রস্তাব করিলে, আমি তাহাকে এখানে কিছুদিন থাকিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে বলি। অল্পদিন পরেই রেঙ্গুণে সেক্রেটরিয়েটে Conservator of Forests, Pegu Circle এ চণ্ডী কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়। অতঃপর আমার সম্মতিমতেই আবার ৬৫নং লুইস ষ্ট্রীট মেসে যায়।

কিছুদিন পর অফিস ছুটি উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধুর সহিত চণ্ডী আপার বার্ম্মার পার্ব্বত্য দৃশ্যাদি দেখিয়া আসে। সে কাহিনী পরে উল্লেখ করিব।

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মেদিনীমণ্ডল গ্রামনিবাসী বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ (T. P. Ghosh) ছিলেন রেঙ্গুণ P. W.D. এর সাবডিভিসনেল অফিসার। তিনি তৎকালে বেঙ্গল ক্লাবেরও সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজী ১৯১৫ সালের ২২শে আগষ্ট স্পার্কস ষ্ট্রীটের দুর্গা-বাড়ীতে ট্রাষ্টি নির্ব্বাচন ব্যাপারে তারাপ্রসন্নবাবু ও পুর্ব্ববর্ণিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর মধ্যে ভোটের প্রতিযোগিতা হয়। সোসিয়েল ক্লাবের কয়েকজন মেম্বার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পক্ষে এবং চণ্ডী ও ইন্দ্র বসু সহ বেঙ্গল ক্লাবের কতিপয় মেম্বর ঘোষ বাবুর পক্ষে ভোট কেন্‌ভাস করে। ফলে অত্যধিক ভোটে ঘোষ বাবু জয়ী হয়েন। অসাফল্যের বেদনা, অভিমানী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার দলের কতিপয় লোকের মর্ম্মস্পর্শী হইল।

দুর্গাবাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে সাদক আলী নামক রেঙ্গুণের জনৈক C. I. D. পুলিশ আসিয়া চণ্ডী ও ইন্দ্র বসুকে পুলিশ

কমিশনার আফিসে ডাকিয়া নেয়। তথায় কলগোহন নামক এক C. I. D Inspector তাহাদের জীবন বৃত্তান্তাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার মনোমত উত্তর লিখিয়া লয়েন। কিন্তু উহাতে তাহাদের কোন স্বাক্ষর লওয়া হয় নাই। (লোক মুখে শুনিয়াছি, সাদক আলী বাঙ্গালী মুসলমান, কলিকাতা মেটেবুরুজের আমজাদ আলী ঘাট-মাঝির পুত্র) আবার কয়েকদিন পর ঐ সাদকআলী আসিয়া, পুলিশ কমিশনারের তলব বলিয়া, আমাকে উক্ত কলগোহন সাহেবের নিকট উপস্থিত করে। সেখানে আমার ইংরেজী অনভিজ্ঞতার সুযোগে আমার স্বাক্ষর বিহীন তাহাদের ইচ্ছামত এক ঐন্দ্রজালিক জবানবন্দী সাজাইয়া লওয়া হয়।

ইংরেজী ১৯১৫ সালের ৫ই অক্টোবর চণ্ডী ও ইন্দ্রবাবু স্ব স্ব আফিসে কাজ করিতে যায়। তথায় আবার সাদকআলী আসিয়া উভয়কে পুলিশ কমিশনারের আফিসে ডাকিয়া নেয়। ইহার পর আর তাহাদের কোন খবর নাই। পরদিন সহরময় চণ্ডী ও ইন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার সংবাদ প্রচারিত হয় এবং বাঙ্গালী মহলে প্রায় সকলের মুখেই দুর্গাবাড়ীর ভোট ক্যান্‌ভাসের প্রতিহিংসার ফল বলা বলি হইতে থাকে। কেহ কেহ বলিত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজেই C. I. D. এর স্পাই, কেহ বলিত, তাঁহার আত্মীয়কে নাইট বাজারের ফুটপাথে কয়দিনই সাদকআলীর সহিত সল্লা করিতে দেখা গিয়াছে।

রেঙ্গুনে ইন্দ্র বসুর ঘনিষ্ট আত্মীয় কেহ ছিল না। আমি উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে নানাস্থানে লোকের নিকট বৃথা দৌড়াদৌড়ি করিলাম, কেহই কোন সদুপদেশ দিতে পারিল না। মনে করিতেছিলাম, চণ্ডী ও ইন্দ্র বসুর মেসে খানাতল্লাস হইবে তাহাও হইল না। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। আমি ব্যস্ত হইয়া নিজেই বাঙ্গালায় এক দরখাস্ত লিখি। পরে বিস্তর প্রয়াসে অন্যের সাহায্যে তাহার ইংরেজী অনুবাদ

করাইয়া ইং ১৯।১০।১৫ তারিখে রেঙ্গুনের পুলিশ কমিশনার সাহেব সমীপে দরখাস্ত প্রেরণ করি।

To

The Commissioner of Police.
Rangoon.

Dated, Rangoon, the 19th October 1915.

I beg most respectfully to state that my eldest son C. C. Nag, was working in the office of the Conservator of Forests, Pegu Circle, on the 5th inst. As I understand he was called and consequently kept confined in your office, up to date. I am ignorant of the English language and specially being a poor man dependent on the employment of scanty pay, quite unable to approach you through an experienced pleader or an advocate to express my grievances, and thereby lessen the intensity of my anxieties, making this humble application praying for your kind replies to the followings, which I fervently hope, you will have the kindness to favour me with these informations, considering me a poor man ever bereaved :

1. Where is my son C. C. Nag at present and in what circumstances ?

2. Where and what he did and what offence he has committed thereby ?

3. Whether I am permitted to interview as to the nature of his offence, if any, and may I be allowed to represent in the matter ?

4. Whether I may be permitted to see him and speak to him.

5 Whether you will kindly pass order to set him free on bail, if there be any provision in the law.

6. If bail is not granted, where, in what circumstances and for what period he will be kept interned in future ?

I beg to enclose herewith the English translation of my vernacular application.

I have the honour to be.
Sir,
Your most obedient servant
RAJKAMAL NAG
18/19—36th Street,
Rangoon.

—:*:—

পুলিশ কমিশনার সাহেবের উত্তর :—

BURMA

Office of the Commissioner of Police

Rangoon.

The 26th October 1915

Office Memorandum

No. 3553/83P

To

Babu R K. NAG

18/19—36th Street

Rangoon.

Subject

In reply to his letter dated 19th instant Babu Nag is informed that undersigned regrets that no information on the points noted by him in his above quoted letter can be furnished. Babu Nag is further informed that no interview can be allowed.

(Sd)

A. C. P.

For Commissioner of Police

—(*)—

এই নির্ম্মম উত্তরে আমার সাধারণ জ্ঞানে মনে করিলাম, চণ্ডী ও ইন্দ্র বসুর ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ গোপন তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদন্ত চলিতেছে বা চলিবে, কাজেই এখন আমার নীরব থাকাই সঙ্গত। প্রায় আড়াই মাস অপেক্ষা করিয়াও কোন সাড়া পাইলাম না। তখনই চঞ্চল হইয়া ৬।১।১৬ই তারিখে পুলিশ কমিশনারের সমীপে আবার এক দরখাস্ত করি।

পুলিশ কমিশনারের সমীপে দ্বিতীয় দরখাস্ত।

To

The Commissioner of Police
Rangoon.

Sir,

I had the honour to receipt a reply d/-26/10/15. No. 3553/83P, in answer to my petition regarding my son C. C. Nag but ever since the time I have been silently passing my days with a heavy heart. Now again I beg most respectfully and humbly to approach you with a prayer for reconsideration of the said petition I have so long been kept ignorant of the guilt if any of my son. The imputation of a stigma to my spotless family, the deep sorrow and bewailment of the members of my family and the unbearable anxieties consequent on the natural affection of the son, have wholly overpowered me

Further I venture to say your honour that since the very boyhood of my son C. C. Nag I was never given to understand by his conduct or behaviour that such a

vile thing as the crime of sedition could have sullied his conduct. Under these circumstances my firm conviction is that some such enemies of his with an evil motive might have brought to your notice a concocted story and thereby bringing down a great displeasure of your honour upon him, for which my son I think, has been interned. There is a persistant rumour afloat in the town that at the time of election of trustees of the Durgabari in the Sparks Street, Rangoon, my son created great displeasure of and enemity with, some people of the town on account of the canvassing affair. This, I am fully convinced, is the main cause of his being interned.

Under these circumstances I most respectfully and humbly pray that my son be given opportunity to know his guilt and also to explain and support his own cause or a just and impartial enquiry be made and orders given accordingly.

Your humble petitioner as in duty bound shall ever remain to pray.

Dated, Rangoon
The 6th January 1916
114, Surty bazaar.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient. servant
RAJ KAMAL NAG

—[:o:]—

দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াও পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে কোন উত্তর পাইলাম না। ইতিপূর্ব্বে সার এডামসন্ সাহেব ছিলেন ব্রহ্মলাট। অল্প দিন পূর্ব্বে সার হারকোর্ট বাটলার ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। অতঃপর আমি ইং ২০।১।১৬ তারিখে ব্রহ্মলাট বাহাদুর সমীপে দরখাস্ত করি।

ব্রহ্মলাট সমীপে প্রথম দরখাস্ত।

To

H H. Sir Har Court Butler

K.C S I., C I.E., I.C.S

Lieutenant Governor of Burma

Dated Rangoon,

The 20th January 1916

The humble petition of R. K Nag residing at house No 18, 19—36th Street, Rangoon

Most respectfully sheweth

That your Honour's humble petitioner's son C C. Nag while engaged in service in the office of the Conservator of Forests, Pegu Circle, Rangoon. was on the 5th Oct. 1915 last called by the Commissioner of Police, Rangoon and since then your Honour's humble petitioner has lost all trace of him and at present is quite in the dark as to his whereabouts.

That your Honour's humble petitioner having twice asked the Commissioner of Police as to the reason for the

detention, as also the present health and whereabouts of the said C. C Nag was informed in reply to the first petition that he (the Commissioner of Police) was unable to give any information relating to subject.

That your Honour's humble petitioner while suffering mentally and physically is passing the days in extreme anguish and sorrow for want of any information as to whether the said C. C Nag is alive or not and also as to the nature of the offence committed. Moreover your Honour's humble petitioner's grief is further accentuated inasmuchas the arrest and detention have brought a stigma on the hitherto unblemished family reputation and cast a gloom on the whole family.

That your Humble petitioner from the experience of a father and a guardian and having had ample opportunity to know the dispositions of the said C. C. Nag since his childhood can never believe that he would be so foolish as to commit such a grave offence as seditions. Under the circumstances your Honour's humble petitioner firmly believe that taking advantage of the disturbance caused by the present European war some enemy or enemies, whether himself or through the assistances of some detective have conspired against him and have thus prejudiced the mind of the Commissioner of Police by false and fabricated news which have not been properly enquired into and the result has been the arrest and detention of the said unfortunate C. C. Nag.

That your honour's humble petitioner has reason to believe that chief reason which led to the arrest

and subsequent detention of the said C C. Nag is the deep malice, humiliation, hatred of some of defeated candiates and the voilent party feeling from the election of the Trustees of the Hindu temple (Durgabari) situated in the Sparks Street held in August 1915 last. From the incidents and circumstances prior to and after the above mentioned election affair, Your Honour's humble petitioner is further driven to the conclusion that the said C. C. Nag fell as victim to a conspiracy engineered by his enemies.

That Your Honour's humble petitioner, who is only a clerk in mercantile firm and is therefore helpless and without any means, though possessing a knowledge of the alleged conspiracy is yet not in position to bring it with all its various ramification to the notice of the authorities and is therefore in a fair way towards ruinations with the whole family and the son who is quite innocent. Such being the case the poor unfortunate and afflicted father Your Honour's humble petitioner throws himself unreservedly on the mercy of Your all powerfull and justice-loving British Government and most humbly prays that Your Honour's humble petitioner may be favoured with information on the following points viz :—

(1) Whether Your Honour's humble petitioner's son C. C. Nag is alive and if so where and in what conditions.

(2) What offence he was guilty of and where the said offence was committed and also for how long he would be kept under detention.

(3) Your Honour's humble petitioner may be permitted to have interview with the said C. C. Nag from time to time.

(4) Whether Your Honour's humble petitioner's son may be informed of the offence oommitted and allowed to defend himself and whether a proper impartial investigations will be made of the statements made by Your Honour's humble petitioner with a view to finding out the real affairs.

For which act of kindness Your Honour's humble petitioner will for ever pray.

Sd./- RAJ KAMAL NAG
Address 114C, Soortee Bazar,
Rangoon.

An English translation of the original petition in vernacular is submitted for his Honour's kind perusal.

ব্রহ্মলাটের প্রথম উত্তর।

BURMA

Political (War) Department No. 467W.

From

The Chief Secretary
To the Government of Burma

To

Babu R. K. Nag
No. 18-19—36th Street, Rangoon
Dated Rangoon, *The 24th January, 1916*

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter dated the 10th January, 1916, and to say that a further communication will be addressed to you in due course.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
(Sd) R. C. BUTTERY
For Chief Secretary

এ সময়ে আবার আমি সাদকআলী কর্তৃক পুলিশ কমিশনার আফিসে নীত হইলে তথাকার কথাবার্ত্তাদির বিবৃতি সহ ব্রহ্মলাট সমীপে দ্বিতীয় দরখাস্ত।

To

H. H. Sir Har Court Butler

K.C.S.I., C.I.E., I.C.S.

Lieutenant Governor, Burma

Dated Rangoon, *The 6th February, 1916.*

The humble petition of R. K. Nag, residing in house No. 18/19—36th Street, Rangoon, most respectfully sheweth :-

1. That in response to his humble memorial dated Rangoon, 20th January 1916 submitted to your Honour your Honour's humble petitioner was forwarded by Government with a reply to the effect, that further communication would be made to him in due course (vide Political "War" Department No. 476W) dated 24th January 1916.

2. That since then, no communication has been made to him. But yesterday your honour's humble petitioner was summoned to the office of the Commi-ssioner of Police. That wherein a high detective officer, Mr. Colgoham questioned him as to the cons-piracy alluded to in the late memorial submitted to your Honour. That in reply thereto your Honour's humble petitioner said that the conspiracy was nothing other

than a conspiracy of wicked persons to fasten upon his son unjust guilt and to bring him into disfavour with the Government and that everything regarding thereto was explicitly stated in his Bengali petition appended with the memorial.

3. That 4 or 5 days previous to the arrest and detention of your honour's humble petitioner's son C. C. Nag, one Detective Police of the name of Mr Sadakali called him to the office of the Commissioner of Police for inquiry into his family affairs. That in that inquiry your honour's humble petitioner's statement had to be taken by Mr. Colgoham at a second hand through Mr. Sadakali who interpreted his statement in Bengali into English. That though your honour's humble petitioner dose not know English well, yet from his scanty knowledge therein he had at that time, some doubts that his statements were not rightly interpreted and that his request in Hindi to Mr. Colgoham to correct them was quite unheeded.

4. That yesterday when Mr. Colgoham charged your honour's humble petitioner in the presence of the detective Police, Mr. Sadakali with the incriminating statement (alleged to have been made in his previous interview with Mr. Colgoham) that his son, C. C. Nag, inspite of his warnings still urged to join the party of wicked conspirators against the Government your honour's humble petitioner was highly amazed and at the same time horrified. That therefrom your honour's humble petitioner reasonably apprehends that through advantage of his illiteracy in

English a very false and concocted statement was then recorded. That your honour's humble petitioner knows to the best of his senses, that no such statement was ever made by him.

5. That as circumstances now prove that through false statement alleged to have been made by him, your honour's humble petitioner has been made the author of his innocent, unfortunate child's imprisonment in an unknown destination, and that to speak the truth, this thought is lying heavy upon his head and is causing him many sleepless night and bitter anxiety.

6. That in conclusion Your Honour's humble petitioner does most fervently pray and appeal to Your Honour as the representative of His August Imperial Majesty, as the protector of the weak and the helpless, as the Champion of the Just Government upon earth, regard being had to the very depressed state of your Honour's humble petitioner and his family, to grant him a copy of the statement recorded by Mr. Colgoham and to grant his other prayers made in his last memorial and for this act of kindness your Honour's humble petitioner shall ever pray.

Sd/ RAJ KAMAL NAG
114/C, Sooratee Bazar,
Rangoon.

An English Translation of the original petition in vernacular is submitted for your Honour's kind perusal.

ব্রহ্ম-লাটের দ্বিতীয় উত্তর।

BURMA

Political (War) Department No 160W.

From

The Chief Secretary of the Government
of Burma.

To

Babu Rajkamal Nag
18/19—36th Street, Rangoon.

Dated Rangoon, the 8th February 1916.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter dated the 6th February, 1916, and to say that a further communication will be addressed to you in due-course.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant.
Sd/ R.C. BUTTERY
For Chief Secretary.

ব্রহ্মলাটের তৃতীয় উত্তর।

ORDERS BY THE
LIEUTENANT GOVERNOR OF BURMA
Political Department No. —1F-53

Read—Two petitions, dated 20th January 1916 and the 6th February 1916 respectively, from Rajkamal Nag of 18/19, 36th Street, Rangoon, regarding his son Chandi Charan Nag, who is at present confined in the Rangoon Central Jail.

Order—The petitioner's son C. C. Nag was at one time suffering from fever in the Rangoon Jail but is now convalescent, and the Superintendent of the Jail reports that unless some unforeseen circumstance arises he is likely to make a good recovery. There is no occasion at present for R. K. Nag to feel anxious regarding his son

The Lieutenant Governor is unable to order C. C. Nag's release at present, and regrets that permission cannot be given to R. K. Nag to interview his son while he is confined in the Rangoon Jail. A further communication will be made to the petitioner regarding his son shortly.

Sd/ W. F. RICE
Chief Secretary to the Govt. of Burma
The 15th February, 1916
No. 294 W/IF-53
Copy forwarded to the petitioner for information
By Order

Sd/

Under Secretary

The 16th February 1916

ব্রহ্মলাটের চতুর্থ উত্তর।

Chief Secretary's Office

MEMORANDUM

Political Department No. 150 W/IF-53

Dated Rangoon, the 7th March 1916

In continuation of the endorsement form this office No. 294 W/IF-53, dated the 16th February 1916, Rajkamal Nag is informed that his son Chandi Charan Nag is about to be released from the Rangoon Central Jail and will be sent to Calcutta.

By order
Sd/ W. F. RICE
Chief Secretary.
A. M.

Raj Kamal Nag
114/C, Soorati Bazar,
Rangoon.

১১ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৫ টায় সাদকআলী আসিয়া আমাকে বলিল, চণ্ডীবাবুকে সরকার বাহাদুর এখনই আপনার নিকট মুক্তি দিবেন, আমার সঙ্গে আসুন। আশায় আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তখনই সাদকআলীর সহিত গিয়া সেণ্ট্রাল জেলের সম্মুখে উপনীত হই। তথা হইতে যে অবস্থায় যে ভাবে কঙ্কালসার পুত্রকে আনিয়াছিলাম, তাহার সঠিক বিবরণ প্রকাশের ভাষা আমার জানা নাই। ব্রহ্মলাটবাহাদুর সমীপে পরে ইং ১৭।৩।১৬ তারিখে আমার দরখাস্তে আভাস মাত্র প্রকাশ করিয়াছি। আসিবারকালে নৈশ অন্ধকারে সাদকআলী আমার হাতে যে রিলিজ সার্টিফিকেট কাগজখানি দেয়, তাহার নকল পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

Jail Form No. *66.* FORM OF RELEASE CERTIFICATE

Register No.	NAME	Age	Section of code or Act under which Convicted & Sentenced.	Period Served in imprisonment	Date of Release
67	*Chandi Charan Nag.*	*23*	*I. O. 1914.*	*5 Months & 3 days.*	*11-3-16* *Made over to the Police for Release, vide-Ch. Sec's Poli. Dept. Endt. No. 146 W/1F-53. Dt. 7-3.16.*

Rangoon C. Jail
The 11th. March 1916

(Sd.)..
Superintendent, Rangoon C. Jail

পুত্রকে বাসায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার মত সামর্থ্য আমার ছিল না। বেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারী ঘোষবাবুসহ কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির উদ্যোগে পরদিন বাসা হইতে মটর এ্যাম্বুলেন্স কারে নিয়া চণ্ডীকে রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করাই।

ব্রহ্ম লাট সমীপে তৃতীয় দরখাস্ত।

To

His Honour Sir Har Court Butler
K. C. S. I; C. I. E, I. C. S.
Leiutenant Governor, Burma
Dated Rangoon, the 17th March 1916

The humble petition of R. K. Nag, residing in house No. 18/19-36th Street Rangoon, most respectfully sheweth :—

1. That your honour's humble petitioner knows not how to thank your Honour for the supreme act of kindness your Honour has shown in restoring his dear child C. C. Nag to him after so many days of deep suspense and heart gnawing anxiety.

2. That for this act of unqualified generosity your Honour will receive your due reward from the most High and that if prayers can have an efficacy, your Honour's humble petitioner's hearty prayers shall ever go upto Heaven for your Honour's long and prosperous life.

3. That by this act of unparalleled Justice your Honour's benign Government has given one more proof of the fact that His Imperial Majesty's sovereignty here and upon no uncertain, unsteady basis, but upon the adamantine rock of Justice, mercy and love.

4. That your Honour's humble petitioner, has, it is true, received his son alive, but he in such a metamorphosed condition under a severe attack of Typhoid that it seems, for some unknown act of gross imipiety in his previous existence, all his fleshy parts have been taken away, only so many slender bones left, and that his very parents even cannot recognise him to be their own child.

5. That your Honour's humble petitioner's son has been admitted in the General Hospital for treatment, but he is in such a critical state betwixt life and death, bereft of the power of moving his limbs, that chances are few that he will survive this fatal attack, and that he has cosequently requested your Honour's humble petitioner to draft this memorial conveying his heart felt gratitude to your Honour for the supreme act of kindness shown to him.

6 That before his arrest and detention in the Rangoon Central Jail, your Honour's humble petitioner's son was holding a temporary appointment in the office of the Conservator of Forests, Pegu Circle, with the prospect of being made early permanent and that he has requested your Honour's humble petitioner to pray, herein on his behalf, to your Honour, so that

your Honour may be graciously pleased to reinstate him, incase of his servival, in his former place and that it has ever been the salutary practice of the benign Government, under whose care it has pleased Providence to place their destinies, not to break in upon the sanctity of service except in case of gross misdemeanour clearly proved in court.

7. That under the circumstances your Honour's humble petitioner do most fervently pray that, regard being had to the fact that he is a poor man who has already suffered much, and that they have travelled away so many miles off his dear motherland breaking through such strong natural barriers as sea to this land of Pagodas not to embarass the Government of whose blessings they have their ample share, but with the clear object of seeking its patronage, your Honour will be graciously pleased to pass orders for the reinstatement of his son in case of his survival. For this act of kindness your Honour's humble petitioner shall ever pray.

Sd/ R K. NAG
114/C, Sooratibazar
Rangoon

An English Translation of the original petition in vernacular is submitted for your Honour's kind perusal.

—[:০:]—

ব্রহ্মলাটের পঞ্চম উত্তর।

BURMA

Political (War) Department No. 465W.

From

The Chief Secretary to the Government of Burma

To

Babu R. K. Nag
18/19—36th Street,
Rangoon

Dated Rangoon, the 20th March 1916

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter dated the 17th March 1916, and to say that a further communication will be addressed to you in due course.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant,
Sd/ R. C. BATTERY
For Chief Secretary,

R. K. Nag,
114/C, Sooratibazar,
Rangoon.

—(°*°)—

ব্রহ্ম-লাটের ষষ্ঠ উত্তর।

Chief Secretary's Office

MEMORANDUM

Political Department No 601W/IF-53

Dated Rangoon, the 24th March 1916

The undersigned is directed to acknowledge receipt of the memorial dated the 17th March 1916, from R. K. Nag, and to say that orders on Chandi Charan Nag's application to be re-instated in his employment under this Government will be passed later.

By Order
(Sd)
for Chief Secretary to the
Government of Burma.

R. K. Nag,
114C, Surati Bazar,
Rangoon.

—:*:—

ব্রহ্ম-লাটের সপ্তম উত্তর।

Chief Secretary's Office.

MEMORANDUM

Political Department No. 729W/IF-53.

Rangoon, the 31st March, 1916

In continuation of memorandum from this Office No. 601W/IF-58, dated the 24th March, 1916, the undersigned is directed to inform R K. Nag that enquiries have been made regarding the temporary employment which his son Chandi Charan Nag was holding in the office of the Conservator of Forests, Pegu Circle. It has been ascertained that Chandi Charan Nag had no prospect of being made permanent in the near future, and that the appointment has not been kept open for him. In the circumstances the Lieutenant Governor regrets that he is unable to order Chandi Charan Nag's reinstatement in the appointment in question.

By Order
(Sd)
Chief Secretary,

R. K. Nag,
114C, Surati Bazar,
Rangoon.

—):*:(—

১৯১৬ সালের ২৫শে এপ্রিলের প্রত্যুষে চিকিৎসা বন্ধ করিয়া চণ্ডীকে হাসপাতাল হইতে নির্দ্দয় পুলিশ বাহির করিয়া আনে ও কলিকাতাভিমুখে নিয়া যায়। গলেবিদ্ধ চণ্ডী কণ্টক এতদিনে অপসারণ করিয়া, পুলিশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। তৎকালীন অবস্থাদি ২৮শে এপ্রিল এক বাঙ্গালা দরখাস্তে ব্রহ্মলাট সমীপে নিবেদন করি। পুলিশের ভয়ে তখন আমি লোকের নিকট একেবারে অচল পয়সা। কাহারও সাহায্য পাইলাম না বলিয়া দরখাস্তখানির ইংরাজী অনুবাদ সঙ্গে দিতে পারি নাই।

দরখাস্তখানি By Rgl with A/D, পাঠান হয় (Rangoon G P.O.Receipt No 1000 of 28.4.16. Delivered at Maymyo 30. 4. 16. (Sd) ....A D. C.) ব্রহ্মলাট বাহাদুর তৎকালে মেমীও সফরে ছিলেন।

ব্রহ্মলাট সমীপে চতুর্থ দরখাস্ত।

মহামহিম—

শ্রীল শ্রীযুক্ত এইচ, এইচ, সার হারকোর্ট বাটলার
কে, সী, এস, আই, সী, আই, ই, আই, সি, এস।
ব্রহ্মদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর সাহেব বাহাদুর অপার মহিমার্ণবেষু—
তারিখ ২৮শে এপ্রিল ১৯১৬ ইং রেঙ্গুন।
দরখাস্ত—শ্রী রাজকমলনাগ, হাল সাকিম রেঙ্গুন ১৮।১৯ নং বাড়ী—
৩৬নং গলি।

আজ্ঞাধীনের বিনীত নিবেদন এই—

১। বিগত ১১ই মার্চ্চ—রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলের কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে স্থানীয় ডিটেকটিভ পুলিশ রুগ্ন শয্যাশায়ী আমার পুত্র শ্রীমান চণ্ডীচরণ নাগকে "মুক্তি দেওয়া হইল বলিয়া" আমার নিকট সমর্পন করেন।

সে দিন অতিকষ্টে শ্রীমানকে আমার বাসভবনে আনিয়া রাখি এবং পর দিনই বেঙ্গুন জেনারেল হস্পিটালে নিয়া চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি করাই। তদবস্থা বিগত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে একখানি দরখাস্ত দ্বারা হুজুর সমীপে নিবেদন করিয়াছি।

২। শ্রীমান প্রায় দেড়মাস যাবৎ বর্ণিত হস্পিটালে থাকিয়া ডাক্তার মিঃ রিয়ার্ডন নামক জনৈক বিচক্ষণ চিকিৎসকের চিকিৎসা নৈপুন্যে পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকিলেও অদ্যাপি সম্পূর্ণ সবল বা নিরাময় হইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও সময় সময় জ্বর ও বুকে, পিঠে বেদনা এবং রসভাবে মুখ ও হস্ত পদাদি ঈষৎ ফুলা প্রভৃতি নানা আনুসঙ্গিক উপসর্গে কাতর থাকে, এই সকল কারণে শ্রীমানকে আরও অন্যূন সম্বৎসরকাল মেডিকেল চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে চলিতে হইবে বলিয়া মাননীয় ডাক্তার সাহেব মত প্রকাশ করেন।

৩। ডাক্তার রিযর্ডন সাহেব বিগত ২০শে এপ্রিল ১২ দিনের ছুটী নিয়া স্থানান্তরে যাইবারকালে বলিয়া ছিলেন, তাহার ছুটী কালের মধ্যে শ্রীমানকে হস্পিটাল হইতে মুক্তি দেওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করেন এবং তিনি বিদায়ান্তে যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া অবস্থা বিবেচনায় দীর্ঘকাল চিকিৎসার উপযোগী ঔষধ-পথ্যাদির উপদেশ লিপি সহ হস্পিটাল হইতে শ্রীমানের মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন।

৪। প্রত্যহ অপরাহ্নে ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত হস্পিটালে সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। অধীন প্রত্যহ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীমানের সাক্ষাৎ করিতে যাইত।

৫। বিগত ২৪শে এপ্রিল অপরাহ্ন ৭টার পূর্ব্বে শ্রীমানের সহিত হস্পিটালে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় কার্য্যাদি সমাপনান্তে রাত্রি ৯টার সময় বাসায় পৌঁছিয়া শুনিলাম যে ঐদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে জনৈক লোক

বাসায় আসিয়া এইমাত্র বলিয়া গিয়াছে, শ্রীমানকে আগামী কল্য ষ্টীমারে নিয়া যাইবে। কে নিবে, কোথায় নিবে বা কেন নিবে, ইত্যাদি শ্রীমান বা আমি ঐ সময় পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই।

৬। ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে পুনঃ-সংবাদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ বাসায় অপেক্ষা করিয়া, পরে হস্পিট্যালে যাইয়া জানিলাম, পুলিশ শ্রীমান্‌কে লইয়া গিয়াছে। তথা হইতে উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে বাসভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখি, মিঃ সাদক আলী নামক ডিটেক্‌টিভ পুলিশ হস্পিট্যাল পোষাকে শ্রীমান্‌কে লইয়া আমার বাস-ভবনের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

৭। আমি নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—"গভর্ণমেণ্টের আদেশে চণ্ডীচরণ নাগকে নিজ গ্রামে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে কলিকাতা পুলিশের নিকট পাঠান হইতেছে, এখনই ষ্টীমার ছাড়িতেছে, সত্বর তাহার পরিধেয় বস্ত্র চাই"। অগত্যা ব্যস্ততার সহিত শ্রীমান্‌কে তাহার পরিধেয় এক প্রস্থ কাপড় মাত্র দিই এবং তখনি তাহাদের সহিত ষ্টীমারঘাটে যাইয়া ত্রস্ততাসহকারে শ্রীমান্‌কে ষ্টীমারে উঠিতে হইল।

৮। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পাকান্ন ভক্ষণ হিন্দুমাত্রেরই ধর্ম্ম-বিগর্হিত। রেঙ্গুন হইতে ষ্টীমারে ও রেলে ক্রমাগত চলিয়া গেলে অন্যূন ৬।৭ দিনে আমার বসত-বাটীতে পঁহুছিতে পারা যায়। তদবস্থায় দেখিলাম, শত শত ডেক্ প্যাসেঞ্জারের ভিড়ের ভিতর বসাইয়া খাদ্য, পথ্য, বিছানা ও উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি সরঞ্জাম এবং আত্মীয় বা শুশ্রূষাকারী বিহীনে মাত্র ১॥০ দেড় টাকা পাথেয় পথ্যাদির ব্যয় দিয়া পাঁচ মাসকালব্যাপী অবিরাম উৎকট রোগ-যন্ত্রণা-ভোগী দুর্ব্বল ছেলেটীকে দৃশ্যতঃ ধর্ম্মে, মর্ম্মে ও জীবনে আঘাত দেওয়ার ভাবে হসপিট্যাল হইতে ষ্টীমারে পাঠান হইয়াছে।

৯। একবার মুক্তিদান করিয়া পুনরায় এভাবে কি অপরাধে শ্রীমান্‌কে আবদ্ধ করা হইয়াছে, ইত্যাদি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া এই আকস্মিক ঘটনায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া রাজ্যেশ্বর, রক্ষাকর্ত্তা, শ্রীমানের জীবনদাতা হুজুর সমীপে শ্রীমানের অবস্থা নিবেদন করিলাম। রাজাজ্ঞা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য।

১০। ভগবানের কৃপায় ও হুজুরের অনুগ্রহে এই সকল বিপদরাশি হইতে জীবন রক্ষা হইয়া শ্রীমান্ নিরাময় হইতে পারিলে,—সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটী রাজ-ভক্ত প্রজার জীবন যে অকারণে চক্রান্তমূলক কাল্পনিক দোষারোপে ঘোর বিপন্ন ও নিদারুণ দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াছে, তদ্‌বৃত্তান্ত সে নিজেই হুজুর সমীপে নিবেদন করিবে।

১১। অধীনের বসতিস্থান একটী সামান্য পল্লী গ্রামে। উহা তেমন স্বাস্থ্যকর স্থান নহে, বিশেষতঃ শ্রীমানের ব্যায়ারামের উপযুক্ত চিকিৎসকের সম্পূর্ণ অভাব, অধীনের আর্থিক অবস্থাও এত শোচনীয় যে পরিজন প্রতিপোষণই দুঃসাধ্য, তদুপরি উপার্জ্জন-ক্ষম পুত্রের আজ কয়েক মাস যাবত সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া তাহার বর্ত্তমান চিকিৎসায় আবশ্যকীয় ঔষধ পথ্যাদি সরবরাহ উপলক্ষে অবস্থাতিরিক্ত বিস্তর টাকা খরচ করিয়া আরও ভীষণ দুর্দ্দশায় পরিণত হইয়াছি। এমতাবস্থায় শ্রীমান্ স্বগ্রামে আবদ্ধ থাকিলে তাহার ভবিষ্যৎ চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন বা বন্দোবস্ত বিধান অধীনের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য বিবেচনায়, সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি। হুজুরের দয়া প্রকাশে উপযুক্ত চিকিৎসাধীন স্থানে শ্রীমানের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হওয়া বিষয়ে বেঙ্গল পুলিশের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার এবং শ্রীমান্‌কে কোথায় কি অবস্থায় রাখার আদেশ হয়, তাহা অধীনকে জানাইবার জন্য যথাবিহিত আদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

আজ্ঞাধীন—

শ্রীরাজকমল নাগ।

ঠিকানা :—১১৪-সি, সুর্‌তিবাজার, রেঙ্গুন।

ইহার আর কোনই উত্তর পাওয়া যায় নাই।

চণ্ডীকে কলিকাতা লইয়া যাওয়ার তুই সপ্তাহ পরে ইন্দ্রবাবুকেও সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দিয়া পুলিশ বঙ্গদেশে তাঁহার নিজ বাটীতে পৌঁছাইয়া দেয়। বুঝিলাম, জেলমুক্ত চণ্ডী ও ইন্দ্র বসু রেঙ্গুনে থাকিলে, লোকচক্ষে পুলিশ হেয় প্রতিপন্নের আশঙ্কা ছিল; তাই এমন ব্যবস্থা। লোকমুখে ইহাও শুনিয়াছি, ইন্দ্রবাবু দেশে পৌঁছাইবার পর ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মদক্ষতার ফলে "রায়সাহেব" উপাধি পাইয়াছেন।

—(ঃ৩ঃ)—

নিরুদ্দিষ্ট রেবতী

রেবতীর নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পুর্ব্বেই বলিয়াছি। সুদূর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন সহরে তৎকালে আমি চাকুরীতে আবদ্ধ। বিশেষতঃ রেঙ্গুনে জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডীর ব্যাপারে অহর্নিশ ভীষণ উৎকণ্ঠায় থাকিয়া স্বদেশের সংশ্রবাদি হইতে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন ছিলাম। দেশে আমার পক্ষে কর্ম্মক্ষম লোকও তেমন কেহ ছিলনা, যাহার হাতে রেবতীর অনুসন্ধানের ভার অর্পন করিতে পারি। ক্বচিৎ ২।১ খানি চিঠি পত্রে রেবতীর সম্বন্ধে পরস্পর বিসম্বাদি যে সামান্য খবর পাইতাম, তাহাও আমার হৃদয়গ্রাহী ছিলনা। এভাবে বৎসরেক কাল অতীত হইলে পুত্রের খবরের জন্য অসহায় অভাগা আমি প্রসিদ্ধ হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রের সাহায্যে সহৃদয় দেশবাসীর নিকট নিম্নরূপ আবেদন করি।

হিতবাদী— বাং ৯ই আষাঢ়, ১৩২৩ সাল।
ইং ২৩শে জুন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

নিরুদ্দেশ। রেঙ্গুন সহরের ১১৪নং সুরতি বাজার হইতে শ্রীযুক্ত রাজকমল নাগ লিখিতেছেন :—ত্রিপুরা জেলার মেহার পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত উপলতা গ্রামে আমার বসত বাড়ী, চাকুরী উপলক্ষে আমি রেঙ্গুনে অবস্থান করিতেছি। আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রেবতী চরণ ওরফে রেবতী মোহন নাগ গত ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কুমিল্লা জিলা স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতায় তাহার ভবিষ্যৎ পড়ার ব্যয় বহনে আমি অসমর্থ হইয়া তাহাকে চাকুরী করিতে বলায়, "কোন দিন এম, এ, পাস করিতে পারিলে [illegible] দেখাইব" আমাকে এরূপ এক পত্র লিখিয়া সে গত জুন মাসে [illegible]ত চলিয়া যায়। কয়েকদিন পর বহরমপুর কলেজে পড়ি[illegible] তত্রত্য জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় গত শারদীয় পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে পাবনা কলেজে পড়িতে যাইবে বলিয়া কোন কোন আত্মীয়ের নিকট সে পত্র লেখে। তদবধি (নানা স্থানে চিঠি লিখিয়াও) এ পর্য্যন্ত শ্রীমানের আর কোন খবরই পাইতেছি না। রেবতীর বয়স ১৮ বৎসর ৮ মাস, উত্তম শ্যামবর্ণ, মধ্যমাকৃতি। ডান পায়ের ঠিক নালার উপর প্রায় ৮।৯ অঙ্গুলী লম্বা খুব বড় একটি অপারেশনের দাগ আছে, সময় সময় তাহা ফুলিয়া ও পাকিয়া উঠায় সে কষ্ট পায়, আজ সাত মাস যাবৎ তাহার ঠাকুর ভাই শ্রীমান চণ্ডী, টাইফয়েড জ্বরে অস্থি চর্ম্মসার, বর্ত্তমানে মুমূর্ষু অবস্থায় বাড়ীতে শয্যাশায়ী, তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক। কেহ অনুগ্রহ করিয়াআমাকে শ্রীমানের কোন সংবাদ দিতে পারিলে চিরকৃতজ্ঞ হইব।

উক্ত আবেদনে কোথা হইতেও কোন সাড়া পাইলাম না।

রেঙ্গুন পুলিশ চণ্ডীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার পর, উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তাহার খবর পাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। দুই সপ্তাহ পরে চণ্ডীর এক সংক্ষিপ্ত চিঠিতে তাহার উপলতায় নিজ বাটীতে পৌঁছিবার খবর পাই। তৎকালে চাকুরী ফেলিয়া আমিও বাটীতে চলিয়া গেলে, পুত্রের চিকিৎসার খরচ ও পরিজন পোষণের অর্থাভাবে একেবারেই বিপন্ন হইব ভাবিয়া, রেঙ্গুনেই চাকুরী করিতে থাকি।

১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাটীর এক পত্রে জানিলাম, চণ্ডীর অবস্থা নৈরাশ্যজনক। অধীর হইয়া অবিলম্বে বাটীতে পৌঁছি। দেখিলাম, চণ্ডী নিজ শক্তিতে চলাফেরা করিতে পারেনা। এতদিন এক গ্রাম্য কবিরাজের চিকিৎসায় ক্রমেই রোগ বাড়িতেছিল। আমি চাঁদপুর হইতে আর একজন কবিরাজ আনিয়া উভয়ের ব্যবস্থায় ঔষধ, বড়ি, পাচন, মালিশাদি ব্যবহার করাইতে থাকি। রোগের প্রকৃতি অনুসারে চণ্ডীকে আশু কোন ডাক্তারি চিকিৎসাধীনে বা কোন হাসপাতালে বা কোন স্বাস্থ্যাবাসে লইয়া রাখা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল।

এই সময়ে আমি বিভিন্ন স্থানে রেবতীর খবর পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি ফলে জানিলাম, বর্ষাধিক পূর্ব্বে রেবতী বাটী হইতে যাওয়ার পর প্রথমতঃ বহরমপুর কলেজে ভর্ত্তি হয়। কিছুকাল পরে অস্বাস্থ্যতার অজুহাতে সেখান হইতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া আবার কোথায় যায়, কেহই সঠিক খবর বলিতে পারেনা। ইহাও জানিলাম, তাহার এই অস্বাস্থ্যতার অজুহাত ভান মাত্র। এবিষয়ে পূর্ব্বাপরের জনশ্রুতির একটি আখ্যায়িকা এখানে উল্লেখ করিব।

১৯১৫ সালের প্রথম ভাগে কুমিল্লা জিলা স্কুলের জনপ্রিয় হেড্‌মাষ্টার বাবু রামমোহন মিত্র মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তৎস্থলে

বাবু শরচ্চন্দ্র বসু নামক এক ভদ্রলোক হেড্‌মাষ্টার হইয়া আসেন। সে বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ছাত্রেরা পরীক্ষার হলে থাকা কালে, বেলা তিনটার সময় নানুয়াদীঘির উত্তর পাড়ে ইউসুফ স্কুলের সম্মুখে তিন ব্যক্তি হঠাৎ সাইকেলে আসিয়া রিভলভারের গুলিতে বসু মহাশয়কে হত্যা করে।

এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তৎকালে কুমিল্লা সহরময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তথায় কাহারও গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানা যায়না। জনরব, নিহত ভদ্রলোক কুমিল্লা আসিবার পুর্ব্বে রংপুব বা ঐরূপ কোন জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তথায় তিনি গোপনে গোয়েন্দাগিরিও করিতেন। সেখানে পুলিশেব সহিত ভাব কবিয়া, কতিপয় নিরীহ লোকেব সর্ব্বনাশ সাধন কবিযাছেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ একদল লোক প্রচ্ছন্নভাবে এখানে আসিয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য পূর্ব্বক এই কাণ্ড ঘটায়।

২।৩ মাস পবে ম্যাট্রিক পবীক্ষার ফল বাহির হইলে ছেলেরা স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী বিভিন্ন কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হয়। এবৎসবে জিলা স্কুল হইতে অনেক ছাত্রই পাশ করে। বারটা স্কলারসিপ নাকি এই স্কুলেই পাইযাছিল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ৪।৫ মাস পব হইতে প্রায় প্রত্যহ তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলে দেখা যাইত, অমুক কলেজে, অমুক মেসে, অমুক বোর্ডিংএ, অমুক হোষ্টেলে ২।৩।৪।৫ জন করিয়া ছাত্র গ্রেপ্তাব। ইহারা অধিকাংশই ছিল কুমিল্লা জিলা স্কুলের ১৯১৫ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্র। লোকে বলাবলি করিত, হেডমাষ্টারেব হত্যাকাবী ধরিতে অসমর্থ পুলিশেব এই জগৎবেড় বা বেড়াজালের অভিযান একটা কৌশল মাত্র।

বহরমপুর কলেজে রেবতীর পিছনেও ঐরূপ গুপ্ত পুলিশ আনাগোনা সুরু করিলে, জনৈক সদাশয় প্রফেসর বেবতীকে জানাইলেন,

তুমি পায়ের গুরুতর ব্যারামে এখনও সময় সময় কষ্ট পাও। কুমিল্লা জিলাস্কুলের ১৯১৫ সালের ছাত্র বলিয়া, তোমার পিছনে গুপ্ত পুলিশ আনাগোনা করিতেছে। গ্রেপ্তার হইলে পুলিশের অত্যাচারে তোমার জীবনই বিপন্ন হইবে। কাজেই এখান হইতে এখনই সরিয়া যাওয়া উচিত। একারণেই যে বহরমপুরে রেবতী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়াছিল, ইহা আমি বিশ্বাস করি। রেবতী যে কেবল আমাকে এড়াইয়া চলিতেছিল, তাহা নহে, তৎকালে পুলিশের ভয়ই ছিল সমধিক।

ইতিমধ্যে রুগ্ন চণ্ডীকে দেখিতে জনৈক আত্মীয় আমাদের বাটীতে আসে। বাল্যকাল হইতে তাহার সহিত চণ্ডী ও রেবতীব প্রগাঢ ভালবাসা ছিল। সে গোপনে জানাইল, রেবতী ভাগলপুর বলেজে পড়ে। তুই সপ্তাহ পুর্ব্বেও ভাগলপুব হইতে বেবতীর পত্র পাইয়াছে। খবরটি খাঁটি বলিযা বিশ্বাস হইল।

বাটী হইতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতাব পথে আমি রেঙ্গুন রওয়ানা হই। কলিকাতায় পেঁ ৗছিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, ববাবর ভাগলপুরাভিমুখে চলিয়া যাই। ভাগলপুবে আমি সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত। ষ্টেশনে নানা লোকের সহিত আলাপে অনতিদূবে ‘বাঙ্গালীটোলা’ নামক এক জায়গার খবর পাই। আঁকিয়া বাঁকিয়া কিছুদুব বাস্তা অতিক্রমনান্তে বাঙ্গালীটোলা উপনীত হই।

ভাগলপুবে দিক্‌নির্ণয় বোধহয় আমার ঠিক ছিলনা। যে বাস্তায় বাঙ্গালীটোলা পেঁ ৗছি, ঐ রাস্তাটি সম্মুখদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাস্তার বামপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির প্রায় তিন দিকে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি একতলা পাকাবাড়ী। বাড়ীগুলির সম্মুখস্থ স্বল্প পরিসর স্থানে পাকা চত্বর। মনে কবিলাম, কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবাবই

এখানে বাস করিতেছেন। বাঙ্গালীটোলা আরও বিস্তৃত কিনা, বলিতে পারিনা।

অদূরে বাটীর চত্বরে ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্র যুবক পায়চারী করিতেছিল। আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি বাঙ্গালীটোলা"? কটাক্ষনজরে সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "হঁা, আপনি কাহাকে চান, কোথা হইতে এসেছেন"? ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্ন, যেন আমি কোন C. I. D. এর লোক বা কোন ভিক্ষাপ্রার্থী তাহার এমনই ধারণা। অবশ্য, এজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া চলেনা। যেহেতু তাহার ধারণা যুগোপযোগী। গানে আছে, "সহবে চিনা যায় না কেবা বাবু কেবা মেথর"।

যুবককে শিক্ষিত মনে হইল। আমি নিকটে গিয়া চত্বরে বসিয়া পড়ি। তাহাকে বলিলাম, "আপনি দয়া করিয়া আমার কয়টি কথা শুনুন"। তাহার নিকটে চণ্ডী রেবতীর যথাযথ অবস্থাগুলি বর্ণনা করিলাম। রেবতীর নিরুদ্দেশের খবর প্রচারিত হিতবাদী পত্রিকার কাটিংটুকু সঙ্গে ছিল, তাহাও দেখাই।

সেকালের কথা যতটুকু আমার মনে আছে তাহা এই,—ভদ্র যুবক বলিল, "সেও কলেজে পড়ে, তাহার নাম কৃষ্ণধন ব্যানার্জি, কলিকাতার বালিগঞ্জ বা বেলেঘাটার কোন এক জায়গায় তাহাদের নিজস্ব বাড়ী আছে।" রেবতীর কথা বলিল, "রেবতীবাবুকে ভালরূপেই চিনি। অমায়িক ব্যবহারে এখানে আমরা সকলেই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ। তিনি এখান হইতে অল্প দূরে যোগসার পল্লীর সতীশবাবুর বাসায় টিউসনী করিয়া খোরাকের ও থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর ষ্টেট হইতে সাহায্য পান, তাহাতেই তাঁহার চলিতেছে। কলেজে পড়াশুনায়ও রেবতীবাবুর সুনাম আছে। আমি

এখন হইতে চেষ্টা করিব, যাহাতে তাঁহাকে আমাদের এ দিকে আনিয়া আরও ভালভাবে বাখিতে পারি। আপনি এখানেই স্নানাহার করুন, বৈকাল ৩টায় আপনাকে নিয়া রেবতীবাবুর ওখানে যাইব। সে বাসাতেই আহারান্তে নিদ্রাভিভূত হই।

বিকাল ৩টাব পর উভয়ে বাহিব হইলাম। অল্পদুরে গেলে ঐ সঙ্গী বয়সেব আব একটি যুবক আমাদেব সাথী হইল। আমি কিছুটা পিছনে, তাহারা দুজনেই সম্মুখে অনুচ্চৈঃস্বরে যেন আমাব সম্বন্ধেই কিছু বলাবলি করিতে থাকে। ক্রমে এক ময়দানে পৌঁছি। তাহাব বাম পার্শ্বের শেষ সীমায় এক বাজার। আমরা বাজারে ঢুকিতেই নিকটে এক কাপড়ের দোকানে প্রথমোক্ত যুবকটি জিজ্ঞাসা কবিল,— "রেবতীবাবু কি বাসায় আছেন"? যুবক শ্রেণীব কযেকজন লোক কাপড় বিক্রী করিতেছিল, তাহাবা জানাইল,—"দুইদিন পূর্ব্বে বেবতী বাবু বহবমপুব গিয়াছেন, তাঁহার ফিবিয়া আসিতে দিন কযেক বিলম্ব হইবে বলিযাছে।"

বাজার হইতে বাহির হইয়া ময়দানেব একস্থানে ঘাসের উপর বসিলাম। পকেটের পেন্সিল কাগজ বাহিব কবিয়া বেবতীকে এক সংক্ষিপ্ত পত্রে "চণ্ডীব অবস্থা, পারিলে একবার তাহাকে দেখিযা আসিতে ও আমাব বেঙ্গুন যাত্রার খবব" লিখিলাম। পত্রখানি কৃষ্ণধনবাবুব হাতে দিয়া অনুরোধ কবি, "দযা কবিযা এই চিঠি বেবতীর হাতে দিযা, হয় তাহা দ্বারা বা তিনি নিজে যেন আমাকে বেঙ্গুনে উত্তব লিখেন"। তিনি সম্মত হইলেন।

কৃষ্ণধন বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কবেন, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন"? বলিলাম, "বাজাবে একটু ঘুরিয়া ষ্টেশনে যাইয়া সন্ধ্যার পরের ট্রেনেই কলিকাতা ফিরিব, কালই রেঙ্গুনগামী ষ্টীমার ধরিতে

হইবে"। রেঙ্গুনের জন্য ক্রিত টিকেট আমার সঙ্গে ছিল, তাহাও দেখাই। তাঁহারা উভয়ে চলিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরে লোকের নিকট যোগসার পল্লীর সতীশবাবুর বাসার নির্দ্দেশ জানিলাম। অলিগলি ঘুরিয়া অনতিদূরে সে বাসায় উপনীত হই। উচ্চ ভিটার উপর অবস্থিত একটি বড় ঘরের সম্মুখের খোলা আঙ্গিনায় প্রায় সত্তর বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ভদ্র লোককে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কি সতীশ বাবুর বাড়ী"? তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ"।

"সতীশ বাবু কোথায়"?

"মফঃস্বলে তাগাদায় গেছে"।

তিনি আমাকে বসিতে আসন দিলেন, বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন "সতীশবাবুর নিকট কি প্রয়োজন"? বলিলাম,—"আমি রেবতী নাগের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহাদের বাটীর নিকটে আমার বাটী। কলিকাতায় আমাদের কারবার আছে, কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াছি। রেবতী কোথায়"?

সরল-প্রাণ বৃদ্ধ কথা প্রসঙ্গে ক্রমে আমাকে জানাইলেন, "গত পরশ্ব রেবতী বহরমপুর গিয়াছে সে কলিকাতায়ও যাইবে, তাহার কয়েকখানি বই কেনা দরকার বাটীতে তাহার বড় ভ্রাতার কঠিন অসুখ শুনিয়াছে, হয়ত বাড়ী যাইতে পারে। রেবতী আমার দুটি নাতিকে পড়ায়, আমার বাসাতেই থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। তাহার পিতা রেঙ্গুনে চাকুরী করে, তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না। রেবতী বড় ভাল ছেলে, এইখানে সকলেই তাহাকে ভালবাসে। সে অনুক্ষণ লেখা পড়ায় মগ্ন থাকে। কাশিমবাজারের রাজসরকার হইতে তাহার কলেজে পড়ার কিছু সাহায্য পায়।"

তিনি আবও বলিলেন, সতীশবাবু আমার ছেলে। এখানে সুজাগঞ্জ বাজারে আমাদের কাপড়ের দোকান আছে। আমাদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার মেমারী গ্রামে। বাড়ীতে আমাদের কেহ থাকেনা, আমরা সকলেই এইখানেই থাকি"।

কথাবার্ত্তায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। বৃদ্ধকে অভিবাদন-পূর্ব্বক ষ্টেশনে চলিয়া যাই। পরদিন জাহাজে উঠিয়া চতুর্থ দিনে ইং ১০।১০।১৬ তারিখে রেঙ্গুনে পৌঁছি। অহোবাত্র চণ্ডীর চিন্তায় রেঙ্গুনে কাটাইতে লাগিলাম। আমাব রেঙ্গুনে পৌঁছিবার খবর ও ভাগলপুবে রেবতীর খবর খুব সতর্ক সংক্ষিপ্ত ভাষায চণ্ডীব নিকট পত্র লিখিলাম, যেহেতু সেকাল ছিল সেন্সাবের কড়াকড়ি।

বেঙ্গুনে পৌঁছাইবার দুই সপ্তাহ পরে বঙ্গদেশ হইতে আমার জনৈক বন্ধুব প্রেবিত পত্রের ভিতর নিম্ন তিনখানি পত্রিকাব কাটিং পাই।

১ম কাটিং — বাঙ্গালী (পত্রিকা)।

ইং ১৯শে অক্টোবর, ১৯১৬ সাল।
বাং ৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৩ সন।

ভাগলপুরে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার।

ভাগলপুব, ১৯শে অক্টোবর।

"বেঙ্গলী"র নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ,—গত কল্য প্রাতঃকালে স্থানীয পুলিশ ও বেঙ্গল সি-আই-ডিব কর্ম্মচারীগণ একযোগে জগরুর মহরায জনৈক বাঙ্গালী বস্ত্রবিক্রেতার বাটীতে উপস্থিত হয় এবং তাহার পুত্রের গৃহশিক্ষক রেবতী মোহন নাগ যে ঘরে থাকিত, সেই ঘর তল্লাসী করে। রেবতী ইহার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

পুলিশ সহরের অন্যান্য মহল্লাতেও কয়েকখানা বাড়ীতে তল্লাসী করে। এবং ষ্টেশনে সকল যাত্রী ট্রেণেই লক্ষ্য রাখে কিন্তু রেবতীকে ধরিতে পারে নাই। রেবতীর পুর্ব্বেকার সঙ্গী বলিয়া পুলিশ হিমাংশুমোহন বসু, শৈলেন্দ্র কুমার বসু ও রিপণ কলেজের একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

রেবতীমোহন পুর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী।

—:o:—

২য় কাটিং— বাঙ্গালী (পত্রিকা)।

ভাগলপুরে খানাতল্লাসীর প্রতিবাদ।

—(o)—

৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৩ সন।

শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী সম্পাদক সমীপেষু :—

মহাশয়!

নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার দৈনিক বাঙ্গালীতে প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

"বেঙ্গলী"র নিজস্ব সংবাদদাতা যে এস্থানীয় খানাতল্লাসী সম্বন্ধে একটী সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সংবাদদাতা এটুকু জানেন না যে কোন্ পল্লীতে এই খানাতল্লাসী হয় তিনি লিখিয়াছেন পল্লীর নাম "যোগসার''— (দেবাদিদেব যোগেশ্বরনাথের নামানুসারে এই নাম হইয়াছে) ১৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে কলিকাতা হইতে আগত জনৈক C. I. D. দারোগা ও তত্রস্থ টাউন ইন্‌স্পেক্টর বহু সংখ্যক পুলিশ

কর্ম্মচারীসহ যোগসার পল্লী নিবাসী বস্ত্র বিক্রেতা শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া তাঁহার পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষক (অধুনা পলাতক) শ্রীরেবতীমোহন নাগের থাকিবার ঘরটী খানাতল্লাসী করেন। খানাতল্লাসী করিয়া সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। পরে পুলিশের Assistant Supdt. Mr H. Studdy তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। পুলিশ পরে আরও কয়েক জায়গায় পূর্ব্বোক্ত রেবতীর সন্ধানে গিযাছিলেন কিন্তু তল্লাসী করেন নাই। তাঁহাবা খবর পান যে রেবতী পলাইযা ভাগলপুর হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্বে "সবোব" নামক স্থানে লুকাইয়া আছে। তদনুযাযী রেবতীকে সেনাক্ত কবিবাব জন্য যোগসাব হইতে T N. Jubilee College School এর শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশধর বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান হিমাংশুমোহন বসু ও স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রকুমার বসু ও তাঁহাব শ্যালকপুত্র, বিপণ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র মিত্রকে লইযা যায, পবে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় শেষোক্ত দুই জনকে সদব থানা হইতে ফিবাইয়া দেয। শ্রীমান হিমাংশুকে লইয়া 'সবোরে' যায় তথায় রেবতীর কোন সন্ধান না পাওয়ায় হিমাংশু বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। পুলিশ উক্ত তিন জনের সহিত খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছে।

গ্রেপ্তাব কেহই হয় নাই। কিন্তু তদন্ত পূর্ব্বাপব চলিতেছে।

বংশবদ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু।

—:•:—

৩য় কাটিং—নায়ক।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৩ সন।

ভাগলপুরে খানাতল্লাস

—:*:—

গত ১৮ই অক্টোবর, ভাগলপুরে স্থানীয় পুলিশ ও কলিকাতার গোয়েন্দা-পুলিশ রেবতীমোহন নাগ নামক এক যুবকের বাস-কক্ষে মহাসমারোহে খানাতল্লাসী করিয়াছে। কিন্তু রেবতী তখন বাসায় ছিল না।

"বেঙ্গলী" লিখিয়াছে,— "The clever youth had already escaped."—অর্থাৎ "চতুর যুবক তাহার পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিল।"

"বেঙ্গলী" কেমন করিয়া জানিলেন যে, যুবক পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই পলাইয়া গিয়াছিল? পুলিশ যাহাকে দোষী করে, সেই অপরাধী, "বেঙ্গলী" কি আজকাল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে?

রেবতী ভাগলপুরের একজন বাঙ্গালী বস্ত্র বিক্রেতার বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটার ছিল। সে যোগসর মহল্লায় বস্ত্র বিক্রেতার বাড়ীতেই থাকিত।

রেবতীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ ওয়ারেণ্ট লইয়া গিয়াছিল। সহরের বিভিন্ন পল্লীতে পুলিশ আরও অনেকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়াছিল। রেলওয়ে ষ্টেশনে যাত্রীদের উপরও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কিন্তু রেবতী ধরা পড়ে নাই।

হিমাংশুমোহন বসু, শৈলেন্দ্রকুমার বসু ও রিপণ কলেজের একজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে পূর্ব্বে ইহারা রেবতীর সহচর ছিল।

—:০:—

অশনি সম্পাতস্বরূপ নিদারুণ সংবাদে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়ি। চণ্ডীর বিদেশ-যাত্রার ব্যাপারে সরল মনে বড় ভাইকে পত্র দেওয়ার ফল, পুত্রের বিপুল প্রয়াসলব্ধ উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত। রেবতীও নিজের চেষ্টা-উদ্যোগে শান্তিতে জীবনের ধ্রুব লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেছিল, তবে কি আমারই মূর্খতায় অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করার ফলে তাহার এই সর্ব্বনাশ হইল? ক্ষোভে, দুঃখে অন্তর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

চণ্ডীর অন্তিম শয্যা

ইং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল রেঙ্গুনে চণ্ডীকে ষ্টীমারে উঠাইয়া ষষ্ঠ দিবসে পুলিশ উপলতায় তাহাকে নিজ বাটীতে আনিয়া রাখে। এই সুদীর্ঘ পথে যে তাহাকে অনন্ত অত্যাচার সহিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এবার বেঙ্গল পুলিশের আচার ব্যবহারের সামান্য নমুনা পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

স্থানীয় পুলিশ গ্রাম্য দফাদার জমিরুদ্দিনের ইং ১।২।১৬ হইতে ইং ১০।৭।১৬ পর্য্যন্ত লিখিত থানা অফিসার, প্রেসিডেণ্ট ও বিভিন্ন গ্রামের মাতব্বরগণের স্বাক্ষরিত একখানি আসল ডায়েরী দৈবক্রমে

আমার হস্তগত হইয়াছিল। তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত তারিখের খবর কয়টি এই,—

তারিখ, সময়, স্থান	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
ইং ১।৫।১৬ দিবা ৭টার পর উপলতা।	চণ্ডী চরণ নাগ গতকল্য ৫টার ট্রেণে বাড়ীতে আসিয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলাম।	
ইং ৩।৫।১৬ দিবা ৯টা সাহাপুর।	প্রেসিডেন্ অফিসে উপস্থিত হইয়া হাজিলাম পর চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে দেখিলাম।	H. K. ROY 3-5-16.
ইং ৯।৫।১৬ দিবা ১০টার পর উপলতা।	রাজকমল নাগের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে।	
ইং ১৪।৫।১৬ দিবা ৯টা উপলতা।	রাজকমল নাগের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে।	
ইং ১৬।৫।১৬ দিবা ১০টার পর উপলতা।	চণ্ডী নাগ বাড়ীতে আছে দেখিলাম।	
ইং ১৯।৫।১৬ দিবা ১০টার পর উপলতা।	গ্রামে রাজকুমার নাগের পুত্র চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে দেখিলাম।	Md. Easin Mean.

তারিখ, সময়, স্থান	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
ইং ২৪।৫।১৬ দিবা ৯টার পর সাহাপুর।	প্রেসিডেন্ অফিসে উপস্থিত হইয়া হাজিরা দিলাম পর দেখিলাম চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে।	
ইং ২৮।৫।১৬ দিবা ১০টার পর উপলতা।	চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে দেখিলাম।	
ইং ২।৬।১৬ দিবা ৯টার পর উপলতা।	চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে দেখিলাম।	
ইং ৬।৬।১৬ দিবা ৮টার পর উপলতা।	চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে দেখিলাম পর রহিমদ্দিন চৌকিদারযোগে খবর থানায় জানাইলাম।	
ইং ৮।৬।১৬ দিবা ৯টার পর উপলতা।	চণ্ডী চরণ নাগের বাড়ী চুরি হইয়াছিল সেইখানে গিয়াছিলাম।	
ইং ৩০।৬।১৬ দিবা ১০টার পর উপলতা।	চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ীতে আছে দেখিলাম।	
ইং ৩।৭।১৬ দিবা ১০টার পর উপলতা।	চণ্ডী চরণ নাগ বাড়ী হইতে নোয়াখালী প্রসন কুমার বসুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে সেই খবর থানায় রহিমদ্দিন চৌকিদার মাঃ পাঠাইলাম।	

আরোগ্যের জন্য সাধ্যানুসারে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় হতাশ হইয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিজ বাটী উপলতা হইতে অবস্থাদির বিবৃতি দিয়া, চিকিৎসার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ১৯১৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার লাট বাহাদুর সমীপে চণ্ডীচরণের অন্তিম আবেদন : –

To

His Excellency the Right Honourable
Thomas David Baron Carmichael
of Sterling, K. C. I E., K C. M. G ,
The Governor of Bengal

Dated, Upalata, the 29th Sept 1916

The humble petition of Chandicharan
Nag, son of Rajkamal Nag of Upalata,
Post Office-Mehar, Police Station-
Hajigunj, Dist - Tippera.

My Lord,

With due deference and humble submission, I beg to lay before your Excellency the following lines for favour of Your Excellency's kind consideration.

Service under Government.

My father as well as my uncle have been putting up at Rangoon for a considerable length of time on service. As my narrow and straitened circumstances compelled me to give up my studies, I entered first into service as a clerk in the Accountant General's Office, Rangoon with the full consent of my guardian.

Incurred displeasure of the office Superintendent.

In the yearly election of 1914 of the Bengal Academy, Rangoon, a highly paid Superintendent of our office was desirous of being a member of the School Committee. But I and a brother officer of mine named I. K. Bose did not vote for him and thus incurred his displeasure so much so that thenceforth I was put to difficulty at every step and all my future hopes in that office were frustrated. Thus harrassed in every possible way and compelled to leave my service, I again made up my mind to prosecute my studies elsewhere; but all my attempts in that direction were also baffled. I was at last employed in the office of the Conservator of Forests, Pegu Circle, Rangoon.

Regular plot hatched up against my person.

Again in August 1915, there was another competition about the election of Trustees for the Durgabari, Sparks Street, Rangoon. On this occasion also the party headed by the said Superintendent came off unsuccessful I and the aforesaid I. K. Bose were again considered as stumbling blocks in their way. This repeated frustration made them all the more furious. Their discontent being thus set, ablaze manners and behaviours of some of the said

party towards me showed actual signs of a regular plot contrived against my person.

Intervension of detective officers.

Personal safety threatened.

To this mature ill-feeling was given impetus by the sudden intervention of two detective officers of Rangoon, namely Mr G. D. Colguhone and Mr. Shadock Ali. They called me to their office and asked questions regarding my past life and conversed with my father on circumstances of of our family. But I am sorry to say that their behaviour and conversation at the time were very rude and seemed to threaten my personal safety. (Similar indications had already been referred to in a petition to His Honour the Lieutenant Governor of Burma by my father on the 6th February 1916.

On the 5th October 1915, the Commissioner of Police, Rangoon sent for I. K. Bose and myself from our respective offices, and without the least reference to our offence, committed us both to the Town lock up with the order—"You are interned under the Foreigner's Ordinance Act 1914, pending sanction of of the local Government".

Interned in Rangoon Jail.

A series of misfortunes now attended me. I was provided with wooden planks and wooden pillows to use as beddings

and had to put up there in the company of thieves and rowdies and suffered badly from want of prpoer food. Five days elapsed before I was removed to the Central Jail of Rangoon. This told upon my health so much that the weight of my body reduced from 120 lbs. to 114 lbs. Thus lodged up I was all at once cut from all communications with the outside world and my dear relations. Wretchedness of living and unhealty and distasteful food wrought such an awful change in my constitution that my health was completely broken down. In December 1915, I fell a victim to Typhoid fever. I was reduced to a skeleton and *weighed less than 80 lbs.* That is I had almost one foot into the the grave, when I was released from the Central Jail, Reference of this shocking incident was made to His Honour the Lieutenant Governor of Burma by my father in his petition dated 17th March 1916.

Victim to Typhoid fever. Weight reduced to 80 lbs.

I have been told by my father that he twice petitioned to the Commissioner of Police, Rangon to know my news, but he was refused all sorts of informations. At length his honour the Lieutenant Governor of Burma, when informed of it by my father, granted me

release and thus saved me from imminent death.

Carried in a stretcher.

At the time of my release from the jail on the 11th March 1916. I was so week that I had to be ***carried in a stretcher*** to my father's residence in a hopelessly unconscious state and had to be removed and admitted, the day after my release, into the General Hospital, Rangoon for a regular medical treatment there. But before I could regain my normal condition, the Rangoon Police, without consulting Dr. W. A. Reardon my medical attendant in the Hospital and my father, forced me to leave the Hospital, on the 25th April 1916, treated me in a most merciless way and ***sent me dcwn to Calcutta as deck passanger*** without the least provision of medicine, diet, bedding, proper garments and nursing and with only Re 1/8/- for the long journey under strong police oscort. At the time when I was forced to leave Rangoon the police said to me—"Under orders of Government you are interned in your own village in Bengal." But upto date I have not been served with any written orders to that effect. This sad story has been related to His Honour the Lieutenant

Snatched away from Hospital before recovery.

Governor of Burma by my father in a petition on the 28th April 1916.

Laid up in deathbed.

These untold hardship have borne their natural fruits. Made to put up at an unhealthy village with no proper medical aid, and having been compelled by the Rangoon Police to travel as deck-passanger without arrangement for nursing during the journey, I have again been laid up in my death-bed. No signs of recovery are in evidence Medical men say that I should be soon removed in some hilly sanitary station, preferably in Almora in the United Provinces, failing which I am not likely to live long though I am a young man of 23 years of age. As I have contaminated consumptive desease preliminary to an attack of Pthysis the change is quite necessary.

Symptoms of Pthysis.

Strained circumstances of the family.

My family have already been exhausted for my treatment during the last seven months. They have now run into heavy debts. They can afford no more. I was earning my livelihood, and now being deprived of my employment without any fault in my part, I am entirely a burden on my poor family.

No opportunity given to explain my conduct.

I was perfectly ignorant of the charge against me, which necessitated my detention in the jail under the act referred to

above, and was not given any opportunity to explain my conduct which might have aroused any false suspicion in the m irds of the authorities.

Police espionage.

In my village where I am now putting up the local police are paying me visits often and on. If this state of things continue, I shall no doubt be looked upon as a bad piece in this world, verging almost to ruin I shall no where be provided for and thus my future career will be darkened for ever.

Plea of innocence.

I had so long put up under my guardian and mixed with only high Government officials. Besides I served under the Government to maintain myself and my poor family. No articles of suspicious nature has ever been found with me. I was not arrested or interned as a result of search or on the strength of any summons or warrant I venture to boldly assure Your Excellency that no such crime has ever been committed by me in my whole life as may be termed seditions. This being the case, I have good reasons to ascribe my internment to nothing else than a regular conspiracy hatched up against my person by some of my enemies backed up by misinformed and misdirected police officers. They have managed to veil my case in

a false colour without even a shadow of truth.

Prayer for a pecuniary grant and monthly allowances.

Under the above circumstances, I humbly pray to Your Excellency for a pecuniary grant to meet the immediate cost of my medical treatment, and that of a change in some hilly sanitary station and for favour of sanctioning a monthly allowance, till I am set free from unnecessary and harassing police serveilances which disqualify me for any appointments whatever in case of my survival

And for this act of kindness, I as in duty bound shall ever pray.

I have the honour to be,

Sir,

Your Excellency's most obedient servant.

CHANDI CHARAN NAG.

—(:*:)—

চণ্ডীকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রথম উত্তর।

GOVERNOR'S CAMP.
BENGAL.
The 3rd October. 1916.

Dear Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your petition, dated the 29th Septr. 1915, and to say that it has, under His Excellenc'y orders, been transferred to the Chief Secretary to the Govt. of Bengal for disposal, to whom any further correspondence on the subject should be addressed.

Yours faithfully,
(Sd.)
For Private Secretary

চণ্ডীকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় উত্তর।

GOVERNMENT OF BENGAL.
Political Department
Political Branch
No 4120 P. D.
MEMORANDUM.

Darjeeling, the 21st October 1916.

With reference to his petition, dated the 29th September 1916, Babu Chandi Charan Nag is informed that Government are unable to grant him any pecuniary assistance but that he is free to reside where he pleases.

(Sd.)
Under Secy. to the Govt. of Bengal.

Babu Chandi Charan Nag

আরোগ্যের জন্য সাধ্যানুরূপ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় হতাশ হইয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিজ বাটী উপলতা হইতে অবস্থাদির বিবৃতি দিয়া, চিকিৎসার সাহায্য প্রার্থনায় ১৯১৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্রহ্মলাট সার হার কোর্ট বাটলার সমীপে চণ্ডীচরণের অন্তিম আবেদন—

To
His Honour Sir Hercourt Butler,
K. C. S. I., C. I. E., I. C. S.,
Lieutenant Governor of Burma.
Dated Upalata, The 29th Sept. 1916.

The humble petition of Chandi Charan Nag, son of Rajkamal Nag of Upalata, Post Office Meher, Police Station Hajigunj, Dist. Tipperah, Bengal.

My Lord,

With due deference and humble submission, I beg to lay before Your Honour the following few lines for favour of your kind consideration :—

Service under Government.

My father as well as my uncle have been putting up at Rangoon for a considerable length of time on service. As my narrow and strained circumstances compelled me to give up my studies, I entered first into service as a clerk in the Accountant General's Office, Rangoon with the full consent of my guardian.

Incurred displeasure of office Superintendent.

In the yearly election of 1914 of the Bengal Academy, Rangoon, a highly paid Superintendent of our office was desirous of being a member of the School Committee. But I and a brother officer of mine named I. K. Bose did not vote for him and thus incurred his displeasure so that thenceforth I was put to difficulty at every step and all my future hopes in that office were frustrated Being thus harrassed in every possible way and compelled to leave my service, I again made up my mind to prosecute my studies elsewhere: but all my attempts in that direction were also baffled. I was at last employed in the office of the Conservator of Forests, Pegu Circle, Rangoon.

Again in August 1915, there was another competition about the election of trustees for the Durga Bari, Sparks Street, Rangoon. On this occasion also the party headed by the said Superintendent came off unsuccessful. I and the said I. K. Bose were again considered as stumbling blocks in their way. This repeated frustration made them all the more furious. Their discontent being thus set abblaze manners and behaviour of

some of the party showed actual signs of a regular plot contrieved against ou person.

Detective Officers step in.

To this nature ill-feelling was given a great impetus by the sudden intervention of the detective officers of Rangoon namely Mr. G. D. Colguhone and Mr. Sadakali They called me to their office and asked questions regarding my past life and conversed with my father on circumstances of our family, but sorry to say that their behaviour and conversation went beyond the bounds of truths and justice and seemed to threaten my personal safety.

(Similar indications had already been referred to in a petition dated 6th February 1916 to Your Honour by my father).

On the 5th of October 1915 the Commissioner of Police, Rangoon sent for I. K, Bose and myself from our respective officers and without the least reference to our offence, committed us both to the town lock up with the order "You are interned under the Foreigner's Ordinance Act, 1914, pending sanction of the Local Government."

Interned in Rangoon Jail.

A series of misfortunes now attended me. I was provided with worden planks and wooden pillows to use as bedding and had to put up there in company of thieves rowdies and suffer badly from want of proper food. Five days lapsed before I was removed to the Central Jail of Rangoon. This told upon my health so much that the weight of my body reduced from 120 lbs to 114 lbs.

The lodged up, I was all at once cut off from all connections with the outside world and my dear relations. Wretchedness of being provided by unhealthy and distasteful food wrought such an awful change in my disturbed mind that my health was quite broken down. In December 1915, I fell a victim to Typhoid fever. I was reduced to a skeleton and weighed less than 80 lbs. that is I had almost one foot into the grave when I was released from the Central Jail. Reference of this shocking incident was made to Your Honour by my father in his petition dated the 17th March 1916.

Victim to Typhoid fever.

I have been told by my father that he twice petitioned to the Commissioner of Police, Rangoon to know my news, but he was refused all sorts of infor-

I joined any riotus band. I had so long put up under my guardian and mixed with only high Government Officials Besides, I served under the Government to maintain myself and my poor family. Then again, no article of suspicious nature has ever been found with me. I was not arrested or on interned as a result of search or the strength of any summons or warrant. I venture to assure Your Honour that no such crime has ever been committed by me in my whole life as may be termed sedition. This being the case ; I have good reason to ascribe my interdment to nothing else than a regular cospiracy hatched up against my person by some of my enemies backed up by a handful of misdirected Police Officers. They have managed to veil my case in a false colour without even a shadow of truth. Perhaps no regular inquiry was held to verify the truth which underlay the reyort. I was not even allowed to speak out a few words in my favour, nor was I given the opportunity of hearing what the case was that held gone so dire against me. They have all along contrived to keep the real state of things quite in the dark back

ground and thus conferred on the loyal dutiful subjects like my forefather and my father, a slur, a wretchedness, which they esteem as good as death. What more miserable and pitiable than this can a thing befall British Indian Subjects.

Series of hardships and misfortunes imposed upon me for the last twelve months have eaten into the very vitals of my life, hurt sorely my honour, religion, brought a stigma on the hitherto unblemished family reputation, ruined my service, the only means of maintenance and imperilled my family to the extreme.

From these facts Your Honour's noble mind will not be slow to realise, what a miserable plight I am in. Whom but you, this wretched soul can now look upon for help? Will not the agonies of distress and cries of this poor British Subject, serve to raise sympathy and pity in your Honour's kind heart—who are justice incarnate and on whom only depend our life and soul. Thus circumstanced may I hope that your Honour will be gracious enough to redress the following grievances :—

Pray for pecuniary and medical help.

That I may be removed in no time lost to some healthy quarter and be provided with pecuniary as well as medical aid from the sympathetic and benevolent Government till I come round completely and be able to earn my living.

That remedy be made to remove the utter destruction brought on this unfortunate British Indian Subject by the injudicious, unwarranted and unnecessary steps taken by the Detective Police Officer of Burma, against his person.

That I may be informed if I am to get on under some specific orders or laws of the Government.

I have, etc.

Sd/- CHANDI CHARAN NAG,

চণ্ডীকে ব্রহ্মলাটের প্রথম উত্তর।

BURMA

No. 1814/1P-2.

From :

The Private Secretary to the
Lieutenant-Governor, Burma.

To

CHANDI CHARAN NAG, son of RAJKAMAL NAG of Upalata, P. O. Meher, Police Station Hajiganj, Dist. Tippera, Bengal.

Dated 19th October, 1916.

Chandi Charan Nag is informed that his petition to His Honour the Lieutenant-Governor, dated the 29th September 1916, has been received and by order of His Honour will be considered in the Department of the Chief Secretary to the Government of Burma.

J. L. ROBERTS
CAPTAIN,
Private Secretary

চণ্ডীকে ব্রহ্মলাটের দ্বিতীয় উত্তর।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BURMA.

Political Department No. 1F-53.

READ: A petition dated the 29th September 1915. from Chandi Charan Nag, of Upalata village, Meher Post Office, Hajiganj Police Station, Tippera District, Bengal, Praying that he may be granted pecuniary and medical aid and other assistance by the Government of Burma.

ORDER: The Lieutent-Governor is unable to grant any of the petitioner's requests.

Sd/- W. F. RICE,
Chief Secretary to the Government of Burma

MAYMO:
The 27th October, 1916.

No 2033 T/1F 53.

COPY forwarded to the Petitioner for informatiom.

By order,
Sd. H. S.
Under Secretary.

The 27th October, 1916.

চণ্ডীর স্বাস্থ্যের আর উন্নতি হইল না। গ্রাম্য কবিরাজী চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। উপযুক্ত চিকিৎসার বা কোন স্বাস্থ্যাবাসে রাখার আমার ক্ষমতা ছিলনা। বাটি হইতে চণ্ডীকে শেষ দেখিতে দ্রুত যাইবার জন্য চিঠি আসিল। ১৯১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী বাটী পৌঁছিয়া দেখি, চণ্ডী বিছানায় উন্মাদপ্রায় ছটছট করিতেছে। সে অঙ্গসৌষ্ঠব, সে লাবণ্য, সে মধুর কণ্ঠস্বরাদি কিছুই নাই। মুহুর্মুহু শুষ্ক কাশি, প্রচণ্ড জ্বরে সর্ব্বাঙ্গ ভীষণ উত্তপ্ত, চক্ষুর্দ্বয় কোঠরাগত। ২৯শে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরের পর হইতে উচ্চ অনুচ্চৈস্বরে "টুকুন টুকুন," "রেবতী রেবতী" "টুকুন রেবতী" "রেবতী টুকুন" এই ভাবের ডাক, কত আবেগময় সুরে তানে বিনাইয়া বিনাইয়া চলিতেছিল? অন্য কথা নাই বার্ত্তা নাই, হুস্ নাই, জ্ঞান নাই। বিধাতার বিধান, কি জানি? কেমন করিয়া অন্তরে বিমল ভ্রাতৃপ্রেমরজ্জুতে শেষ টান পড়িল। এভাবে ছোট ভাইকে ডাকিতে ডাকিতে সাড়ে এগারটায় সবই শেষ। আমার প্রাণের চণ্ডী চলিয়া গেল।

—[ঃ০ঃ]—

চণ্ডীর মহাপ্রয়াণের পর

চণ্ডীর মহাপ্রয়াণের পব আমি হুতাসে হতাসে একেবাবে অবসন্ন হইয়া পড়ি। ১৯১৭ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ঘটনাবলী উল্লেখে ভারতেব বড়লাট বাহাদুব সমীপে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করি। দুর্ভাগ্য, উক্ত আবেদনের নকল আমার হাতে না থাকায় সহৃদয় পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা এখানে দিতে পারিলাম না।

যতদূর মনে পড়ে, আবেদনেব সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, আবেদনকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণ নাগ ব্রহ্মগবর্ণমেণ্টের ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করিবার কালে, বিনাদোষে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের কতিপয় নির্দ্দয় কর্ম্মচারীর অমানুষিক অত্যাচারে যে ভাবে অকালে অস্বাভাবিক উপায়ে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ বিবৃতি ও আবেদনকারীর অসহায় নিরুপায় পরিজনের রক্ষণোপযোগী সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করিবার প্রার্থনা।

ভারতের বড়লাট সমীপে আমার আবেদন পত্র, এক কপি স্বয়ং মহামান্য ভাইসরয় সমীপে Direct ও অপর এক কপি ব্রহ্মলাট বাহাদুর সমীপে ডাক যোগে প্রেরিত হয়।

ভাইসরয় সমীপে আবেদন পত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মলাটের প্রথম উত্তর।

BURMA

No. 646/1P-2

From :

The Private Secretary to the
Lieutenant-Governor, Burma.

To

Raj Kamal Nag,
Village Upalata, Post Office Meher.
Police Station Hajiganj,
Dist. Tipperah, Bengal.

MAYMYO
Dated 30th March, 1917.

Raj Kamal Nag is informed that his Petition to His Honour the Lieutenant-Governor, dated the 18th March 1917, has been received and by order of His Honour will be considered in the Department of the Chief Secretary to the Government of Burma,

Sd/-
For Private Secretary.

অম্পলাটের দ্বিতীয় উত্তর।

CHIEF SECRETARY'S OFFICE

MEMORANDUM

Political Department No. **246 T/1F-10.**
MAYMYO
Dated the 9th May, **1917.**

Raj Kamal Nag,
Village Upalata. Post Office Meher,
Police Station Hajiganj.
Tippera District, Bengal.

The undersigned is directed to inform Raj Kamal Nag that his petition, dated the 18th March 1917, addressed to His Excellency the Viceroy and Governor-General in Council, relating to the death of his son Chandi Charan Nag, has been transmitted by this Government to the Government of India.

By order,
Sd/-
Under Secretary to the
Government of Burma

জানিতাম, বুঝিতাম পরাধীন দুর্ব্বলের এ সকল আবেদন নিবেদন নিস্ফল। সেখানে ন্যায়, সত্য বা দয়া ধর্ম্মের আদর নাই। তথাপি এমন নিদারুণ জীবন বলি কাহিনী উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনুরূপ শত শত ঘটনায় শত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু, শত শত সাদকআলী কলগোহন প্রভৃতি ছোট বড় জগাই মাধাই রত্নাকরের পাষান প্রাণেও কচ্চিৎ মানবীয় বিবেক-ভাবোদ্রেক হইতে পারে ; তাহাদের ও পুত্র সন্তান আছে, আরও বড় ধর্ম্মধিকরণ আছে ; সেখানে ফাঁকি চলিবে না।

মনে করিতাম, প্রাণাধিক পুত্র রেবতী ভাগলপুর হইতে অন্যত্র গিয়া, ভারতে বা ভারতের বাহিরে কোনস্থানে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাভ্যাসে নিমগ্ন আছে, অথবা কোন সাধু সন্ন্যাসীর অনুগামী হইয়া, আদর্শ শ্লাঘ্য জীবন যাপন কল্পে নানা তীর্থে বা পাহাড়ে পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আদূর ভবিষ্যতে মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত প্রভাত সূর্য্য কিরণের ন্যায় রেবতীর প্রজ্ঞা প্রতিভা একদিন মানব সমাজে সমুদ্ভাসিত হইয়া পড়িবে। হয়তঃ সেদিন আমি জীবিত থাকিবনা। চণ্ডীর জীবন নাশের নিদারুণ কাহিনী রেবতী অবগত হইলে, অন্ততঃ শোকার্ত্ত পিতৃপরিজনকে সান্ত্বনাপূর্ণ চিঠি দিবে। এ সকল ক্ষীণ আশায় মহামান্য ভাইসরয় সমীপে আবেদন পত্র প্রেরণের দিন কয়েক পরে, চণ্ডীর ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের সহিত যে চিঠিপত্র ব্যবহার হইয়াছে, তাহার কয়েক কপি প্রচারের জন্য দেশের ইংরাজী বাঙ্গলা সংবাদপত্রের গোচরে প্রেরণ করি।

তৎকালে কর্ত্তৃপক্ষের চেতনের জন্য দেশের বহু সংবাদ পত্রে খণ্ডাকারে এ লোমহর্ষণ নিধন কাহিনী আংশিক প্রকাশিত এবং কংগ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে, কাউন্সিলে সমালোচিত হইয়াছে। তাহার নিদর্শনাদি যাহা আমার হাতে ছিল, নানাকারণে অধিকাংশই এতদিনে বিনষ্ট বা হস্তচ্যুত। অবশিষ্ট সামন্য যাহা আছে, তাহারই কিয়দংশ পাঠক পাঠিকার সদয় প্রণিধান জন্য প্রকাশ করিতেছি।

NEW INDIA

Friday evening, May 25, 1917.

A TRAGEDY

A Young Bengali, Chandi Charan Nag, who was holding a temporary appointment in the office of the Conservator of Forests, Pegu Circle, Burma, was arrested on October 5th, 1915, the police officer saying that he was wanted by the Commissioner of Police, Rangoon. Four or five days previously the youngman's father, Raj Kamal Nag, a native of Upalata, a village in Tipperah, Bengal then residing in Rangoon, was taken by one Sadakali, a detective officer, before another detective officer, named Colguhon ; questions were put to him in Bengali by Sadakali who translated into English his answers to Mr. Colguhon ; Babu Raj Kamal Nag, who knew but little English, found that his answers were being mistranslated, and asked Mr. Colguhon in Hindi to correct them, but the latter did not. Here is the first grave injustice ; an officer, who does not know Bengali, is set to examine a man who knows English very imperfectly ; the man's answers are mistranslated by a detective : he protests, but his protest is disregarded, and a few days afterwards the unhappy man's son is arrested on the mistranslated answers. Here is the beginning of the tragedy, a father's mistranslated answers leading to his son's death. Is it not a terrible injustice to place a case before a man ignorant of the language of those whose fate depends upon him ? Surely the most elementary principles of

justice demand that no man should be allowed to decide in a case who is ignorant of the language used. Yet this injustice frequently occurs in India. In a case tried in the High Court of Madras, the Court interpreter seriously mistranslated a Hindi speaking witness, but protest was useless. In the case now under consideration a detective translated, and correction was rejected

Chandi Charan Nag was carried away and vanished on the 19th October, 1915, the father applied to the Commissioner of Police, Rangoon, for information as to his son's whereabouts, and as to the charges against him. On October 26th he was informed that no information could be given. On January 6th 1916, the anxious father again applied to the authorities, begging for information; the letter was not acknowledged. On the 20th January he appealed to the Lieut. Governor of Burma for information about the health of his son, about which for some reason not mentioned, he was exceedingly anxious. The sequel proved that his anxiety was only too sadly justified.

On the 5th February 1916, the Detective Sadakali again took Babu Rajkamal Nag before Mr. Colguhon, who informed him, to his horror, that he had admitted that his son, in spite of his father's warnings, had "insisted on joining the bands of wicked conspirators against the Government. The horrified father protested that he had not made any such statement, and that advantage had been taken of his ignorance of English to put his son into trouble. To his remons-

trances and protests Mr. Colguhon answered : "Let the past burry in its dead" and dismissed him. Mr. Colguhon was in error ; the burial, or cremation, was in the near future, though the cause was in the past, in the ignorance of Mr. Colguhon of the language of the people to whom he administered injustice, sending a son to his death on the distorted evidence of his father. It is fairly obvious that no father would have given the pretended evidence. Rajkamal Nag, after this interview, sent another petition to Sir Hercourt Butler on February 6th stating all the facts, and imploring to be given information on his son's health. No answer appears to have been given to either petition, but on February 17th he received a note that his son was at one time suffering from fever in the Rangoon Jail, but is now convalescent, etc. There is no occasion at present for R. K. Nag to feel anxious regarding his son. R. K. Nag, however, persistently remained anxious, and learned later that his son had been ill since the previous December.

On March 7th 1916, Rajkamal Babu received a note that his son would be released and sent to Calcutta, and on March 11th, Sadakali took the father to the Jail, and Chandi was handed over to him. He did not recognise the man whom the Superintendent pointed out to him to be his son. The release certificate bore the statement signed by the Superintendent of the goal, 'made over to the Police' but the Police did not take Chandi in their coustody, because they did not like to take with them one who might die on his way. So the halfliving body was made over to

the father, placed on a stretcher, and carried to the father's house. Thence the father took him, in a Motor Ambulance, to the General Hospital, where he remained till April 25th, slowly improving.

On March 17th, Rajkamal Babu sent another petition to Sir Harcourt Butler in painfully servile language, thanking him "for his supreme act of kindness" for this act of unqualified generosity your honour will receive your due guerdon from the most high, "by this act of unparalled justice your Honour's benign Government has given one more proof of the fact that His Imperial Majesty's sovereignty here is upon no uncertain unsteady basis, but upon the adamantine rock of justice, mercy and love". One rembers with thankfulness that Rajkamal Babu knew very little English, so is not responsible for this fulsome and hypocritical flattery. Then comes a fragment of truth.

That your honour's humble petitioner, has it is true, received his son alive, but he is in such a metamorphosed condition under a severe attack of Typhoid that it seems, for some unknown act of gross impiety in his previous existence, all his fleshy parts have been taken away, only so many slender bones left and that his very parents even cannot recognise him to be their own child.

That your Honour's humble petitioner's son has been admitted in the General Hospital for treatment, but he is in such a critical state between life and

death, bereft of the power of moving his limbs, that chances are few that he will survive this fatal attack and that he has consequently requested your Honour's humble petitioner to draft this memorial conveying his heart felt gratitude to your honour for the supreme act of kindness shown to him.

Then follows a petition for the reinstatement of Chandi Charan refused in due course, an unnecessary refusal, as the poor victim was to be otherwise disposed of.

At 9 p. m. on the 24th April, when Rajkamal Babu returned home, having seen his son before 7 a. m. he was informed that a man had called and said his son would be sent abroad next day He went to the Hospital on the morning of the 25th, found that his son had been taken away by the Police and returned home to find Chandi and the ill omened Sadakali awaiting him. Chandi was in Hospital dress and the Hospital authorities wanted it back. Said the detective: Chandi is being sent to Calcutta by the Police to be interned at his home. The steamer leaves just now. Give him clothings. No time was allowed to get necessaries, all the father could do was to give a dhoti, a shirt and a coat and Chandi was rushed on board the steamer, weak as he was, as a deck passenger, without medicine, food bedding or wrappers of any kind with Rs. 1/8/- to last him for 4 days on board and 2 on land. There was no Hindu food; some passengers kindly gave the sick man some of theirs, but most shunned him, afraid of his police guard. He was so ill on

arrival at Calcutta that his guard was obliged to take him to the hospital, where the house surgeon told him he would need good medical attendance for a year. The police, however, hustled him way again removed him to his village, an unhealthy place; in vain, in September he begged for an allowance for medical treatment and change to a healthier spot. It was refused and he died, unnursed, unnoticed, uncared for, and unprovided on January 29th 1917".

Chandi was a "young man of 23, robust and strong weighing 120 lbs." when arrested he was kept for five days in the police lock up with no bedding and bad food and lost 6 lbs. in the five days. In the Central Jail, Rangoon, he was given bad food—he was an untried and unsentenced prisoner and on his complaint was reprimanded and told he could have the food or go without. He naturally fell ill of typhoid fever in December and when released was covered with mosquito bites and weighed only 80 lbs. When he was getting better he was again seized and sent unprovided to Calcutta, again in hospital, he was dragged away to an unhealthy spot, without doctor, nurse or any proper care and left there to die or lingering death. The father may well say, the thought "makes him mad". Under these circumstances the ruined heart-broken father pray H. E. the Viceroy to grant a monthly allowance to himself and his family of 25 members as they are faced with starvation.

This ghastly story of the treatment of an imprisoned man, with no guilt proved and no evidence shown save

the father's statement distorted by a detective, needs no comment. No words can make it more pitiful. We may put it against Sir Reginald Craddock's statement. of the scrupulous care between on every case of internment. Have the two detective officers concerned been removed ? Has the treatment of the sick man on board the steamer brought reproof and punishment on those responsible ? Has Sir Horcourt Buttler been reprimanded ? How many others are being similarly done to death without evidence and without trial ? Is it wonderful that people driven mad, conspire ?

—(:*:)—

RANGOON GAZETTE

(Bramha Pressnote)

12th June, 1917.

THE CASE OF CHANDI CHARAN NAG.

In *New India* of May 25 there appeared an article entitled "A Tragedy", relating to Chandi Charan Nag, a native of Upalata in Bengal, who was confined in the Rangoon central jail and afterwards died at his home in Bengal. The Burma Government thinks it desirable to issue the following statement of the facts :

Chandi Charan Nag was arrested at Rangoon on the 5th Octobe, 1915, and on the 7th Octcber the Local Government made an order under the Ingress into India Ordinance, 1914, directing his detention in

the Rangoon Central Jail. This order was made as it was considered necessary to keep Chandi Charan Nag in confinement while inquiry was being made into his character and antecedents. In January, 1916, the Local Government, having received a petition from Chandi Charan Nag's father asking for information regarding his son's condition, called for a report on Chandi Charan Nag's state of health. The Superintendent of the Jail reported on the 2nd February, 1916, that Chandi Charan Nag had been under treatment in the jail hospital and had lost weight but was then convalescent and unless some unforeseen circumstance should arise, likely to make a good recovery. The Local Government informed Chandi Charan Nag's father of this, and told him that his son's release could not be ordered at that time but that a further communication would be made to him shortly. Meanwhile the inquiry into Chandi Charan Nag's antecedents had been completed and the facts were reported to the Government of Bengal, who were asked whether Chandi Charan Nag might be allowed to proceed to his native place as it was not considered desirable to allow him to remain at liberty in Burma. On the 24th February the Superintendent of the Jail at Rangoon reported that Chandi Charan Nas was progressing less favourably, and that Tubercular Consumption was suspected. The Local Government telegraphed this information to the Government of Bengal, and on the 3rd March received a reply that Chandi Charan Nag might be sent to Calcutta. An order directing Chandi Charan Nag's

release from jail and despatch to his home in Bengal was then issued, and his father was informed. But the Superintendent of the Jail at Rangoon then reported that Chandi Charan Nag's health had still further deteriorated, so as to render him unfit to travel to India, and recommended that he be released in Rangoon and admitted to the Rangoon General Hospital. On the same day the order directing Chandi Charan Nag's despatch to Calcutta was suspended and he was released from jail and made over to his father, by whom he was taken to the Rangoon General Hospital for treatment. On the 20th April the Commissioner of Police, Rangoon, having received a report from the Medical Superintendent of the General Hospital that Chandi Charan Nag was fit to travel, recommended that he should be sent to his home by the steamer leaving Rangoon for Calcutta on the 25th April; and this arrangement was sanctioned by the Local Government and carried into effect, It appears that Chandi Charan Nag died about nine months later. In the article in *New India* it is alleged that the Local Government's order directing the confinement of Chandi Charan Nag was based on his father's answers to questions, the answers being mistranslated into English by an officer of the Rangoon Police. That is not correct. There was nothing in the father's statement as recorded by the police which could be used against the son. It is alleged that the father was refused information regarding his son. It is true that the father was not allowed to interveiw the son in the jail, but all

information regarding the son's health was given to the father. It is further alleged that the police removed Chandi Charan Nag from the Rangoon General Hospital prematurely and failed to give the father sufficient notice, so that proper arrangements could not be made for the son's clothing and comfort on the journey. Chandi Charan Nag's removal was ordered with the concurrence of the Medical Superintendent of the Hospital, and the father received several day's notice beforehand and was warned to be in readiness. His son was taken to him on the way to the steamer.

THE RANGOON MAIL

1st July, 1917.

THE TRAGEDY OF CHANDI CHARAN NAG

The Burma Government have thought it "desirable" to issue a press note relating to Chandi Charan Nag, says the *"Bombay Chronicle"*. We would rather the note had not been issued, for it pertains to a case whose tragic details, one is almost persuaded, might have been better left unpublished in the interest of the credit of British Administration in this country. We ourselves have had in our possession the whole documented file of the case of Chandi Charan Nag for several weeks, but thought better of discussing it having in view the exasperation of public feeling

which the revelation seemed certain to arouse. The Burma Government, however, appears to have felt rather uncomfortable about the matter after the appearance of an article entitled "A Tragedy in" "*New India*" which dealt with the matter, and they have now issued this press note. with a modest preamble which runs thus :- "Local Government thinks it desirable to issue the following statement of facts". The intention of the Burma Govenment in coming to this decision, it may be presumed, was to satisfy the public mind in regard to the facts of the case. If so, all we can say is that no communication could have been less calculated to serve that purpose than the press note they have issued. It is a "statement of facts", at once incomplete and inadequate. It can hardly fail to exasperate rather than reassure the public mind. If the authorities choose to issue press notes on matters of this kind, it would be better if they first made up their minds to employ the requisite degree of candour and accuracy in drawing up their statement. Otherwise, as in this case, more harm than good is the result. It is necessary to rectify certain omissions and reticences and correct certain inaccuracies in the Burma Government's "statement of facts".

"Chandi Charan Nag", says the press note, "was arrested at Rangoon on the 5th October, 1915, and on 7th October, Local Government made an order under Ingress into India Ordinance, 1914, directing his detention in the Rangoon Central Jail. This order was made as it was considered necessary to keep Chandi

Charan Nag in confinement while an enquiry was being made into his character and antecedents".

Chandi Charan Nag did not again leave police custoty until 25th April, 1916.—and he left from the Rangoon General Hospital and carried on a stretcher. What transpired during these six months we shall see presently, but meanwhile it may be noted that the Burma Government with characteristic *sang froid* do not deign to give the slightest indication either of the nature of the offence of which Nag was suspected or the result of the enquiries made into his character and antecedents. The press note does not say, be it noted, that his prolonged incarceration was due to the *result* of the enquiries made about him. The man is dead but even now the Burma Government do not feel called upon to give the public —not to mention the father and other relatives of the deceased,—any idea of what the offence was, if any, of which Nag was guilty or suspect, and of the nature and results of the enquiries they so elaborately carried out what time the man rotted away in jail. What kind of a conception of justice, fair play or decency is this which the Government of Burma dare to flaunt before the world? And who would undertake to reconcile their procedure with the principles of British Law and Justice as the world knows them? Listening to the dulcet tones of their communique the average individual may be forgiven if he fails to realize that what has happened is that a man was seized upon by the Police, without the shadow of a charge being suggested or formulated against him, was confined in jail

without trial of any sort or kind for the better part of six months, that he left the precincts of the jail to go into the hospital,—still under the charge of the Police,—and that he was carried out of the hospital to be put on a steamer leaving Rangoon for Calcutta. We shall have to go in due course into the all but revolting details of what happened to this helpless youth,—he was only 23,—during the period that "an enquiry was being made into his character and antecedents." Meanwhile, let the public bear in mind that the press note which the Burma Government have thought "desirable" to issue gives no explanation of the episode.

সুদীর্ঘ প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে মহামান্য ভাইসরয় সমীপে আবেদনপত্র পাঠাইয়া তাহার কোন উত্তর পাইলাম না। এজন্য ১৯১৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সদয় উত্তরের প্রার্থনায় সকাউন্সিল ভারতের বড়লাট সমীপে সরাসরি ও ব্রহ্মলাটবাহাদুরের যোগে স্মারক-লিপি প্রেরণ করি।

—:o:—

বড়লাট বাহাদুর সমীপে স্মারক-লিপি সম্বন্ধে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের প্রথম উত্তর।

BURMA

No. 1862/1P-2.

From :

The Private Secretary to the
Lieutenant-Governor,
BURMA.

To

RAJ KAMAL NAG,
26, Barr Street,
Rangoon.

MAYMYO
11th September, 1917.

Raj Kamal Nag is informed that his petition to His Honour the Lieutenant-Governor, dated the 7th September 1917, has been received and by order of His Honour will be considered in the Department of the Chief Secretary to the Government of Burma.

Sd/-

Private Secretary.

ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় উত্তর।

CHIEF SECRETARY'S OFFICE.

MEMORANDUM

Political Department No. 594 T/1F–10.

MAYMYO
17th September, 1917.

The undersigned is directed to inform Raj Kamal Nag that his petition, dated the 7th September 1917, addressed to His Excellency the Viceroy and Governor-General in Council, praying for orders on his former petition, has been transmitted by this Government to the Government of India.

By Order

Sd/-

Under Secretary to the Government of Burma.

RAJ KAMAL NAG,
26, Barr Street, Rangoon.

উত্তব পাইবাব জন্য বড়লাট বাহাদুর সমীপে স্মারকপত্র দিয়াও প্রায় আড়াইমাস নিস্ফল অপেক্ষা করিলাম। অতঃপর ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেটস বাহাদুর সমীপে অনুরূপ তিন কপি ছাপান আবেদন-পত্র ১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রেরণ করি।

প্রথম কপি—সকাউন্সিল ভারতেব গভর্ণর জেনারেল বাহদুর যোগে।

দ্বিতীয় কপি—মহামান্য বেঙ্গল গভর্ণব বাহাদুর যোগে।

তৃতীয় কপি—মহামান্য ব্রহ্ম গভর্ণব বাহাদুর যোগে।

ভারত সচিব সমীপে আবেদনপত্রেব নকল।

To

THE RIGHT HON'BLE E. S. MONTAGU

His Majesty's Principal Secretary of State for India.

The Humble Petition of Raj Kamal Nag,
Village Upalata, Post Office Meher,
Police Station Hajiganj,
District Tipperah, Bengal.

Most respectfully sheweth :—

That your memorialist desires to accord you a hearty welcome on the occasion of your visit to India as His Majesty's Secretary of State for India.

That your memorialist's eldest son Chandi Charan Nag, while an employee as a clerk in the office of the Conservator of Forest, Pegu Circle, Rangoon, Burma, all on a sudden was taken away by the Police on the 5th October, 1915, and as he did not come back he was very

anxious for his son's whereabouts. Thereupon he applied to the authorities, Rangoon, on 19th October, 1915 and 6th January, 1916 to ascertain the charges etc against him, and also to know his whereabouts and particulars about his health etc, but the only reply he got was the letter no. 3553/83p, dated the 26th October, 1915 stating that no information could be furnished to the father.

That failing to get any information about his son, your memorialist moved His Honour the Lieutenant Governor of Burma on 20th January, 1916 and again on 6th Feb., 1916, praying for information about Chandi's health etc and it was on 17th February, 1916 that your memorialist was informed for the first time by His Honour the Lieutenant-Governor of Burma (Vide Political Department No. IF-53 of 16th February, 1916) that "His son was at one time suffering from fever in the Rongoon Jail but is now convalescent etc. There is no occation at present for R. K. Nag to feel anxious regarding his son," And subsequently he was informed by His Honour (Vide Political Department No. 150. W/1. F.-53 of 17 March, 1916) that Chandi was about to be released from the Rangoon Central Jail and would be sent to Calcutta ; but no information was given to him as to when he fell ill, what was the nature of his illness, or what were the charges agaimt him or that he lost his weight, or that on 24th February the Superintendent of the Jail at Rangoon reported "that Chandi Charan Nag was progressing less favourably and that tuburcular consumption was suspected."

That on 11th March, 1916 the Detective Sadakali took your memorialist to the Jail and Chandi was made over to him, though the Chief Secretary by order No. 146 W/1. F-53 of 7th March, 1916, directed that Chandi was to be made over to the Police. Chandi was then in such a condition that it was not possible even for his father to recognise him. He was in a precarious condition and probably under the circumstances the police considered it convenient to make him over to his father. The poor father took him to the General Hospital in a Motor Ambulance Car at a cost of Rs. 6/-, and through his special care and that of Dr. Reardon Chandi was in a way of recovery in the General Hospital.

That on the 24th April, 1916 at 9 P. M, when your memorialist returned from his place of business, an inmate of his house informed him that a certain man called at his house and said that Chandi was to be sent away by next day's steamer but no hints were given as to when or whereto would the steamer leave. Your memorialist saw his son in the Hospital in the evening of the same day but no information was given then that his son was leaving Rangoon by the steamer starting next morning

That next morning your memorialist went to the Hospital and learnt that his son was taken away by the Police and he hurriedly returned to his quarters and found Sadakali with his son there. As Chandi was in Hospital dress, and the Hospital authorities wanted back the dress, Chandi was brought there for a change of clothing only. Then Sadakali said :—"Chandi is being sent

to Calcutta Police to be interned at his home. The steamer leaves just now. Give him clothing." And your memorialist, in the short time at his disposal, could only secure for him a dhoti, a shirt and a coat. Then your memorialist with his son and Sadakali hastened to the station where Chandi was taken on board the steamer, as deck passenger with Rs 1/8- given to him by the Police for necessary expenses during the long and tedious journey lasting about six days without any provision for medicine, diet, bedding, wrapper, and blankets to shield him from weather and nursing During the four days of his stay on board the steamer, as food for Hindoos is not available there, he had to beg his bread from the passengers majority of whom were reluctant to help him through fear of Police Sepoy escorting him. Your memorialist was unable to arrange any eatables or other necessaries for his son as he did not receive any notice beforehand or warning to be in readiness for the enforced departure of his unfortunate son.

Your memorialist believes that taking advantage of Dr. Reardon's absence on leave for 12 days from 20th April, 1916 the police removed Chandi from the hospital. Dr. Reardon while he left the place told Chandi that he should be under efficient medical treatment for another year.

That your memorialist after Chandi's release from Jail learnt from him that after his arrest he was detained for five days in the Town Police Lock-up. There he was provided with wooden pillows as his bedding and no arrangement was made for proper food and he lost

6th lb. there, From the Town Police Look-up he was removed to the Central Jail, Rangoon, where he was given unwholesome diet and if he protested, he was reprimanded. In December, 1915 he fell victim to Typhoid fever and was reduced to such a condition that by the 5th of March, 1916 he weighed about 80 lbs. His original weight was 120 lbs.

That from his house at Upalata, Chandi applied both to the Government of Burma and Bengal on 29th Sept., 1916, for a pecuniary grant to meet the immediate cost of his medical treatment, and that of a change in some hilly sanitary station, and for the favour of sanctioning a monthly allowance, as he was in straitened circumstances owing to his detention in Jail but the prayer was rejected and thus without proper medical help and stationed in an unhealthy place Chandi died on 29th January, 1917 unnursed, unnoticed and uncared-for.

That your memorialist submitted all these facts to His Honour the Lieutenant Governor of Burma and finally to His Excellency the Viceroy and Governor-General of India on the 18th March, 1917 but without any redress and only when some of these facts were published in the New India of the 25th May, 1917 a Press Note was issued from the Chief Secretary's office, Maymyo, Burma, dated the 9th June, 1617. Your memorialist is sorry to say that in the light of the facts, stateP above, the Press Note is not correct on all points.

Under the circumstances, your memorialist most respectfully prays that you may be pleased to ascertain :-

(1) What were the charges against the deceased and if they were formulated and if he was given any opportunity to explain the charges,

(2) How and under what circumstances the Ingress Into India Ordinance Act V of 1914 was applied against him.

(3) What was the treatment meted out to the deceased while he was in Jail and how did a robust and youngman contact the tuburcular consumption while he was in Jail.

(4) Who was responsible for sending Chandi to Calcutta as a deck passenger without making proper arrangement for his diet etc.

(5) If the memorialist's petition to His Excellency the Viceroy reached His Excellency and how it was disposed of,

And grant him such relief as the occasion requires,

And your memorialist as in duty bound shall ever pray.

RAJ KAMAL NAG

Dated, UPALATA,
19th November, 1917.

—[:o:]—

GOVERNMENT OF INDIA.

HOME DEPARTMENT

(POLITICAL)

No- 2814.

DELHI

30th November. 1917.

MEMORANDUM

The petition, dated the 19th November, 1917, to the address of the Secretary of State for India, is returned because it has not been submitted through the local Government in accordance with the memorial rules.

By Order.

Sd/-

Offg. Deputy Secretary to the Government of Indio.

To

RAJ KAMAL NAG,
Village Upaista, P. O. Meher,
Police Station Hajiganj,
District Tipperah, Bengal.

CHIEF SECRETARY'S OFFICE

MEMORANDUM

Political Department No 47 W/1F-10.

RANGOON, Dated the 5th December, 1917.

Raj Kamal Nag is informed that his memorial dated the 19th November, 1917, addressed to His Majesty's Secretary of State for India, has been transmitted by Local Government to the Government of India for disposal.

By Order,

Sd/-

Under Secretary to the Government of Burma.

RAJ KAMAL NAG,
Village Upalata, P. O. Meher,
Police Station Hajiganj,
District Tipperah, Bengal,

ব সু ম তী

শনিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সাল।

গত ২০শে নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে লর্ড রোণাল্ড্‌সে আটক-আইন ও তাহার প্রযোগের সমর্থন করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন আমরা বলিয়াছিলাম—"রাখাল নাহার মত গোয়েন্দার সাহায্যে অনেক তথ্য নির্ণীত বা উদ্ভাবিত হইতে পারে। * * * আদালতের প্রকাশ্য বিচারে যখন জাল মামলায় নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইতে পাবে * * * * * তখন নিম্ন পুলিশের দাখিলি দোষারোপে যদি গলদ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীও ভ্রান্ত হইতে পারেন।" লর্ড রোণাল্ড্‌সে বলিযাছিলেন যে, আটক ব্যক্তিদিগের স্বীকারোক্তি হইতেও সরকার অনেক তথ্যের অবধারণ করিয়া থাকেন। তাহাতেও যে দোষ হয়, আমরা তাহারও উল্লেখ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এক জন পুত্রশোকাতুর পিতার যে মর্ম্মভেদী কাতর-ক্রন্দন উত্থিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। পিতা শ্রীযুত রাজকমল নাগ মহাশয তাঁহার লোকান্তরিত পুত্র চণ্ডীচরণ নাগের আটক-সম্বন্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করিযাছেন,—তাহা পাঠ করিলে পাষাণও গলিয়া যায়। রাজকমলবাবু ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগুকে এক আবেদনপত্র প্রদান করিযাছেন। সেই আবেদনপত্রে এই অভিযোগের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

* * * * * *

পুত্রশোকাতুর রাজকমল বাবু ভারত সচিবের আবেদনে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য অবিলম্বেই নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা না হওয়াই সম্ভব। কারণ, ভারত সচিবের নিকট মিথ্যা বলিয়া তাঁহার কোন

লাভ নাই। তবে তাঁহার প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যা হইতেও পারে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিষম কথা এই যে, জেলে চণ্ডীর ক্ষয়কাশ হইল কেন? তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সরকারী কর্ম্মচারীদের ঔদাসীন্য এরূপ ভাবে প্রকাশ পায় কেন? তাহাকে রেঙ্গুন হাসপাতাল হইতে ঐরূপ অসহায় অবস্থায় কলিকাতায় পাঠান হয় কেন? সে পীড়িত অবস্থায় ডেক প্যাসেঞ্জার হইয়া কলিকাতায় আইসে, তাহাকে লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইত, আর তাহার সঙ্গে কনেষ্টবল দেখিয়া যাত্রীরা তাহাকে খাবার দিতে সঙ্কুচিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগই বা কি? এ সকল বিষয়ের প্রকাশ্যে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। রাজকমল বাবু চণ্ডীর নিকট অনেক তথ্যই জানিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি, তাহা জানেন নাই। তবে কি চণ্ডী তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি, তাহা জানিত না?

চণ্ডীচরণের মর্ম্মান্তিক কাহিনী।

বঙ্গবাসী

১৩ই মাঘ, শনিবার, ১৩২৪ সাল।

চণ্ডীর মৃত্যুকাহিনী।—ত্রয়োবিংশবর্ষীয় নির্দ্দোষ যুবক চণ্ডীচরণ নাগ কিরূপে ব্রহ্ম পুলিশের কোপানলে পড়িয়া ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিনা বিচারে ভারতরক্ষা আইনে জেলে বন্দী হইয়াছিলেন, কিরূপে সুদীর্ঘ বন্দীকালে জেলের কঠোরতায় তাহার প্রাণসংশয়কর ভীষণ পীড়া হয়, কিরূপে চণ্ডীচরণের পিতা শ্রীযুক্ত রাজকমল নাগ ব্রহ্মের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার হারকোর্ট বটলারের নিকট বহু আবেদন করিয়া তবে মুমূর্ষু পুত্রকে রেঙ্গুণ জেল হইতে গৃহে

লইয়া যাইবার অনুমতি পান, কিরূপে তিনি পুত্রকে রেঙ্গুণের জেনারেল হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসিত করান, কিছু দিন এইরূপে চিকিৎসিত হইতে না-হইতেই সেই রোগী চণ্ডীচরণকে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ পুলিশের হেফাজতে তিন দিনের জাহাজের সমুদ্রপথে ডেকে চড়াইয়া বিনাসম্বলে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, কিরূপে সেই রুগ্ন দেহে এই দুর্ব্বিসহ পথক্লেশে অর্থাভাবে অনাহারে কণ্ঠাগত প্রাণ চণ্ডীচরণ কলিকাতায় পৌঁছেন, কিরূপে কলিকাতার পুলিশ সেই অর্দ্ধমৃত চণ্ডীচরণকে সেই রাত্রেই তাঁহার বাসগ্রামের জেলার পুলিশের নিকট পাঠাইয়া দেয়, কিরূপে সেই জেলার পুলিশ তাঁহাকে তাঁহার বাসগ্রাম নিজ বাটীতে আবদ্ধ রাখে, তাহার ফলে সেই গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে ও অর্থের অভাবে সেই অর্দ্ধমৃত চণ্ডীচরণ কিরূপে ধীরে ধীরে পূর্ণ মৃত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় এই সকল সংবাদ খণ্ড খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি চণ্ডীচরণের হতভাগ্য পিতা শ্রীযুক্ত রাজকমল নাগ তাঁহার পুত্রের গভীর শোকময় উত্তর চরিত আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল। পাঠক দেখিবেন কি মর্ম্মান্তিক কাহিনী দেখিবেন, ব্রহ্মের জেলে দুই দিন নিরম্বু উপবাসের পর মগ ও মুসলমানের রান্না খাদ্য সেই হিন্দু সন্তানকে খাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। চণ্ডীচরণ মরিয়াছেন, তাহার আর কোন উপায় নাই, কিন্তু যাহার দোষে চণ্ডীচরণ অকালে মরিয়াছেন, বড়লাট ও ভারত সচিব উভয়ে যদি সেই দোষী ধরিবার জন্য একটি তদন্ত ব্যবস্থা করেন এবং সেই দোষী ধরা পড়িলে তাহার যথোচিত দণ্ড করেন, তাহা হইলেও কতকটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। পিতা রাজকমলবাবু পুত্র চণ্ডীচরণের মৃত্যুর চারি দিন

পূর্ব্বেকার অবস্থার একটা ফটোও আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহাও প্রকাশ করিলাম। বড়লাট ও ভারত সচিব উভয়ের নিকটেই রাজকমলবাবু তাঁহার পুত্রের এই মর্ম্মান্তিক কাহিনী আবেদন স্বরূপে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুশয্যায় শায়িত পুত্রের এই ফটোও পাঠাইয়াছেন, অদ্যাবধি তাহার কোন উত্তর পান নাই। তবে কি তাঁহারাও বিমুখ হইলেন?

বঙ্গবাসী

১৩ই মাঘ শনিবার, ১৩২৪।

পেটের দায়ে রেঙ্গুণে চাকুরী করিতে গিয়াছিলাম, অর্থাভাবে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণের পড়া বন্ধ হইলে ১৯১৩ সালে তাহাকেও চাকুরী করিতে রেঙ্গুণে আমার নিকট লইয়া যাই। চণ্ডী প্রথমতঃ রেঙ্গুণের এক মার্চ্চেণ্ট আঁফিসে ও তৎপর তথাকার একাউণ্টটেণ্ট জেনারেল অফিসে চাকুরী লাভ করে।

১৯১৪ সালে রেঙ্গুণে বেঙ্গল একাডেমী স্কুলের ইলেক্‌সন ব্যাপারে ঘটনাচক্রে চণ্ডী ও ইন্দ্রকুমার বসু নামক ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত তাহাদের আফিসের উচ্চ বেতনভোগী জনৈক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রথম মনোমালিন্যের সুত্রপাত হয়। উত্তরোত্তর ঐ মনোবাদ প্রবল হইতে চলিলে চণ্ডী উক্ত আফিসে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় হতাশ হইয়া, তাহা পরিত্যাগে স্থানান্তরে পড়িবার সঙ্কল্প করিয়াও বিফলমনোরথ হয়, অবশেষে রেঙ্গুণের কন্‌সারভেটর অব ফরেষ্ট পেগু স্নার্কেলে পুনরায় নুতন চাকুরীতে প্রবেশ করে।

১৯১৫ সালে আগষ্ট মাসে রেঙ্গুণ স্পার্কস ষ্ট্রীটস্থ দুর্গাবাড়ীর ট্রাষ্টি নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় বর্ণিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তৎকালে তিনি ও তদীয় দলস্থ কোন কোন ব্যক্তি চণ্ডী ও উক্ত ইন্দ্র বসুকেই তাহাদের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়াছিলেন এবং তদবধি তাহাদের কার্য্য ও ব্যবহার উভয়ের প্রতিকুলে প্রবল প্রতিহিংসা উদ্যাপন ব্যাপদেশে প্রভাবিত হইতে পরিলক্ষিত হইতেছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে একদিন সাদক আলি নামক রেঙ্গুণের জনৈক ডিটেক্‌টিভ পুলিশ সাবইন্‌স্পেক্টর আমার নিকট আইসে এবং "পুলিশ কমিশনারের তলব" এই বলিয়া আমাকে ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টের কলগুহণ নামক জনৈক ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টরের নিকটে নিয়া যায় ও তথায় আমার পারিবারিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসাচ্ছলে এক জবানবন্দী গৃহীত হয়। আমি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতাবিধায় সাদকআলি আমাকে বাঙ্গলা প্রশ্ন করিয়া তদুত্তর ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলে ও কল্‌গুহণ সাহেব লিখিয়া লন।

স্থানে স্থানে এই উত্তরের অনুবাদ ও লিপি আমার সাধারণ জ্ঞানকে বিচলিত ও ত্রাসিত করিল, যথা—জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম, "চণ্ডী রেঙ্গুণে কোথায় থাকে?" উত্তরে বলিলাম—"৬৫ নং লুইস ষ্ট্রীট মেসে", কিন্তু অনুবাদ অনুভব করিলাম,— "শুনিয়াছি, চণ্ডী লুইস ষ্ট্রীট মেসে থাকে বাড়ীর নম্বর জানিনা।" আর একটী প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম, "চণ্ডী আমাদের সাংসারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহার্থে বাড়ী যাইতে আমার সম্মতি চাহিয়াছিল।" কথাগুলি কি ভাবে বা মর্ম্মে অনুবাদ হইল, বুঝিলাম না; কিন্তু এই সঙ্গে Public Service একটা শব্দ অনুবাদ ও লিপি হইতে স্পষ্ট শুনিয়াছি, স্পষ্ট দেখিয়াছি। ঐ শব্দটী লিখিত ফর্ম্মের অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশে ছত্রের মধ্যভাগের ডান দিকে অবস্থিত।

প্রাণের হুতাশে কলগুহণ সাহেবকে বিনয় করিয়া উক্তির বহির্ভূত ঐ নকল জবানবন্দীগুলি সংশোধন করিতে হিন্দীতে বার বার অনুরোধ করিলাম, ফল হইল না, বরং তিনি তখন ক্ষণকাল লিখাগুলি পড়িয়া ভাবিয়া Pubiic Service শব্দটীর নিম্নে দুইটা রেখা টানিয়া বিশেষ চিহ্নিত করিলেন। আমার কোন দস্তখতও গৃহীত হইল না বা জবানবন্দীও পড়িয়া শুনান হইল না।

এই সময়ে চণ্ডী এবং ইন্দ্র বসুকেও দুই দিন উক্ত ডিপার্টমেণ্টে ঐরূপ লওয়া হইয়াছিল, চণ্ডীর মুখে শুনিয়াছি,— কলগুহণ সাহেব তাহাব জীবনেব ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসাচ্ছলে দ্রুত প্রশ্ন করিয়া উত্তর লিখিয়া যাইতেন, উত্তবের বিলম্ব হইলেও তাহার লেখনীর বিরাম হইত না, এবম্বিধ সন্দেহে চণ্ডী অগ্রসর হইয়া ঐ লেখা দেখিতে চাহিলে সাদক আলী চণ্ডীকে দূরে রাখিতে হট্টগোল করিত ; ফলতঃ চণ্ডী দূরেও থাকিত এবং কলগুহণ দ্বারা তিরস্কৃতও হইত। ঐ স্থলে ইন্দ্র বসুর সহিত উক্ত উভয ডিটেক্‌টিভ পুলিশ অফিসারের বিস্তর বাক্‌-বিতণ্ডা এবং গালাগালিও হইয়াছিল।

অক্টোবর মাসের ৫ই তারিখে চণ্ডী ও ইন্দ্র বসু তাহাদের আফিসে কার্য্য করিতে গেলে "পুলিশ কমিশনারের তলব" বলিয়া উভয়কে স্ব স্ব আফিস হইতে পুনরায় ডাকিয়া লয়। আর তাহারা ফিরিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আমি উৎকণ্ঠায় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও কোন সদুপদেশ লাভ করিলাম না।

নিজে ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ, অগত্যা বাংলাতেই দরখাস্ত লিখিয়া বিস্তব প্রয়াসে তাহাব এক ইংরাজী অনুবাদ সঙ্গে দিয়া ১৯শে অক্টোবর পুলিশ কমিশনাব সমীপে চণ্ডীর অপরাধ, অবস্থান ও স্বাস্থ্যাদি বিষয় জানিতে ও পুত্রেব সহিত সাক্ষাৎ কবাব অনুমতি পাইতে প্রার্থনা করিলাম। ২৬শে অক্টোবরের পত্রের উত্তরে আমাকে বলা হইল,—

"লিখিত বিষয়গুলির কোন উত্তর এবং দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না"। এই দারুণ জবাবে আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ক্রমে মাসের পর মাস বড় কষ্টে কাটাইতে লাগিলাম। এই সময়ে ব্রহ্মে লাট পরিবর্ত্তন ঘটে। সার ভাবিলাম, সদাশয় নূতন লাট স্যার হারকোর্ট বাটলার সমীপে দরখাস্ত করিলে অবশ্য সুফল ফলিবে।

১৯১৬ সালের ৬ই জানুয়ারী সদয় উত্তরের প্রার্থনায় আবার এক দরখাস্ত দ্বারা পুলিশ কমিশনারের দয়াভিখারী হইলাম, কিন্তু তাহার আর প্রাপ্তি স্বীকারও করা হইল না।

অগত্যা আমি অধীর হইয়া আমার পুত্রের বিরুদ্ধে সেই দুর্গা বাড়ীর নির্ব্বাচন ব্যাপারাদি সংস্রবিত শত্রুর সহযোগে ডিটেক্‌টিভ পুলিশের ষড়যন্ত্রভাব স্পষ্ট অসার দোষারোপে আমার ব্যক্তিগত ধারণার উল্লেখ-পূর্ব্বক ২০শে জানুয়ারী মহামান্য ব্রহ্মলাট বাহাদুর সমীপে চণ্ডী জীবিত আছে কিনা ইত্যাদি অবস্থা জানিবার প্রার্থনা করি।

৫ই ফেব্রুয়ারী আবার পুলিশ কমিশনারের নামকরণে সেই সাদকআলীর দ্বারা কলগুহণ সাহেবের নিকট নীত হই। তথায় ব্রহ্মলাট বাহাদুর সমীপে আমার প্রদত্ত দরখাস্তখানি বাহির করিয়া তল্লিখিত "ষড়যন্ত্র" শব্দটির তাৎপর্য্য কলগুহণ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমতঃ নানা ধমকেও আমি গতবারের ব্যবহারের ভয়ে তদুত্তর পুলিশ কমিশনার ব্যতীত তাঁহাদের নিকটে দিবনা জিদ করায় অবশেষে উক্ত অফিসের জনৈক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী একাউণ্টেবাবুকে ডাকিয়া আনা হয় এবং তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই নির্ব্বাচন ব্যাপারাদি শত্রুতার ও গত জবানবন্দীর অনুবাদ ও লিপিচাতুর্য্য প্রভৃতির উল্লেখ করি। এই সময় কলুগুহণ আমাকে বলিলেন,—"গত জবানবন্দীতে তুমিই বলিয়াছ, চণ্ডী তোমার নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও রাজদ্রোহী

স্থলের সহিত মিশিতে চায়"। কথাটী শুনিয়াই আমি রোমাঞ্চিত ও ত্রাসিত হইয়া বলিলাম, উহা আমার ইংরাজী অনভিজ্ঞতার সুযোগেই সম্পূর্ণ বানান কপট অনুবাদ মাত্র। তিনি বলিলেন,— "আগেকার কথা ছাড়িয়া দাও"। পরদিন (৬ই ফেব্রুয়ারী) এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক আমার পুর্ব্ব জবানবন্দীতে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ও পুত্রের অবস্থাদি জানিবার জন্য মহামান্য ব্রহ্মলাট বাহাদুরের দয়াভিখারী হই।

ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারীর চিঠি দ্বারাই ১৭ই ফেব্রুয়ারী সর্ব্বপ্রথম এইমাত্র জানিতে পারি, "চণ্ডী তখন রেঙ্গুণ জেলে আবদ্ধ, তথায় এক সময়ে তাহার জ্বর হইয়াছিল, এখন ক্রমে আরোগ্য হইতেছে ইত্যাদি, পুত্রের জন্য ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক, শীঘ্রই পুত্রের বিষয় খবর দেওয়া হইবে," অতঃপর ঐরূপ আর এক চিঠিতে ৮ই মার্চ্চ জানিলাম, "চণ্ডীকে রেঙ্গুণ সেন্‌ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দিয়া শীঘ্রই কলিকাতা পাঠান হইতেছে"।

১১ই মার্চ্চ সন্ধ্যার কিছু পুর্ব্বে সাদক আলী আসিয়া আমাকে বলিল, "চলুন, চণ্ডীকে এখনই আপনার সমক্ষে মুক্তি দেওয়া হইবে"। এই বলিয়া আমাকে সেন্‌ট্রাল জেলের সম্মুখে লইয়া যায়, তথায় একখানি ষ্ট্রেচারের মধ্যে শায়িতাবস্থায় এক মুমূর্ষু বিকট মূর্ত্তি জেল হইতে বাহির করিয়া আমার নিকট রাখা হয়। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহাকে আমার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও আমি প্রথমতঃ চিনিতে পারি নাই যে এই ব্যক্তিই আমার চণ্ডী। যেহেতু তাহার দেহ কঙ্কালসার, খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু কোটরাগত, সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু বসন্তের ন্যায় অসংখ্য কৃষ্ণ বর্ণ দাগ (ঐ সকল মশার কামড়ের চিহ্ন বলিয়া চণ্ডী আমাকে পরে বলিয়াছিল)। তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা না থাকায় সে

আমাকে চিনিতে পারিয়া কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া চোখের জলে গণ্ডস্থল সিক্ত করিতেছিল। বিশেষ নিরীক্ষণে চণ্ডীর শরীরে শৈশবের ২।১টি চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম, ঐ ব্যক্তিই এ হত-ভাগার পুত্র। তথায় কলগুহণ ও জেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাকে বলিলেন,— 'সরকার বাহাদুর তোমার পুত্রকে মুক্তি দিলেন, লইয়া যাও''; পুলিশের চেষ্টায় চারিজন কুলি সংগৃহীত হইল। তাহারা চারি টাকা পারিশ্রমিক আমার নিকট হইতে লইয়া ষ্ট্রেচারসহ শায়িত চণ্ডীকে কাঁধে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দেয়।

আসিবারকালে সাদক আলী আমাকে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিল,—"যদি কোন পুলিশ প্রহরী রাস্তায় আপনাদিগকে ধরে তবে ইহা দেখাইবেন।" কাগজখানি বাসায় আনিয়া পড়াইয়া দেখিলাম, উহা ইং ১৯১৬ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখের ৬৭নং জেল রেজিষ্টার রিলিজ ফরম। উহাতে লেখা আছে, চীফ সেক্রেটারী ৭ই মার্চ্চ চণ্ডীকে পুলিশের হাতে অর্পণ করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে আদেশ করেন। বুঝিলাম, গভর্ণমেণ্টের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় আদেশ সত্ত্বেও মরণোন্মুখ চণ্ডীকে কলঙ্কের ভয়ে নিজ দায়িত্বে রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া পুলিশ আমার নিকট অর্পণ করে। চণ্ডী আমার বাসায় পৌঁছিবার পর অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে সর্ব্ব প্রথম এইমাত্র বলিল,— "বাবা! লোকটী ট্রাষ্টী হইতে না পারিয়া ক্ষেদে পুলিশ হাত করিয়া আমার জীবন ধ্বংস করিয়া দিল।"

আমি দরিদ্র, তেমন মুমূর্ষু পুত্রকেও নিকটে রাখিয়া চিকিৎসা করাইতে অক্ষম ছিলাম। অগত্যা বন্ধু-বান্ধবগণের উপদেশানুসারে পরদিন প্রত্যুষে মটর এ্যাম্বুলেন্স কারে ছয় টাকা ভাড়া দিয়া চণ্ডীকে রেঙ্গুণ জেনারেল হস্পিটালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি করাই।

চণ্ডীর মুক্তির জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপুর্ব্বক যেভাবে তাহাকে পাওয়া গিয়াছে, তদ্‌ভাষাদি সম্বলিত একখানি দরখাস্ত দ্বারা ব্রহ্মলাট বাহাদুর সমীপে ১৭ই মার্চ্চ তারিখে প্রার্থনা করি, ভগবানের কৃপায় চণ্ডীর জীবণ রক্ষা হইলে, তাহার পুর্ব্বতন চাকুরী পাওয়ার বিহিতাদেশ হয়। ২৪শে মার্চ্চ উত্তরে আমাকে প্রথমতঃ বলা হইল, 'চণ্ডীর চাকুরীর পুনঃস্থায়িত্ব সম্বন্ধে আদেশ পরে প্রদত্ত হইবে" কিন্তু ৩১শে মার্চ্চ তারিখের চিঠিতে বলা হইল,—"তদন্তে জানা যায়, চণ্ডীর টেম্পরারী চাকুরী ছিল, এজন্য তাহাকে পুনঃ স্থায়িত্বের আদেশ দিতে না পারিয়া দুঃখিত।"

চণ্ডীকে মুক্তিদানের ২ সপ্তাহ পরে ইন্দ্র বসুকেও রেঙ্গুণ সেন্ট্রাল জেল হইতে পুলিশ বঙ্গদেশে তাহার নিজ বাটীতে পাঠাইয়া দিযাছে বলিয়া শুনিয়াছি! সে সাত আট বৎসর পুর্ব্ব হইতে রেঙ্গুণে চাকুরী করিতেছিল।

জেনারেল হস্পিটালে চণ্ডী বিচক্ষণ ডাক্তার বিয়ার্ডন সাহেবের চিকিৎসানৈপুণ্যে এবং আশৈশব পিতার সেই স্নেহ ক্রোড়ের সংস্পর্শ ও উপযুক্ত তদ্বিরলাভে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে আমাকে বলিয়াছিল:—

১৯১৫ সালের ৫ই অক্টোবর আমাকে ও ইন্দ্র বসুকে পুলিশ কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা মাত্র তিনি বলিলেন,— "You are interned under the Foreigners Ordinance Act 1914, pending sanction of the Local Government" সেই মুহুর্ত্তেই উভয়কে নিয়া টাউন লক আপে লইয়া আবদ্ধ করে। তথায় দিবারাত্রি অন্ধকারে নানাজাতীয় চোর বদ্‌মাইসাদির ভিতর থাকিবার জন্য কলগুহণ সাহেব নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। কাঠের বালিশ কাঠের তক্তায় শুইবার ব্যবস্থা হইল, খাদ্যাভাবে নানাকষ্টে ৫ দিন অতিবাহিত

হইলে আমাদিগকে রেঙ্গুণ সেণ্ট্রাল জেলে নিয়া যায়। যাইবার দিন কলগুহন সাহেব আমাকে বলিলেন,—"আমার কোন দোষ নাই, তোমার দেশের লোকই তোমার গলা কাটিয়াছে।" আমার স্বাভাবিক ওজন ১২০ পাউণ্ড মধ্যে সেণ্ট্রাল জেলে যাইয়াই ১১৪ পাউণ্ড হই। সেণ্ট্রাল জেলেও বহির্জগতের সমস্ত সম্বন্ধ বিলোপে অনন্ত উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিলাম, এই কারাবাসকালে জাতিরক্ষার জন্য নানা লাঞ্ছনা সহিয়া প্রথম দুই দিন নিরম্বু উপবাসী থাকিয়াও অবশেষে প্রাণের দায়ে জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বর্ম্মা মুসলমান বাবুর্চ্চির পাকান্ন ভক্ষণে বাধ্য হইযাছিলাম। ঐ সকল কয়েদীর খাদ্য অফুটন্ত, কঙ্করময় ডাইল, ভাত অর্দ্ধ সিদ্ধ আঁইসযুক্ত মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি বীভৎস অশ্রদ্ধেয় খাদ্যে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন যাইতে লাগিল। নানারূপ অস্বাস্থ্যকরভাবে অবস্থান তদুপরি প্রহরীর লাঞ্ছনা ও পীড়ন প্রভৃতি কষ্টে সময় সময় যেন আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া যাইত, আমি উন্মাদের ন্যায় হইযা পড়িতাম। এইরূপে ক্রমে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া দিল, তজ্জন্য ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে টাইফয়েড জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ি, তথায় অযত্নে ভুগিতে লাগিলাম, উত্তরোত্তর ব্যায়রাম বাড়িতে লাগিল, কখনও সজ্ঞানে কখনও অজ্ঞানে আমার দুঃখের দীর্ঘ দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি অতিবাহিত হইতে হইতে ক্রমে আসন্ন মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমাকে মুক্তিদানের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ওজনে ৮০ পাউণ্ড মাত্র হই, তারপরও সপ্তাহকাল জ্বরে ভুগিয়া জেল হইতে বাহির হই।" এই সকল করুণ কাহিনী বলিবারকালে প্রত্যেকটী কথার সহিত দরবিগলিত ধারায় নয়নাশ্রুতে চণ্ডীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইত, আমি তাহাকে বারণ করিয়া রাখিতাম।

ডাক্তার রিয়ার্ডন সাহেব ১৯১৬ সালের ২০শে এপ্রিল হইতে ১২ দিনের ছুটি নিয়া অন্য নূতন ডাক্তারকে তদীয় ওয়ার্ডের চার্জ্জ

দিয়া ১৯শে এপ্রিল হস্পিটাল ত্যাগ করেন, যাইবার দিন তাঁহার নিকট আমি চণ্ডীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—চণ্ডী হাসপাতাল হইতে এখনও মুক্তির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত রহিয়াছে তাহাকে আরও সংবৎসর কাল বিজ্ঞ মেডিকেল চিকিৎসকের উপদেশাধীনে চলিতে হইবে বিদায়ান্তে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসার উপযোগী ঔষধ পথ্যাদির উপদেশ-লিপি সহ অবস্থা বিবেচনায় হাসপাতাল হইতে চণ্ডীর মুক্তির ব্যবস্থা করিব।"

এই সময়েও চণ্ডীর জ্বর ছিল, হাত-পা ফুলা ছিল, এবং প্রত্যহ রাত্রিতে বুকে পীঠে ও মাজায় অসহ্য বেদনা বোধ করিত, তজ্জন্য প্রতি রাত্রিতেই তাহাকে স্বেদ দিবার ব্যবস্থা ছিল, রিয়ার্ডন সাহেব ছুটিতে যাওয়ার পর হইতে এই বেদনা উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

চণ্ডী জেনারেল হাসপাতালে আসিবার ১৫।২০ দিন পর হইতে আবার সাদক্ আলী প্রায়ই হাসপাতালে চণ্ডীর নিকট আসিত, আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "চণ্ডী কেমন আছে, দেখিতে আসি।" কিন্তু আমি অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, চণ্ডীর দৈহিক কিঞ্চিত উন্নতি দেখিয়া ডাক্তার রিয়ার্ডন ছুটিতে যাওয়ার সুযোগে পুলিশ ভিতরে ভিতরে আবার বড় ভীষণ নূতন ফন্দি অবলম্বন করিল,—

প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত হসস্পিটালে সাধারণের প্রবেশাধিকার, আমি প্রত্যহ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুত্রের সহিত দেখা করিতে যাইতাম। ২৪শে এপ্রিল অপরাহ্ন ৭টায় পুত্রের সহিত দেখা করিয়া স্বীয় কার্য্যাদি সমাপনান্তে রাত্রি ৯টার সময় বাসায় পৌঁছিয়া শুনিলাম,— সন্ধ্যার পরে জনৈক পরিচিত লোক আমার

বাসায় এইমাত্র বলিয়া গিয়াছে, "চণ্ডীকে আগামীকল্য ষ্টীমারে লইয়া যাইবে।" কে লইবে, কোথায় লইবে বা কেন লইবে, ইত্যাদি আর কিছুই বলে নাই। সুতরাং উহা একটি অলীক, অথচ অসম্ভব সংবাদ বলিয়াই ধারণা হইল তথাপি উৎকণ্ঠায় পরদিন প্রাতে হস্পিটালে যাইয়া জানিলাম, প্রত্যুষেই পুলিশ চণ্ডীকে লইয়াগিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই, সাদকআলী ও হস্পিটাল পোষাক পরিহিত চণ্ডী আমার বাসভবনের দ্বারে। আমি নিকটস্থ হওয়া মাত্র সাদকআলী বলিল,—"গভর্ণমেণ্টের আদেশে চণ্ডীকে বাটীতে ইনটার্ণ করার জন্য কলিকাতা পুলিশের নিকট পাঠান হইতেছে, এখনি ষ্টীমার ছাড়িবে, সত্বর তাহার পরিধেয় বস্ত্র দিন। "তাড়াতাড়ি একখানা ধুতি, একটি শার্ট ও একটি কোট মাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলাম, এবং তখনই দ্রুত তাহাকে জেঠিতে নিয়া গেল, আমিও তাড়াতাড়ি তাহাদের সহিত জেঠিতে, যাই। তথায় চণ্ডী আমাকে বলিল,—"হঠাৎ পুলিশ আসিয়া প্রত্যুষে আমাকে হস্পিটাল হইতে এই জেঠিতে নিয়া আসে ও পরে এখান হইতে আপনার নিকট নেয়; হসপিটাল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের পোসাক ফেরৎ চাহিলে পুলিশ শীঘ্রই পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হয় কেবল পোষাকের দায়েই আপনার সহিত দেখা হইল।" সেখানে পোষাক পরিবর্ত্তন করাইয়া সত্বরতা সহকারে চণ্ডীকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিল, এই বিদায় কালে কলগুহন সাহেবও এস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

তথায় দেখিলাম—শত শত ডেক প্যাসেঞ্জারের ভিড়ের ভিতর বসাইয়া, খাদ্য, পথ্য, ঔষধ, বিছানা, শুশ্রূষাকারী ও উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি বিহীনে ষ্টীমারের ৪ দিন ও রেলের ২ দিন মোট ছয়

দিনের কঠোর গন্তব্য পথের খরচের জন্য সর্ব্ব সাকুল্যে ১৷০ দেড় টাকা মাত্র পথের সম্বল ও জনৈক পুলিশ প্রহরী সঙ্গে দিয়া অভাগার রুগ্ন পুত্রটীকে ষ্টীমারে পাঠাইয়া দিল। সময়োচিত সংবাদের অভাবে আমিও তাহার জন্য কিছুমাত্র সুবন্দোবস্ত করিতে পরিলাম না। আমি রেঙ্গুণে পড়িয়া রহিলাম।

তদানীন্তন অবস্থাদি ২৮শে এপ্রিল তারিখে দরখাস্ত দ্বারা ব্রহ্মলাট বাহাদুরের সমীপে নিবেদন করিলাম,—আরও জানাইলাম, আমার বসতিপল্লী অস্বাস্থ্যকর, তথায় সুচিকিৎসকের অভাব, ফলে আমি দবিদ্র, বিশেষতঃ এযাবত চণ্ডীব চিকিৎসাদি খরচে আরও দুর্দ্দশায় পরিণত হইযাছি, অতএব চণ্ডীব সুচিকিংসাব সুবন্দোবস্ত বিষয়ে বেঙ্গল পুলিশের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার বিহিতাদেশ প্রদত্ত হউক, অন্যথায় তাহার জীবন রক্ষা হইবে না। এই আবেদনেব আব কোন উত্তর পাইলাম না। কোন প্রতীকারও হইল না।

এই অভূতপূর্ব্ব নিদারুণ ঘটনায় পুলিশের ভয়ে লোকে এতই ভীত হইয়াছিল যে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও আমি ইংবাজীতে দরখাস্ত লিখাইতে বিষম বেগ পাইযাছি, সময়ে অকৃতকার্য্যও হইয়াছি অনেকে আমাকে নিকটে যাইতে দেখিলে এমন কি বাস্তায় পথে আমার সহিত কথা বলিতেও ভীত হইত।

চণ্ডী আমাকে জানাইয়াছিল - সঙ্গে আহার্য্য না থাকায় আমি ষ্টীমাবে যাত্রীদেব নিকট খাদ্য ভিক্ষা কবিয়াছিলাম, কেহ কেহ দয়া করিয়া আমাকে বহু খাদ্যের অংশ দিয়াছিল, অনেকেই আমার রক্ষী পুলিশ প্রহরী দেখিয়া ভয়ে প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়াছিল। রোগের ও ক্ষুধার যাতনায় ৪ দিন ডেকের উপর অনাবৃত দেহে শুইয়া বসিয়া অশেষ কষ্টে কলিকাতা পৌঁছিবামাত্র অত্রত্য পুলিশ আমাকে লালবাজার থানায়

লইয়া যায়, তথায় জনৈক পুলিশ অফিসার অসিয়া বলিলেন, অদ্যই আমাকে কুমিল্লার D. S. P.র নিকটে রওনা হইয়া যাইতে হইবে। সেই রাত্রেই জনৈক পুলিশ সঙ্গে দিয়া আমাকে রেলযোগে (পথিপার্শ্বে বসতবাটী হইতেও ৩০ মাইল দুরবর্ত্তী) কুমিল্লা লইয়া যায়, তথায় D. S. P. সাহেব আমার এক অনতিদীর্ঘ জবানবন্দী লিখিয়া নেয় এবং পুনঃ পুলিশ সঙ্গে দিয়া আমাকে নিজ বাড়ীতে দরিদ্র অসমর্থ আত্মীয়গণের নিকট আনিয়া ফেলিয়া রাখে। রেঙ্গুণ ত্যাগের পর কুমিল্লা পৌঁছিয়াই প্রথম অন্নাহার করিতে পারিয়াছিলাম, এই সুদীর্ঘ পথকষ্টে রুগ্ন শরীরের উপর অকথ্য অত্যাচার হইয়া অভদ্রপ্রায় বাটী পৌঁছিয়াই শয্যাশায়ী হইয়াছি। স্থানীয় পুলিশ বলিয়া দিয়াছে, বাটী হইতে কোথাও যাইতে হইলে, অগ্রে তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। গ্রামের দফাদার প্রায়ই আসিয়া আমাকে দেখিয়া যায়, সে সপ্তাহে সপ্তাহে আমার জন্য থানায় রিপোর্ট পাঠাইতে বাধ্য। সময় সময় স্থানীয় পুলিশ অফিসারগণও দেখাকরিবারচ্ছলে আসিয়া আমার তত্ত্ব লইয়া যায়"।

চণ্ডী আর রোগমুক্ত হইতে পারিল না। ক্রমে তাহার জীবন লীলার অবসান হইতে চলিল। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ও পারিবারিক অস্বচ্ছলতাদি নিবন্ধন ১৯১৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে চণ্ডী স্বীয় অবস্থাদি নিবেদনক্রমে ব্রহ্ম ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সমীপে দরখাস্ত দ্বারা জীবনের আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রার্থনা করিল—"সরকার বাহাদুরের সাহায্যে সম্মুখীন চিকিৎসার ও কোন পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া না দিলে যক্ষারোগে শীঘ্রই আমার জীবনের খেলা সমাধা হইবে।" উত্তরে উভয় গভর্ণমেণ্টই সাহায্য দানে অপারক জানাইলেন, অধিকন্তু বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট অক্ষম অচল চণ্ডীকে ২১শে অক্টোবরের পত্রে লিখিয়া দিলেন—সে স্বাধীন যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারে।"

এরূপ ভূর্ণাবয়ব হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ উদীয়মান যুবক চণ্ডীর অত্যাচারোৎপন্ন রুগ্ন দেহ, অনন্ত অত্যাচারে, অভাবে, অস্বাস্থ্যবাসে, অচিকিৎসায় পুলিশের হেপাজাতে ও নজরবন্দীতে রেঙ্গুণে ৭ মাস নিজ বাটীতে ৯ মাস রাখিবার পর ২৩ বৎসর বয়সে, সেই রেঙ্গুণ জেলের উৎপন্ন জ্বর ও যক্ষ্মাদি রোগে ১৯১৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে অসহায় পরিজনের ও নিদ্রোত্থিত শিশু সন্তানগণের মর্ম্মবিদারক গগনভেদী আর্ত্তনাদের সহিত মিশিয়া এই অভাগার গৃহ-বুক শূন্য করিয়া চিরশান্তিময়ের ক্রোড়ে মহাপ্রস্থান করিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রায় পনর দিন পূর্ব্ব হইতেই চণ্ডী অজ্ঞান ও সময়ে সময়ে ভীষণ উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। আমি শোকে দুঃখে ও বার্দ্ধক্যতায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছি। এই উপায়হীন পরিবারের জীবনধারণোপযোগী একটি মাসিক বৃত্তি সাহায্য পাওয়ার জন্য মহামান্য ভাইসরয় সমীপে অবস্থাদি নিবেদন পূর্ব্বক ১৯১৭ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে একখানি আবেদনপত্র ও গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুনঃস্মৃতির জন্য আর একখানি আবেদনপত্রও প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্যাপি কোন উত্তর পাইলাম না।

এই শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে গত ২৫শে মে তারিখে নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় কতিপয় বিবরণ প্রকাশিত হইলে, পুলিশের নির্দ্দোষিতা প্রদর্শনার্থে গত ৯ই জুন তারিখে বাদসাদ দিয়া ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের ও ১৪ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সরকার হইতে ক্রমে দুইখানি প্রেসনোট প্রচারিত হয়।

ঐ ঘোষণাপত্রে কতকগুলি অভিনব তথ্যও প্রকাশ হইয়া পড়ে, যথা "১৯১৫ সালের ৭ই অক্টোবর ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট চণ্ডীর চরিত্র ও

আচারাদির তদন্ত সাপেক্ষ তাহাকে সেণ্ট্রাল জেলে আটক রাখিবার হুকুম দেন। জেলে চণ্ডীর ওজন কমিয়া যায়, তাহার যক্ষ্মা রোগের সন্দেহ হয়; তদন্ত সমাধা হইলে অবস্থা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে জানান হয়, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট চণ্ডীকে কলিকাতা পাঠাইতে বলেন, কিন্তু পথে মারা যাইবার ভয়ে সে সময় পাঠান স্থগিত থাকে। ২৫শে এপ্রিলের ষ্টীমারে চণ্ডীকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিতে জেনারেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ২০শে এপ্রিল তারিখের রিপোর্টে পুলীশ কমিশনারকে অনুরোধ করেন। লোকাল গভর্ণমেণ্টের বিহিত ব্যবস্থানুযায়ী চণ্ডীকে ষ্টীমারে পাঠান হইয়াছিল। আরও জানা যায়, পুলীশ রেকর্ডে পিতার জবানবন্দী পুত্রের প্রতিকূলে ধর্ত্তব্য কিছু ছিল না; পুত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমাকে দেওয়া হইয়াছে। হাসপাতাল হইতে লওয়ার কথা কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাকে জানান হইয়াছে ও প্রস্তুত থাকিতে বলা হইয়াছিল, ষ্টীমারে যাইবার পথে পুত্রকে আমার নিকট লওয়া হইয়াছিল ইত্যাদি।"

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্রে জানা যায়,—"চণ্ডী কলিকাতা পৌঁছিলে তাহার সম্বন্ধে আর কোন কঠোর ব্যবস্থা হয় নাই। সেই রাত্রেই সে বাড়ী রওনা হইয়া যায়, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যাইতে পারিত ইত্যাদি।"

প্রকৃত ঘটনার, পুলীশের কার্য্যের এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবগতির ও এই সকল প্রেসনোটের সামঞ্জস্য, ভাষা, ভঙ্গী, ভাব দৃঢ়তা ও গুরুত্বের বিচারভার সেই চক্ষুষ্মান্ দুনিয়ার মালিক ও জগতের পুত্রবান্ ব্যক্তি মাত্রের উপর ন্যস্ত রহিল। আমি কিন্তু এ কপট হত্যাচিত্রের যেদিকে চাহি, সেই দিকেই ভীষণ নিষ্ঠুরতা, পাশবিক অত্যাচার,

উৎকট ষড়যন্ত্র এবং ব্যক্তি বিশেষের কলমের জিদ ও কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা সুষ্পষ্ট দেখিতেছি।

গত ১৯শে নবেম্বর মহামান্য ভারতসচিব সমীপেও একখানি দরখাস্ত করিয়াছি, কোন উত্তর এ যাবৎ পাই নাই।

চণ্ডী আমার কি অমূল্য স্বর্গীয় রত্ন ছিল, কি অনুপম রূপ গুণের আধার ছিল, যে তাহাকে কখনও না দেখিয়াছে সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না সর্ব্বাবস্থায় সম্পূর্ণ জড় পদার্থের ন্যায় দেশের প্রকৃত আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা হইতে দূরে রাখিয়া কৌশলে রাজদ্রোহিতা বীজের টীকা দিয়া সম্মুখের উন্নতির উজ্জ্বল জ্যোতি ঢাকিয়া ফেলিয়া জাতি ধর্ম্ম সম্মানাদি বিনাশক্রমে, ইহসংসার হইতে বাধ্য করিয়া প্রাণের নিরীহ সুন্দর চণ্ডীকে অকালে চির বিদায় গ্রহণ করান হইল। আমার বড় আশায়, বড় সুখের সাধের ক্ষুদ্র রাজত্বের সহিত একটী জনবহুল পরিবারকে সমূলে ধ্বংস করা হইল।

শ্রীরাজকমল নাগ।
পোঃ মেহার, গ্রাম উপলতা, জেলা ত্রিপুরা।
২১শে জানুয়ারী ১৯১৮।

No. R.

From

T. Sloan, Esq.

Under Secretary to the Government of India

To

Babu Rajkamal Nag.

Village Upalata, P. O. Mehar,

Hajiganj, Tipperah.

Home Department

Delhi the 25 January, 1918

Sir,

I am directed to acknowledge your Letter dated the 19th Nov., '17. addressed to the Secretary of State for India on the subject of the action taken against Chandi Charan Nag and to say 'that the Right Hon'ble E. S. Montagu is unable, during his visit to India, to consider any matters other than those connected with constitutional reforms on which he is conferring with the Government of India and local Governments.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

S/d. T. Sloan

Under Secretary to the Government of India

From :

Rajkamal Nag,
Village—Upalata, P. O. Mehar.
P. S. Hajigonj, Dist Tippera.

To

T. Sloan, Esq.

Under Secretary to the Government of India.
Upalata—18th February, 1918.

Sir,

In reply to your letter dated the 25th January 1918 on the subject of the action taken against my son Chandi Charan Nag, I beg to state that if the Right Honourable E. S. Montagu is enable during his visit to India to consider this matter, my application dated the 19th November, 1917, may be forwarded to the Secretary of State for India in Council in England for necessary action.

I have the honourto be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd./ Rajkamal Nag.

HOME DEPARTMENT.

(Public)

Delhi the 26th Feb. 1918

OFFICE MEMORANDUM.

To

Babu Rajkamal Nag,

Village Upalata, P. O. Meher

Tipperah Dist., Bengal.

With reference to his letter dated the 18th Feb., 1918, the petition dated the 19th November 1917 received from Babu Rajkamal Nag is returned and he is informed that in accordance with rule III of the rules regarding the submission of memorials to the Right Hon'ble the Secretary of State for India, every such memorial must be forwarded through the Local Government. Attention is also invited to rules XI and XII of these rules which enumerate the cases in which the local Government and the Government of India are vested with discretionary power to withhold memorials addressed to His Majesty or to the Secretary of State.

S/d T. Sloan

Under Secretary to the Government of India.

বিগত ১৯.১১।১৭ইং তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যোগে মহামান্য ভারতসচিব সমীপে যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কি ব্যবস্থা হইল, এত দিনেও জানিতে না পারায়, ৮।৩।১৮ ইং তারিখে সকাউন্সিল মাননীয় বেঙ্গল গবর্ণর সমীপে তজ্জন্য এক রিমাইণ্ডার প্রেরণ করি।

GOVERNMENT OF BENGAL

POLITICAL DEPARTMENT

Special Intelligence Branch

No. 4425 X.

MEMORANDUM

CALCUTTA
The 21st March, 1918

With reference to his letter dated the 8th March, 1918 Babu Rajkamal Nag is informed that his memorial dated the 19th November, 1917 has been forwarded to the Government of India for transmission to the Secretary of State for India.

By order of the Governor in Council.

S/d.

Addl. Under Secretary to the Government of Bengal.
16th March, 1918

GOVERNMENT OF BENGAL.

POLITICAL DEPARTMENT.

Special Intelligence Branch.

No. 4953X.

MEMORANDUM

The 30th March, 1918.

With reference to his memorial dated the 19th November, 1917 forwarded to this Government for transmission to the Secretary of State through the Government of India regarding the case of his son, Babu Rajkamal Nag is informed that the Government of India have communicated the following reply to the petition referred to above.

"The Government of India have caused careful enquires to be made into the case and have arrived at the conclusion that there were sufficient reasons for the action taken by the Government of Burma in arresting Chandi Charan Nag. Further, they are satisfied that during the period he was under arrest and in hospital in Rangoon, he was treated with medical skill and humanity. In these circumstances much as they sympathise with the petitioner in the bereavement caused by the death of his son, they are unable to find that the latter was in any way due to his son's confinement in

Burma or to his subsequent journey to his home in Bengal. They are therefore unable to entertain the petitioner's request for the grant of an allowance.

The petitioner's memorial to the Secretary of State cannot be communicated to Mr. Montagu in India as, in accordance with the orders already published, he is unable during his short stay in this country to deal with any matters which are not connected with the subject of reforms, but that the Government of India are forwarding the memorial for the information of the India Office.

Enclosed herewith are copies of the communiques issued in the matter by the Government of Burma and Bengal for his perusal.

Sd/-

Addl. Under-Secy. to the Govt. of Bengal.

To,

Babu RAJKAMAL NAG
Upalata, P.S. Hajiganj,
District. Tippera.

CHIEF SECRETARY'S OFFICE MAYMYO

Press Note, dated the 9th June, 1917.

The local Government has seen in "New India" of the 25th May 1917 an article entitled "A Tragedy" relating to one Chandi Charan Nag, a native of Upalata in Bengal, who was confined in the Rangoon Central Jail and afterwards died at his home in Bengal. The local Government thinks it desirable to issue the following statement of the facts :—

Chandi Charan Nag was arrested at Rangoon on the 5th October 1915, and on the 7th October the local Government made an order under the Ingress into India Ordinance 1914, directing his detention in the Rangoon Central Jail. This order was made as it was considered necessary to keep Chandi Charan Nag in confinement while enquiry was being made into his character and antecedents. In January 1916 the local Government, having received a petition from Chandi Charan Nag's father asking for information, regarding his son's condition, called for a report on Chandi Charan Nag's state of health. The Superintendent of the Jail reported on the 2nd February 1916 that Chandi Charan Nag had been under treatment in the Jail Hospital and had lost weight, but was then convalescent, and unless some unforeseen circumstances should arise, likely to make a good recovery The local Government informed Chandi Charan Nag's father of this and told him that his son's release could not be ordered at that

time but that a further communication would be made to him shortly. Meanwhile, the enquiry into Chandi Charan Nag's antecedents had been completed and the facts were reported to the Government of Bengal, who were asked whether Chandi Charan Nag might be allowed to proceed to his native place as it was not considered desirable to allow him to remain at liberty at Burma. On the 24th February the Superindendent of the Jail at Rangoon reported that Chandi Charan Nag was progressing less favourably, and that tubercular consumption was suspected. The local Government telegraphed this information to the Government of Bengal, and on the 3rd March received a reply that Chandi Charan Nag might be sent to Calcutta. An order directing Chandi Charan Nag's release from Jail and despatch to his home in Bengal was then issued and his father was informed. But the Superintendent of the Jail at Rangoon then reported that Chandi Charan Nag's health had still further deteriorated, so as to render him unfit to travel to India, and then recommended that he be released in Rangoon and admitted to the Rangoon General Hospital. On the same day the order directing Chandi Charan Nag's despatch to Calcutta was suspended and he was released from Jail and made over to his father, by whom he was taken to the Rangoon General Hospital for treatment. On the 20th April the Commissioner of Police, Rangoon, having received a report from the Medical Superintendent of the General Hospital that Chandi Charan Nag was fit to travel, recommended that he should be sent to his

home by the steamer leaving Rangoon for Calcutta on the 25th April. And this arrangement was sanctioned by the local Government and carried into effect. It appears that Chandi Chara, Nag died about nine months later.

উপরোক্ত পূর্ণ প্রেস নোট পূর্ব্বেই স্থানান্তরে "রেঙ্গুন গেজেট" নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে ঐ প্রেসনোটের শেষাংশ বাদ রাখিয়া প্রেরণ করা হয়। সহৃদয় পাঠকগণকে তাহা মিলাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

DRAFT COMMUNIQUE

A Communique issued by the Government of Burma on the 11th June 1917, narrated the facts regarding certain allegations made in "New India" of the 25th May 1917 about the case of one Chandi Charan Nag up to the time of his departure for Calcutta.

As regards his subsequent treatment, the allegations made by the aforesaid paper with which the Government of Bengal are concerned are that, after the man's arrival in Calcutta, (i) the police hustled him out of hospital before he was well, (ii) and further sent him to his village which was unhealthy, (iii) finally when in September, six months afterwards, he begged for an allowance for medical treatment and to be moved to a healthier spot, the aplication was refused

With reference to these statements it is as well that it should be known that no restrictive action was either contemplated or taken by the Government of Bengal against Chandi Charan Nag, after his arrival in Calcutta. He arrived from Rangoon on the 28th April 1916 and left the same evening for his home in Tipperah He was not hustled out of hospital before he was well, and he was at liberty to go where he pleased.

The only representation thereafter received from him was dated the 29th September. In this he asked for pecuniary assistance and for a change to some hill station. As no orders had been made against him, he was informed that Government were unable to grant him any pecuniary assistance, but that he was free to stay where he pleased.

Allegations of harsh treatment after his arrival in Bengal are therefore unfounded.

—:(✿):—

চণ্ডীচরণের নিদারুণ ঘটনার উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় কাহিনীতে এক দিকে পরাধীন অভাগা পিতাপুত্রের সম সাময়িক করুণ আবেদনে, অপর দিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর চিঠি ও প্রচার পত্রাদির চাতুর্য্যে যে মানবীয় সভ্যতার নগ্ন চিত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সহৃদয় পাঠক পাঠিকার সদয় প্রনিধান, জন্য তাহার সারাংশ পুনরুল্লেখ করিতেছি।

প্রথমে রেঙ্গুন A. G. আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডের সহিত মনো-মালিন্যের কাহিনী, বেঙ্গল ক্লাব ও বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাবের হিতৈষী কতিপয় মেম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আফিসের কাজে চণ্ডী ও ইন্দ্র বসুর দোষোৎঘাটনে অস্বাভাবিক তৎপরতা, বেঙ্গল একাডেমী স্কুলের ইলেক্‌সনে অনুকূল ভোট না পাওয়া, শিবপুর ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজে চণ্ডীর ভর্ত্তির অন্তরায়, অবশেষে দুর্গা বাড়ীর ট্রাষ্টি নির্ব্বাচনে পরাজয়ের প্লানি প্রভৃতি ঘাত প্রতিঘাতাহত বিষধর সর্পের ন্যায় ক্ষিপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পক্ষের প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু দলে যোগ দিলেন পুলিশের সাদক আলী ও কলগোহন সাহেব।

তাহাদের রূপ প্রকট হইয়াছিল তখন, যখন পুলিশ কমিশনারের তলবচ্ছলে নীত পিতাপুত্রের জবানবন্দী গ্রহণের অভিনয়ে ঐন্দ্রজালিক মসীচিত্রে সুকৌশলে কাল্পনিক রাজদ্রোহিতার সমাবেশ করিয়াছিল; যদিও তৎকালে রেঙ্গুনে বা সারা ব্রহ্মদেশের কুত্রাপি কোন রাজ-বিপ্লবীর দল বা কার্য্যের অস্তিত্ব ছিল না। রাজশক্তির অপব্যবহার সুরু হইল; কি ভীষণ ষড়যন্ত্র? কি ভীষণ কল্পনা? পিতার দ্বারা পুত্রের সর্ব্বনাশের কি ভীষণ কৌশল?

সুরম্য হর্ম্ম্যতলে আরাম কেদারায় সমাসীন রেঙ্গুনের পুলিশ কমিশনার বৃদ্ধ টব্‌লেটন্ সাহেব পুলিশ মসীচিত্রে রাজদ্রোহিতার ছবি দেখিয়া বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইলেন। নিজে কোনরূপ তদন্ত বা পরীক্ষা বা পিতা কি পুত্রকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। আফিসে কার্য্যরত সুস্থ সবল যুবককে ৫।১০।১৫ ইং তারিখে ডাকিয়া লইয়া একেবারে গারেব।

ইহার পর চণ্ডীকে হাজতে পুরিয়া তালাবন্ধ। সংকীর্ণ অন্ধকার ঘরে চোর বদমায়েসাদির সহিত কাঠের তক্তায় কাঠের বালিশে শয্যার ব্যবস্থা। খাদ্যাভাবে ৫ দিন হাজত বাস। তারপর জেলে

বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হইয়া কয়েদীর ভোজ্য অস্ফুটন্ত, কঙ্করময় ডাল ভাতাদি বীভৎস খাদ্যে, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে অবস্থান, তাহার উপব মশা, ছাবপোকাব দংশনে জর্জ্জবিত, প্রহরীর লাঞ্ছনা পীড়ন প্রভৃতি অনন্ত অত্যাচারে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিল ইং ১৯১৫ ডিসেম্বব হইতে চণ্ডী টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী হয়। দিনের পব দিন মাসের পর মাস অযত্নে অচিকিৎসায় ব্যায়রাম বৃদ্ধি পাইল। ১২০ পাউণ্ড ওজনেব চণ্ডী ৮০ পাউণ্ডে পরিণত হইলে, তখন মৃতকল্প পুত্রকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের জন্য ইং ১১।৩।১৬ তারিখে পিতার নিকট অর্পণ কবা হয়।

অতঃপব দেড়মাস যাবত পিতার স্নেহক্রোড় সংস্পর্শে ও সযত্ন চিকিৎসায হাসপাতালে পুত্রেব দৈহিক উন্নতি দেখিয়া, আবার ভীষণ ব্যবস্থা কবিল। ব্রহ্ম ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টেব কর্ম্মচারীগণ যুক্তিক্রমে ২৫।৪।১৬ ইং চিকিৎসাব পথ রুদ্ধ কবিযা, রুগ্ন চণ্ডীকে হাসপাতাল হইতে টানিয়া বাহির করিযা আনে। ঔষধ, পথ্য খাদ্য, বিছানাদি ব্যতীত ষ্টীমাবের ডেকে ৪ দিন ও কলিকাতা হইতে কুমিল্লা পর্য্যন্ত রেলে ও ষ্টীমারে দুই দিন ঘুরাইয়া, অবশেষে ডাক্তার নার্স, ঔষধাদি বিহীন বঙ্গদেশের উপলতা গ্রামের নিজ বাটীতে বেঙ্গল পুলিশের নজর বন্দীতে দরিদ্র পরিজনের নিকট জ্বর ও যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত অচল অক্ষম চণ্ডীকে ফেলিয়া রাখে। এখান হইতে মুমূর্ষু যুবকের চিকিৎসার সাহায্যেব জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে অন্তিম আবেদনও অগ্রাহ্য হইল। এসব কি চণ্ডীব জীবন ধ্বংসের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা নয়?

এবারে উল্লেখ করিব কর্ত্তৃপক্ষের চিঠিপত্রের মর্ম্ম। চণ্ডীকে গায়েব করার পর ২৬।১০।১৫ ইং পুলিশ কমিশনার অফিস হইতে এক পত্রে জানান হইল, "পুত্রের কোন খবর বা দেখা সাক্ষাতের অনুমতি পিতাকে দেওযা যায না।" অবশেষে চীফ্ সেক্রেটারীর আফিস

হইতে প্রায় সাড়ে চারি মাস পরে সর্ব্বপ্রথম ইং ১৬।২।১৬ এক পত্রে পিতাকে জানান হইল, "চণ্ডী রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ, একদা তাহার জ্বর হইয়া এখন আরোগ্যোন্মুখী, চিন্তার কারণ নাই।" রেঙ্গুনে চীফ্ সেক্রেটারী ও পুলিশ কমিশনারের আফিস্ ও সেণ্ট্রাল জেল এবং পিতার বাসস্থান বড়জোর দেড় মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

আবার চীফ্ সেক্রেটরীর আফিস্ হইতে ৭।৩।১৬ ইং পত্রে পিতাকে জানান হইল, চণ্ডীকে সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দিয়া শীঘ্রই কলিকাতায় পাঠান হইতেছে।" ইং ১১।৩।১৬ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ষ্ট্রেচারে শায়িত মুমূর্ষু, কঙ্কালসার, বিকটমূর্ত্তি পুত্রকে "মুক্তি দেওয়া হইল বলিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পুলিশ পিতার নিকট অর্পণ করে। মৃতকল্প পুত্রকে চিকিৎসার জন্য পরদিন পিতাই জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করায়। ইং ২৪।৩।১৬ ও ইং ৩১।৩।১৬ দুই পত্রে চীফ্ সেক্রেটরীর আফিস্ হইতে পিতাকে জানান হইল, "তদন্তে জানা যায় চণ্ডীর অস্থায়ী চাকুরী ছিল, এজন্য তাহাকে পুনর্নিয়োগের আদেশ দানে অক্ষমতার জন্য গভর্ণমেণ্ট দুঃখিত।"

ইং ২৫।৪।১৬ পুলিশ রুগ্ন চণ্ডীর চিকিৎসা বন্ধ করিয়া হঠাৎ হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া নেয়। ৬ দিন পর্য্যন্ত নানাস্থান ঘুরাইয়া অবশেষে বঙ্গদেশে নিজ বাটী উপলতা গ্রামে দরিদ্র পরিজনের নিকট পুলিশের নজর বন্দীতে রাখিয়া দেয়। রেঙ্গুন জেলের অত্যাচারোৎপন্ন জ্বর যক্ষ্মাদি রোগে মরনোন্মুখ অসহায় চণ্ডীর অন্তিম আবেদনের উত্তরে ইং ১।১০।১৬ ও ইং ২৭।১০।১৬ বেঙ্গল ও বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট জানাইলেন "তাঁহারা চিকিৎসার কোনরূপ সাহায্য করিবেন না"; অধিকন্তু বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তখন চণ্ডীকে জানাইলেন, "সে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারে।" ক্রমে অক্ষম অসহায়

যুবকের এজীবন নাটকের যবনিকা পড়িয়া গেল। ইং ২৯।১।১৭ চণ্ডী মহাপ্রস্থান করিয়া বৃটিশ রাজত্বের সকল জ্বালার হাত এড়াইল।

এবার বলিব গভর্ণমেণ্টের প্রচার পত্রাদির কৌশল। ইং ২৫।৫।১৭ মাদ্রাজের নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় "A Tragedy" শীর্ষক প্রবন্ধে চণ্ডীর নিদারুণ কাহিনী প্রকাশ হইলে, ইং ৯।৬।১৭ বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের এক প্রচার পত্রে (ইং ১২।৬।১৭ রেঙ্গুন গেজেটে) প্রকাশ হয় এক অভিনব তথ্য।

চণ্ডীচরণের চরিত্রের তদন্ত সাপেক্ষে তাহাকে রেঙ্গুন জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। রোগে তাহার দৈহিক ওজন কমিয়া যায়। ইং ১৯১৬ ফেব্রুয়ারী মাসে তদন্ত কার্য্য শেষ হইলে, চণ্ডীকে স্বাধীনভাবে বর্ম্মার থাকিতে দিতে গভর্ণমেণ্ট অনিচ্ছুক হয়েন। ইতিমধ্যে চণ্ডীর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ও যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এসকল বিষয় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সহিত যুক্তি পরামর্শ হয়। ইং ৩।৩।১৬ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট চণ্ডীকে কলিকাতা পাঠাইবার জন্য বলেন। তদনুযায়ী চণ্ডীকে জেল হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার অর্ডার দেওয়া হয়। কিন্তু চণ্ডীর অবস্থা তখন এত খারাপ যে, সে ষ্টীমারে যাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। ঐ অর্ডার স্থগিত রাখিয়া চণ্ডীকে পিতার হাতে অর্পণ করা হয়। পরে চণ্ডী ষ্টীমারে যাইবার উপযুক্ত হইলে, পুলিশ কমিশনারের অনুরোধে তাহাকে নিজ বাটীতে পাঠাইবার জন্য বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে ইং ২৫।৪।১৬ কলিকাতাগামী ষ্টীমারে পাঠান হয়।

এই ঘোষণা বা প্রচারপত্রের আকর্ষনীয় সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি এই :—

১। চণ্ডীকে আবদ্ধের কারণ।

২। চণ্ডীর চরিত্রাদির তদন্ত ফল।

৩। ব্রহ্মদেশে চণ্ডীকে স্বাধীনভাবে থাকিতে দেওয়ার অনিচ্ছা।

৪। ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুযায়ী চণ্ডীকে কলিকাতা পাঠান।

৫। নয় মাস পরে চণ্ডীর মৃত্যু।

৬। পুলিশ রেকর্ডে পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার জবানবন্দীব বিকৃত অনুবাদে ধর্ত্তব্য কিছুই না থাকা।

৭। পুত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য পিতাকে দেওয়া।

৮। মেডিকেল সুপারিণ্টেডেণ্টের সম্মতি মতে চণ্ডীকে হাসপাতাল হইতে নেওয়া।

৯। পুত্রকে নেওয়াব খবর অনেক পুর্ব্বেই পিতাকে জানাইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলা।

১০। ষ্টীমারে যাইবাব পথে পুত্রকে পিতার নিকট নেওয়া।

উপরোক্ত কুট কপট বিষয়গুলির ধারাবাহিক রূপ এই ঃ—

১ম— প্রতিহিংসাপবাযণ শত্রুপক্ষে যোগদানকাবী পুলিশের দ্বাবা পিতা পুত্রের কর্ত্তব্যের বিরূপচিত্রে কর্তৃপক্ষেব আস্থা।

২য়— পাঁচমাস যাবৎ চণ্ডীব চবিত্রাদিব তদন্তে পর্ব্বতের মুষিক প্রসববৎ ধর্ত্তব্যেব কি প্রকাশের উপযোগী কিছুই মিলে নাই।

৩য়— পুলিশের দোষ চাপা দেওয়া ও উপরওয়ালাব কলমেব জেদ বহাল রাখার একমাত্র কৌশল চণ্ডীকে ব্রহ্মদেশে থাকিতে না দেওয়া।

৪র্থ— মহাসমুদ্রে কালবৈশাখী কালে সুদীর্ঘ পথে একটি হাসপাতালের রোগীকে ঔষধ, পথ্য, খাদ্য বিছানাদি ব্যতীত দেড় টাকা মাত্র সঙ্গে দিয়া পুলিশ প্রহরায় চারিদিন ডেকে বসাইয়া কলিকাতায় প্রেরণ

৫ম— দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগী হঠাৎ মরেনা। দিনেব পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ভুগিয়া তিলে তিলে মৃত্যুব সম্মুখীন হয়।

৬ষ্ঠ— নিউ ইণ্ডিয়ার প্রবন্ধে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তখন পুলিশের কলঙ্ক ঢাকিতে ও উপরওয়ালার কলমের গৌরব রক্ষা করিতে পিতার জবানবন্দীর ব্যাপার অস্বীকার ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। পুলিশের বিকৃত রিপোর্টে পিতার অজ্ঞাতে তদীয় উক্তির এক রোমাঞ্চকর তথ্য কলগোহন সাহেবের মুখেই তৎকালে দৈবাৎ বাহির হইয়াছিল, "পিতার নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও চণ্ডী রাজদ্রোহী দলে মিশিতে চাহিত।"

৭ম— ব্রহ্ম সরকার হইতে ১৬।২।১৬ইং তারিখে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় পিতাকে যে খবরটুকু জানান হয়, ইহাকে "পুত্রের স্বাস্থ্যের সমস্ত তথ্য" বলা সত্যের অপলাপ মাত্র।

৮ম চণ্ডীর চিকিৎসক হাউসসার্জন ডাক্তার রিয়ার্ডন সাহেব ছুটিতে যাওয়ার সুযোগে, পুলিশ কর্ত্তৃক হাসপাতাল সুপারিণ্টেডেণ্টের সম্মতি সংগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার নয়। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই সাদক-আলী সে সুযোগের প্রত্যাশায় হাসপাতালে আনাগোনা করিতেছিল। রোগক্লিষ্ট চণ্ডীর তৎসাময়িক অবস্থাদি ২৮।৪।১৬ইং পিতার দরখাস্তে এবং ২৯।৭।১৬ ইং চণ্ডীর অন্তিম আবেদনে কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হয়।

৯ম — চণ্ডীকে কলিকাতা নেওয়ার দেড় মাসের অধিক কাল পূর্ব্বে ৭।৩।১৬ ইং পিতাকে এক পত্রে গভর্ণমেণ্ট ইসারায় জানাইয়াছিল, "চণ্ডীকে কলিকাতা পাঠান হইতেছে।" কিন্তু প্রচারপত্রে বর্ণিত "প্রস্তুত থাকিতে" বলার উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক মাত্র।

১০ম – ষ্টীমারে যাইবার পথে পুত্রকে পিতার নিকট নেওয়ার কথা সত্য নহে। হাসপাতালের পোষাক পরিবর্ত্তনের দায়েমাত্র ক্ষণেকের জন্য ষ্টীমার জেঠি হইতে পুত্রকে পিতার নিকট আনা হইয়াছিল।

এবার বলিব, নিউ ইণ্ডিয়ার প্রবন্ধ সংশ্রবে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ঘোষণার কথা—

১। কলিকাতা পৌঁছিবার পর চণ্ডী আরোগ্যলাভ করিবার পুর্ব্বেই তাহাকে পুলিশ হাসপাতাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনা।

২। চণ্ডীকে তাহার অস্বাস্থ্যকর পল্লীবাসে পাঠাইয়া দেওয়া।

৩। ছয় মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে চণ্ডীর চিকিৎসার ও স্বাস্থ্যাবাসে অবস্থানের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়া।

উপরোক্ত বিষয়গুলির ধারাবাহিক রূপ—

১ম— কলিকাতা আসিবার পর চণ্ডীকে হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া আনার কথা ঠিক নহে বটে, কিন্তু কলিকাতা আনার পুর্ব্ব হইতেই বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট যে চণ্ডীর ব্যাপারে জড়িত, তাহা চাপা রাখার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়, ব্রহ্ম সরকারী ঘোষণায়। বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের সহিত যুক্তি করিয়া, জ্বর ও যক্ষ্মাদি রোগগ্রস্ত মরনোন্মুখ এমন ব্যক্তিকে কলিকাতা পাঠাইবার জন্য ৩।৩।১৬ইং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টই অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পথেই মৃত্যু হওয়ার ভয়ে তখন পাঠান স্থগিত থাকে। পরে পিতার সেবাযত্নে ও হাসপাতালের চিকিৎসায় চণ্ডীর কিঞ্চিৎ দৈহিক উন্নতি দেখিয়া, চিকিৎসা ও পিতার সেবাযত্নে বঞ্চিত করিয়া বর্ম্মা পুলিশ রোগক্লিষ্ট অসহায় চণ্ডীকে কলিকাতা আনিয়া বেঙ্গল পুলিশের হাতে অর্পণ করে।

২য়—সেই ক্ষুৎপিপাসাতুর দুর্ব্বল চণ্ডীকে বেঙ্গল পুলিশই কলিকাতা হইতে সুদীর্ঘ রেল ও ষ্টীমার পথে আবার দুই দিন ঘুরাইয়া, কুমিল্লা পুলিশ আফিসে নিয়া যায়। এই স্থান চণ্ডীর বাড়ী হইতেও ত্রিশ মাইল দুরে অবস্থিত। পুনঃ কুমিল্লা হইতে পুলিশ প্রহরায় চণ্ডীকে

অযত্নে অচিকিৎসায় মরিবার জন্য তাহার পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর আবাসে আনিয়া পুলিশের নজরবন্দীতে রাখে। চণ্ডীর জীবন নিয়া ইহা কি ফুটবল খেলার মত রাজশক্তির অপব্যবহার নয়?

৩য়—দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগী তিলে তিলেই মৃত্যু বরণ করে। আরোগ্যলাভ করিবার জন্য চণ্ডী সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ব্যয়ে ছয়মাস পর্য্যন্ত নিষ্ফল চেষ্টা করিল। নিরুপায় হইয়া সে গভর্ণমেণ্টের সমীপেই অন্তিম প্রার্থনা করিয়াছিল, যাঁহাদের ব্যবস্থার ফলে সে মরিতে বসিয়াছিল। একান্ত যে নিষ্ঠুর, কুত্রাপি তাহারও দয়ার উদ্রেক হইতে দেখা যায় যে ব্যক্তি মরিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য। বাটী হইতে কোথাও যাওয়ার পূর্ব্বে অগ্রে পুলিশের খবর জানাইবার আদেশ, সপ্তাহে সপ্তাহে দফাদারের তদন্ত রিপোর্ট থানায় পাঠান, রুগ্ন শয্যায় চণ্ডীর খোঁজ লইতে পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি, এসব কি চণ্ডীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়াবহ ছিলনা? অস্বাস্থ্যকর পল্লীবাসে, অচিকিৎসায় ঐরূপ পুলিশ নজরবন্দীতে রাখা কি যক্ষ্মারোগীর বাঁচিবার ব্যবস্থা? ছয় মাস পরে যখন জানা গেল, ব্যবস্থার ফল ফলিতেছে, মাত্র তখনই ২১।১০।১৬ইং অর্থাৎ মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে অসহায় অক্ষম চণ্ডীকে জানান হইল, "সে স্বাধীন, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারে"।

ভারত সচিব সমীপে আমার ১৯।১১।১৭ইং দেওয়া স্মারকলিপির উত্তর পাইতে আমি একান্তই নাছোড়-বান্দা হইয়া পড়িলে, তখন ৩০।৩।১৮ইং পত্রে আমাকে যাহা জানান হয়, তাহাতে গ্রেপ্তারের কারণ অনুক্ত। রেঙ্গুন, জেলের অত্যাচারেই যে যক্ষ্মারোগোৎপত্তি, চিকিৎসালাভের পথ রুদ্ধের ফলেই যে অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই চাপা দেওয়া হয়। ভারত সচিব সমীপে প্রার্থিত বিষয়গুলির উত্তর এড়াইয়া ইহা একদেশদর্শী একখানি

সার্টিফিকেট মাত্র। জলন্ত আগুন কাপড়ে ঢাকা যায়না। আরও রহস্য, ব্রহ্ম সরকারী পূর্ণ ঘোষণা ১২।৬।১৭ইং বেঙ্গুণ গেজেটে প্রকাশ হয়, (স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইং ৩০।৩।১৮ পত্রের সহিত আমার নিকট উহার যে কপি পাঠান হয়, তাহাতে ঘোষণার শেষের এমন কতকাংশ বাদ রাখা হইল, যাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের গৌরবের পরিপন্থী এবং লোক চক্ষে অসত্য ও ঘৃণার্হ বিবেচিত হইবার ভয় ছিল। বড় ঘরেও এমন কৌশল?

সেকালে চণ্ডীর নিধন-কাহিনী ইতস্তত: ছড়াইয়া পড়ায়, ব্রহ্মে বাঙ্গালী নির্য্যাতনের প্রারম্ভিক পরিকল্পনা অঙ্কুরেই ব্যাহত হইয়া পড়ে।

একবার আমি কলিকাতায় দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয়ের সহিত বেঙ্গলী আফিসে দেখা করিলে, তিনি জানাইলেন, চণ্ডীর নিদারুণ ঘটনা সংবাদপত্রে অবগত আছেন, তিনি শীঘ্রই দিল্লী যাইবেন, তথায় বড়লাটের সহিত এবিষয়ে প্রাইভেট আলাপ করিয়া ফলাফল আমাকে জানাইবেন। উত্তরের সময় অতীত হইলে, বেঙ্গলী আফিসের ঠিকানায় তাঁহার নিকট এক Reminder পাঠাই, তদুত্তরে যে পত্র পাইযাছি, তাহা এই :—

126, BOWBAZAR STREET,
CALCUTTA

Dated the 14th Feb., 1918.

Dear Sir,

Your letter to the Hon'ble Mr. Surendranath Banerjea. As Mr. Banerjea stayed at Delhi only for a day he had no time to move in the matter referred to in your letter. He will do so next time.

Yours faithfully,
B. K. DAS GUPTA

যুবক চণ্ডীচরণ সময় সময় সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রাদিতে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিত। তাহার সাহিত্যিক জ্ঞানের নিদর্শন নিম্ন প্রবন্ধটি ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩২২ সনের পৌষ সংখ্যা হইতে উল্লেখ করিতেছি। ঐ পত্রিকায় যখন এ প্রবন্ধ বাহির হয়, তখন চণ্ডী রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলে রোগ-শয্যায় শায়িত।

বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্ম্মার লিখিত পোষ্টকার্ড।

ভারতবর্ষ কার্য্যালয়
২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৬ই আষাঢ়, ১৩২২

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সুলিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং ১৮ খানি ছবি যথাকালেই হস্তগত এবং প্রকাশের জন্য মনোনীত হইয়াছে।

আমাদের ৺পূজার সংখ্যা, ঐ সংখ্যায় আপনার প্রবন্ধটি বহু বর্ণের চিত্রশোভিত করিয়া প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। আপনার "মান্দালয় হইতে লাসিও" ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাইবার জন্য উৎসুক রহিলাম। ঐরূপ চিত্র যথাসম্ভব জোগাড় করিয়া পাঠাইবেন—ব্লক প্রস্তুত আমাদের নিজস্ব কার্য্যালয়েই হইয়া থাকে, সুতরাং ব্লক সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন না।

আপনার কুশল প্রার্থনীয়। পত্রপাঠ অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর দিবেন। অপরিচিতের অভিবাদন গ্রহণে কুণ্ঠিত হইবেন কি? ইতি—

প্রীতিপ্রার্থী—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

'ভারতবর্ষ'

১৩২২ সন, পৌষ সংখ্যা : (১২১ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠা)

উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী

(শ্রীচণ্ডীচরণ নাগ)

মন্দালয়ের পথে

বড় দিনের ছুটি হইবার একমাস পূর্ব্ব হইতে যাত্রার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম। অনেকগুলি দীর্ঘ দীর্ঘ দিবা রাত্রি কাটিয়া গিয়া, তবে আফিস বন্ধ হইল। পরদিন যাত্রীবেশে, রেঙ্গুন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বেলা বারটায়, গাড়ী কলের বাঁশী বাজাইয়া উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী মন্দালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

ষ্টেশন সীমা অতিক্রম করিয়া অল্পদূর যাইতেই অনতিদূরে পর্ব্বত-শৃঙ্গে বিখ্যাত "সোয়ে ড্রেগন" প্যাগোডা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। প্যাগোডার অত্যুচ্চ সুবর্ণ-কিরীট গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। যাত্রার প্রারম্ভেই নিস্তরঙ্গ বারিধির ন্যায়, মেঘমুক্ত মহাকাশের ন্যায়, মহাতপা বুদ্ধের ন্যায়, এই বিশাল প্যাগোডা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বৌদ্ধ আরোহিগণ দুই হাত তুলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ধন্য হইলাম।

বর্ত্তমানে রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের রাজধানী হইলেও, সহরে ব্রহ্মবাসীর সংখ্যা এত অল্প এবং ভারতবাসীর সংখ্যা এত অধিক যে রেঙ্গুনকে ব্রহ্মদেশীয় সহর মনে না করিয়া ভারতবর্ষীয় সহর মনে করাই অধিকতর স্বাভাবিক। রেল গাড়ীতে উঠিয়া অবধি আমার সে ধাঁধাঁ

ঘুচিয়া গিয়াছিল ; গতিশীল গাড়ীর জানালায় মাথা বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিলাম—এক অদ্ভুত দৃশ্য। গাড়ীর লৌহ হাতলে হাত রাখিয়া, তদুপরি মস্তক বিণ্যস্ত করিয়া. সম্মুখে ও পশ্চাতে এক কাঞ্চণ বর্ণ মানুষের শ্রেণী চিত্র-দর্শিতের ন্যায় বসিয়া আছে। তাহাদের শির পরিহিত বহু বিধ বিচিত্র বর্ণের রুমাল, বিচিত্র জাতীয় পক্ষীকুলের ন্যায় বাতাসে হিল্লোল তুলিয়া উড়িয়া চলিতেছে। আমি সহর্ষে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্বদৃষ্ট. নূতন রাজ্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

রেঙ্গুন হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল চলিয়া গাড়ী পিগু ষ্টেশনে থামিল। পিগু ১৩০০ বৎসরের পুরাতন সহর। কালবশে হতশ্রী হইলেও, এক সময়ে এই নগরের সমৃদ্ধি সমগ্র পুর্ব্ব উপদ্বীপে অতুলনীয় ছিল। এই রাজধানীতে বিখ্যাত তেলাইং রাজগণ সসাগরা ব্রহ্মদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পিগু সর্ব্বতোমুখী গৌরবের শীর্ষস্থানে আরোহন করিয়াছিল। আজিও পুরাতন পরিখা, প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদেশীয় পর্য্যাটকের নিকট নীরবে অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। পিগুর বিখ্যাত "সোয়েমাড" প্যাগোডা ষ্টেশন হইতে অৰ্দ্ধ মাইল দুরে অবস্থিত। আমরা গাড়ীতে বসিয়া তাহার স্নিগ্ধ, সুবর্ণ বর্ণের উন্নত চূড়া দেখিতে লাগিলাম। এইস্থানে গৌতম মুনির এক অতিকায় মূৰ্ত্তি বৰ্ত্তমান আছে। ব্রহ্ম দেশে ঐ মূৰ্ত্তি "সোয়ে থালিয়ং" প্যাগোডা নামে বিখ্যাত। আধুনিক হীন প্রভাবের দিনেও পিগু সহর পিগু জেলার প্রধান নগর। পিগু নদী ইহার চরণ চুম্বন করিয়া অতীতের করুণগাথা গাহিতে গাহিতে বহিয়া যাইতেছে। যাঁহারা দায়ে পড়িয়া স্বেচ্ছায় পরেচ্ছায় ইউরোপের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই প্রতিবেশীর

ইতিহাস একবার পাঠ কবিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আরও দুই এক-বাব তাহা স্বেচ্ছায পাঠ কবিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের অন্তরে অবশ্য জাগিত।

পিগু বর্ম্মা রেলওয়ের একটি জংশন। মেলমেন, মার্টাবান প্রভৃতি স্থানেব যাত্রিগণকে এখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। আমাদের গাড়ী পঁচিশ মিনিট থামিয়া, আবার চলিল।

রেলপথের দুই পার্শ্বে—সবুজ দৃশ্যাবলী স্নিগ্ধ চিত্রপটের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। দূরে পুর্ব্ব ইয়োমা ও পশ্চিম ইয়োমা নামক দুই সমান্তরাল পর্ব্বতমালা বেলপথের পুর্ব্ব ও পশ্চিমে যোজনের পর যোজন স্থান জুড়িয়া চলিয়াছে। আর নীল বারিধির ন্যায় সমীর তরঙ্গা-য়িত শ্যামল শস্যক্ষেত্র—ধূম্র পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত চির যৌবনা প্রকৃতি-বানীর সুবিশাল অঞ্চল বিস্তৃত করিয়াছে। মনে হইল—এই ব্যোমব্যাপ্ত বিবাট্ জগন্মন্দিরেব অভ্যন্তরে শৈল-বেদিকা নির্ম্মাণ কবিযা প্রকৃতিবানী এক বিবাট পুরুষের পূজার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া বহিযাছেন।

চলিতে চলিতে গাড়ী হইতে আব এক অভিনব দৃশ্য দেখিলাম। ক্রোশের পব ক্রোশব্যাপী শস্যক্ষেত্র চলিয়াছে; কিন্তু কোথাও পল্লীগ্রাম নাই। যে যে স্থানে জনমানবের সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল, সে সে স্থান ক্ষুদ্র বৃহৎ এক একটি সহর। বুঝিলাম ইহারা বহুলোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস কবে। সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশে দস্যু তস্করের প্রাদুর্ভাবই ইহার প্রধান কারণ। এইসকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদে, ব্রহ্মের বড় বড় সহরেব ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেই সমধিক কর্ম্মতৎপর দেখিতে পাইলাম। আঙ্গিনায় বসিযা বড় বড় সিগার টানা, কিংবা বড়জোর কুলি

মজুরের ন্যায় স্ত্রী জাতির হুকুম তামিল করাই, পুরুষদিগের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল।

পিগু হইতে বহুদূর চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাড়ী এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। সমতল ভূমিতে এত বড় অরণ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। রেলপথ এই অরণ্যানিভেদ করিয়া গিয়াছে; দুই পার্শ্বে অগণিত শালবৃক্ষ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান থাকিয়া আগন্তুক পথিকের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। গাড়ী যতক্ষণ বনপথে চলিতেছিল, ততক্ষণ একটি জনপ্রাণীও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। রাত্রি সাতটা অতীত হইবার পর আমরা টাঙ্গু ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

রেঙ্গুন হইতে ১৬৬ মাইল দূরে সিটাং নদীর দক্ষিণ তীরে, সিটাং ও কাবং নদীদ্বয়ের সন্ধিস্থলের কিছু উপরে টাঙ্গু সহর অবস্থিত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান রেলপথের শেষ সীমা ছিল। পূর্ব্বে বৃটিশ-ব্রহ্মের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষী সেনাদল টাঙ্গু সহরে অবস্থান করিত। তখনকার দিনে ইংরেজাধিকৃত প্রদেশের সীমান্ত-রেখা টাঙ্গু হইতে কেবল মাত্র পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল এবং সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম প্রদেশে ব্রহ্মরাজ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ষ্টেশনের অনতি দূরেই একটি দুর্গ আছে। ১৮৯১ সালে সীমান্ত-রক্ষী সেনাদল অপসারিত হইবার পর হইতে এই দুর্গ মিলিটারী পুলিশের আবাস স্থান হইয়াছে।

টাঙ্গুতে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর প্যাগোডা ও চাং (Kyaung) আছে। ব্রহ্মদেশের চাংগুলি প্রাচীন ভারতের তথাকথিত বৌদ্ধ-বিহার সমূহের অন্যতম সংস্করণ। চির-কৌমার্য্য-ব্রতচারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ এই সকল চাং এ আজীবন অবস্থান করেন। ভিক্ষা তাঁহাদের উপজীবিকা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহাদের ব্রত ধারণের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু চাং সমূহ সর্ব্বাবস্থাপন্ন গৃহী বালক

বালিকাগণেব বিস্থাকেন্দ্র। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিণীগণের নিকট ইহাবা বিনা ব্যয়ে বিস্থালাভ করিবা থাকে। আসমুদ্র চীন পর্য্যন্ত সমগ্র দেশব্যাপী এরূপ শত শত চাং আজিও বর্ত্তমান আছে; এবং এই নিমিত্ত ইংবেজী শিক্ষা বহু বিস্তৃত না হইলেও শিক্ষিত ব্রহ্মবাসীব সংখ্যা আজিও শতকরা ২৮ জন, অর্থাৎ সমানুপাতে ভারতবাসীর চতুর্গুণ। এইসকল মহদনুষ্ঠান শত শত বৎসরব্যাপী বৌদ্ধ আচার্য্যগণের প্রচারিত পথে অক্ষুন্ন গতিতে পবিচালিত হইয়াও, চির পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রেব পেষণে আজ প্রাণহীন বিধিনিষেধের অনুকরণ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রেঙ্গুনে অনেক দিন দেখিয়াছি—"বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ," নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী-কুল ট্রামগাড়ী রিজার্ভ করিয়া ভিক্ষায় চলিয়াছেন। একবার জনৈক ইংবেজী ভাষাভিজ্ঞ চাকুরীজীবি বর্ম্মা যুবককে সহসা আফিস ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া, আমার এক বন্ধু তাহাকে তাহার আকস্মিক পবিবর্ত্তনেব কারণ জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন। উত্তরে নবীন সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন—"যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে উদব চিন্তা আজিবনেব জন্য তিরোহিত হয, অথচ জন সমাজে পূজনীয হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত কবা যায়; যে সন্ন্যাস অবলম্বন কবিতে বস্ত্র-পবিবর্ত্তন ও মস্তক মুণ্ডনের অধিক কষ্ট স্বীকাব কবিতে হয না এবং যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে প্রার্থিত বস্তু সমূহ না চাহিতেই পাওয়া যায়, সে সন্ন্যাস কেন গ্রহণ কবিব না?" যখন কোন জাতি বা সমাজ অবনতিব অন্ধকার পথে নামিতে আবম্ভ করে, তখন তাহা পুণ্যাচারের আশ্রযে পাপানুষ্ঠান কবিযা আপন পতনের গতি বর্দ্ধিত কবিযা থাকে।

টাঙ্গুর নিকটে সিটাং নদীর উপর এক সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সেতু পাব হইয়া মটরযানে ১১ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য-মাণ্ডং (Thandaung) সহবে যাওয়া যায়।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে টাঙ্গু হইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং নানাস্থান অতিক্রম করিয়া. রাত্রি সওয়া-দশটার সময় আমরা পিন্‌মানা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

যেমন অশোকবনের সহিত আম্রফলের, বৃন্দাবনের সহিত ননি-ছানার দক্ষিণ-আমেরিকার সহিত স্বর্ণ খনিব এবং বাগবাজারের সহিত রস-গোল্লার নাম একসূত্রে গ্রথিত, তেমনই বা ততোধিক এই পিন্‌মানার সহিত বিখ্যাত কদলী ফলের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা কার্য্যতঃ দেখিয়াছি—কদলী দেখিয়া পিন্‌মানার নাম মনে হউক আর নাই হউক, পিন্‌মানার নাম কর্ণমূলে ঝংকৃত হইতে না হইতেই এক কাঁদি জরদ বঙ্গের কদলী মানস নয়নের সম্মুখে সুস্নিগ্ধ চন্দনী আলোক বুলাইয়া দিয়া যায়। সেই পিন্‌মানায় আসিয়া দুই নাসা পুরিয়া সজোরে বার বার কদলী বনের আঘ্রাণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইলাম; কিন্তু হায়! আত্মস্থ হইতে না হইতেই দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পিন্‌মানা জেলা ব্রহ্মের বন-বিভাগের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে শাল কাঠ রপ্তানী হয়; এতদ্ভিন্ন এখানে ধান বাঁশ ও ইক্ষুদণ্ড পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কদলী বাগানের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভোর সাড়ে চারিটায় জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম—গাড়ী চউসে (Kyan-kse) ষ্টেশনে থামিয়াছে। চউসে রেঙ্গুন হইতে ৩৫৯ এবং মন্দালয় হইতে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী। এই নগর শান শৈলমালার এক বিচ্ছিন্ন অংশের পাদমূলে অবস্থিত। পর্ব্বতোপরি সোয়ে-থা-ইয়াং প্যাগোডা গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। প্রতি বৎসর মার্চ্চ মাসে এই স্থানে এক বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

চউসে জেলায অনেকগুলি খাল থাকায, জলপ্রণালীব অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। জেলা সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী শান-শৈল নির্গত দুইটি নিঝ বিনী হইতে এই সকল খাল প্রবাহিত কবা হইয়াছে। খালগুলির বিশেষত্ব এই যে খৃষ্টের জন্মের এগারশত বৎসব পূর্ব্ব হইতে ইহাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল।

বেলা প্রায ৬টাব সময় আমবা ম্যোহং জংশনে পৌঁছিলাম। ম্যোহং হইতে বেলপথেব এক শাখা উত্তব শান রাজ্যেব বাজধানী লাসিও পর্য্যন্ত এবং অপব শাখা চীনা সীমান্তবর্ত্তী মিচিনা (Myitkyina) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

ম্যোহং হইতে গাড়ী ছাড়িবাব অল্পক্ষণ পরেই আমরা বিখ্যাত মন্দালয নগবে উপস্থিত হইলাম। আনন্দে বক্ষস্ফীত হইয়া উঠিল।

ষ্টেশনে নামিতেই জনৈক বাঙ্গালীবাবু আমাদিগকে সাদব সম্ভাষণ কবিলেন এবং তাঁহাব গৃহে আহ্বান কবিযা আত্মীযেব অধিক যত্নে স্থান দান কবিলেন। আমি বাঙ্গালী, তাঁহার স্বদেশীয ভাই ; তাই সুদূর প্রবাসে তাঁহাব আতিথ্য অযাচিতভাবে লাভ করিলাম। নীরবে কবিব গান হৃদয-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল।

ভাযেব মাযের এত স্নেহ
কোথাও গেলে পাবে না কেহ,
ওমা, তোমাব চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মবি।

মন্দালয়ে তিন দিন ছিলাম, কিন্তু এই তিন দিনে যাহা দেখিয়াছি, এ জীবনে তাহা ভুলিব না। কি এক স্বপ্ন-নগর এই মন্দালয়! কি এক অদ্ভুত সৃষ্টি এই ঐশ্বর্য্যশালিনী গন্ধর্ব্ব-জননী! দেখিলাম— আপাদ মস্তক বিচিত্র রেশম বস্ত্রে আবৃত করিযা, শত শত সুবর্ণ-কান্তি

নরনারী রাজপথ আলোকিত করিয়া চলিয়াছেন। স্তরে স্তরে পণ্য বীথিকা সজ্জিত করিয়া রমনীকুল বিপনী বিস্তার করিয়াছে। রমণী বিক্রেতা, রমণী ক্রেতা। মন্দালযের বিস্তৃত বাজারে বিচিত্র দেশীয় বিচিত্র পণ্যের বিপুল সমাবেশ। কত জ্ঞাত অজ্ঞাত, কত শ্রুত অশ্রুত পণ্য। চীৎকার নাই, কলহ নাই, কোলাহল নাই। প্রভাত-গগণে চিত্রিত জলদ-জালের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতা নানা দিগ্দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভিক্ষুগণ হরিদ্রা বর্ণের পরিচ্ছদে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছে। নবপ্রচলিত বৈদ্যুতিক ট্রাম ঘর্ঘর শব্দে ধূলি উড়াইয়া, সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছে। আমরা বেলা দশটা পর্য্যন্ত এই অপরূপ সহরে—কুম্ভকার চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম। অশ্রুতপুর্ব্ব দৃশ্যাবলী আমাদিগকে এতই আত্মহারা করিয়া তুলিযাছিল যে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, এক মুহুর্ত্তকাল বিশ্রাম করিবার ধৈর্য্যও আমাদের ছিল না। প্রখর সূর্য্য-কিরণে সর্ব্বত্র দাবানল জ্বলিতেছিল; কিন্তু আমরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া 'মন্দালয় দুর্গ' ও প্রাচীন রাজপ্রাসাদ' দর্শনার্থ বাহির হইয়া পড়িলাম। দুর্গ মূলে উপস্থিত হইতেই সর্ব্বপ্রথমে গভীর জলপূর্ণ সুবিস্তৃত পরিখা আমাদের পথরোধ করিল। পরিখার পর পারে কতিপয় গজ বিস্তৃত সমতল ভূমি এবং তৎপরে সু-উচ্চ ইষ্টক প্রাচীর। এই পরিখা—প্রাচীরে সওয়া বর্গমাইল পরিমিত দুর্গের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। চারি প্রান্তে চারিটি সিংহদ্বার এবং কেন্দ্রস্থলে ব্রহ্ম রাজের দিগন্ত-বিশ্রুত রাজপ্রসাদ। আমরা দক্ষিণ তোরণ অতিক্রম করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, যে পথে সূর্য্যের ন্যায় চক্ষু-গোলক ঘূর্ণিত করিয়া শূল হস্তে শতাধিক শান্ত্রী দণ্ডায়-মান থাকিত, আজ দূরাগত বৈদেশিক আগন্তুককে সেই পথে প্রবেশ

করিতে দেখিয়া, কেহ একটি অঙ্গুলীও উত্তোলন করিল না। মহাকাল এই বিপুল জনসঙ্ঘমে মহাখেলা খেলিয়া গিয়াছে। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম – সে খেলা আরও নিষ্ঠুরতর। বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া বহু সংখ্যক নব নির্ম্মিত ইষ্টকালয় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে রক্ত প্রাচীর খাঁ খাঁ করিতেছে। অগ্নিবর্ণ আলোকপাতে সুদীর্ঘ রাজ পথ ঝলসিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে এক অপ্রত্যাশিত গভীর নিস্তব্ধতা আপাদমস্তক চাপিয়া ধরিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিতে লাগিল। মনে হইল—দুর্গতলের প্রত্যেক বালুকা-রেণু মহা-শোকভারে রুদ্ধ মুখে গুমরিয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে আরও অগ্রসর হইলাম। তখন দেখিলাম—সম্মুখে সেই শোকসলিলের প্রশান্ত সিন্ধু জগতের ভাস্কর্য্য-বিদ্যার প্রদর্শনী, নৃপতি কবির কল্পিত ত্রিদিব তুল্য—মন্দালয়ের রাজপুরী।

মন্দালয়ের রাজপুরী গন্ধর্ব্ব গৌরবের মহাশ্মশান। এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভস্মস্তূপে দাঁড়াইয়া চহিয়া দেখিলাম রাজপুরীর স্বভাব-প্রহরী মন্দালয়-শৈল, অর্দ্ধশতাব্দী পুর্ব্বের ন্যায় সেই পুরীপার্শ্বেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কিন্তু তাহার শ্যামল-গাত্রাবরণ সতেজ বৃক্ষরাজি শুকাইয়া গিয়াছে। মন্দগামিনী ইরাবতীর উচ্ছ্বাসময়ী কলকণ্ঠে কেবল করুণ রাগিনী বাজিতেছে। গভীর নিস্তব্ধতা রক্ষা করিবার জন্য দুর্গের উচ্চ প্রাচীর এই মহাসমাধি,—কোলাহলপূর্ণ বহির্জগতের অন্তরালে রক্ষা করিতেছে। আর অগণিত তিন্তিড়ী বৃক্ষ, উন্মাদিনী রমনীর অলুলায়িত জটা জালের ন্যায় সমগ্র পুরী আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

একটি একটি করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। প্রত্যেকটী প্রাসাদ নানাবর্ণে চিত্রিত মূল্যবান কাষ্ঠ নির্ম্মিত। রাজ

দরবার, মন্ত্রীসভা, বিচারালয, গুপ্তগৃহ, সঙ্গীতশালা, প্রমোদভবন—কক্ষের পর কক্ষ, প্রাসাদের পর প্রাসাদ। কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত রাজ সিংহাসনের উচ্চবেদী। জনশ্রুতি সত্য হইলে, এ সকল কারুকার্য্য—মণিমুক্তা ও বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত ছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা মিণ্ডুন পুরাতন রাজধানী অমরাপুর পরিত্যাগ করিয়া মন্দালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ এবং জীবন্ত কল্পনা বলে যুগযুগান্ত ব্যাপী মহাফলের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় মিণ্ডুন এই নব-নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষ যাহা কল্পনা করিয়াছিল বিধাতা তাহার বিধান করিয়াছেন। দেখিলাম কৃষ্ণবর্ণ আস্তরে আবৃত, প্রাসাদের বিরাট বিরাট স্তম্ভগুলি অগ্নি দগ্ধ দৈত্য-কঙ্কালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, কক্ষে কক্ষে বিচিত্র বর্ণের দীপাবলী চিরকালের মত নিবিয়া গিয়াছে; বিলাসী ব্রহ্ম রাজের সুচিক্কণ মনোমুগ্ধকর গৃহ সজ্জার ছিন্নাংশ পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে, যেখানে দিবারাত্রি কেবলমাত্র বিচিত্র বাদ্যধ্বনি মিশ্রিত রমণী কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইত, সেখানে আজ ভগ্ন বাতায়ন-পথে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবেশ করিয়া ভয়াবহ ভৌতিক-লীলার অভিনয় করিতেছে; যেখানে বসিয়া ব্রহ্মরাজ থিব, স্বজন হত্যার বীভৎস কল্পনা সমাধান করিয়াছিলেন, আজ সেইখানে বসিয়া নিঃশব্দে ঊর্ণনাভ তাহার সুদীর্ঘ জাল বিস্তার করিতেছে; যেখানে শত শত মনুষ্য কোলাহলে দিগ দিগন্ত মুখরিত হইত, সেখানে আজ গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার জন্য একটি প্রাণীও বর্ত্তমান নাই। সেই একদিন, আর এই একদিন!

প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আমরা রাজপুরীর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। পুরীর সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, অভ্যন্তরে, সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুসংখ্যক কামান পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চাদভাগে

একটি কামানের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এত বড় কামান আর কখনও দেখি নাই। যখন মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ, ত্রয়োদশ হস্ত পরিমিত "জাহান-কোষা" তোপ দেখিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম 'এমন আর হয় না'; কিন্তু মন্দালয়ের সেই সপ্তদশ হস্ত পরিমিত বিখ্যাত তোপ পার্শ্বে উপস্থিত হইবার পর মনে হইল যেন এক বায়ু চালিত ছায়ামূর্ত্তি ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছে 'এমনও হইয়াছিল'।

তারপর, আর একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালার ন্যায় শুভ্র আস্তরে আবৃত, তরঙ্গায়িত, কৃত্রিম স্তূপাবলী; সযত্নকৃত বিশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তূপ-গাত্রের তরঙ্গগুলি জীবিত মেষ পালের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। নিম্নে জলপ্রণালী, তদুপরি ইতস্ততঃ কাষ্ঠ সেতু। পাদমূলের এক প্রান্তে দীর্ঘায়াতন জলাশয়, জলাশয়ে লাল, নীল, জরদ, হরিৎ, ধূম্র, পাটল বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র জাতীয় মৎস্যকুল। স্তূপ শীর্ষে বসিবার আসন। এই আসনে রাজা, বহুদিবা, বহুনিশি, বিলাস বিশ্রামে কাটাইয়াছিলেন; হয়ত আজ সেই সুখস্মৃতি রত্নগিরির বন্দীশালায় তাঁহার হৃদয় বৃশ্চিক দংশন করিতেছে।

রাজপুরীর কেন্দ্রস্থলে সেকালের প্রতিষ্ঠিত একটি কাষ্ঠস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বশেষে তদুপরি আরোহণ করিয়া অতৃপ্ত নয়নে, শেষবার এই বিখ্যাত পুরীর সমগ্র শরীর অবলোকন করিলাম। এত বড় নিদারুণ দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। তারপর ধীরে ধীরে সেই স্বপ্ন রাজ্যের প্রান্তসীমা দুর্গ প্রাচীরের উত্তর তোরণ অতিক্রম করিয়া পরিখার পরপারে উপস্থিত হইলাম চক্ষুর সম্মুখ হইতে জাজ্বল্যমান স্বর্গ রাজ্য সরিয়া গেল।

"Come away, no more of mirth
Is here or merry-making sound;
The house was built of earth,
And shall fall again to ground.

সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িতে ছিলেন। আমরা অনতিদূরে মন্দালয়-শৈলের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। মন্দির মেখলা পরিবেষ্ঠিত মন্দালয়-শৈল ভূ-জননীর এক খণ্ড কারুকার্য্যখচিত আভরণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। উচ্ছ্বাসময়ী ইবাবতী ফেনিল তরঙ্গ বিক্ষেপে পর্ব্বতের পাদমূল চুম্বন করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। প্রশস্ত সোপানাবলী অতিক্রম কবিয়া, আমরা উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ কবিলাম। স্তরে স্তরে বিস্তৃত প্রাঙ্গন, মধ্যে বুদ্ধের বিরাট দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, মূর্ত্তির পাদমূলে সদ্য আহরিত পুষ্পস্তূপ এবং ইতস্তত: চিত্তাকর্ষক দ্রব্যসম্ভাব। নিম্নে গালিচা আঁটা বিস্তৃত ফরাস, তদুপরি এক পার্শ্বে ব্রহ্ম ও পলিভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী, মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ লাক্ষা নির্ম্মিত তাম্বুলাধাব। ছাদ ও তৎসংলগ্ন অপ্রশস্ত দেওয়াল গাত্রে শাক্যমুনির বিভিন্ন লীলাপ্রতিপাদক জীবন্ত চিত্রাবলী। বামে দক্ষিণে শাস্ত্রানুশীলন নিযুক্ত ও ধ্যান পরায়ণ সন্ন্যাসীকুল। সাংসারিক স্বার্থ কোলাহলের বহু উর্দ্ধে নির্ম্মল মন্দানিল সেবিত এই পবিত্র পীঠ। বিমল আনন্দে পরিদৃশ্যমান এই সমুদয় অপুর্ব্ব দৃষ্ট সৌন্দর্য্যলীলা দেখিতে দেখিতে বহুক্ষণ চলিয়া, আমরা পর্ব্বত শীর্ষে উপনীত হইলাম।

রক্ত রবি দূব পর্ব্বতের অন্তরালে অস্ত যাইতেছিলেন। নিম্নে ধরণীর কণ্ঠলগ্ন কাঞ্চন মাল্যের ন্যায়, পূত সলিলা ইবাবতী সিকতাময় তটদেশ প্লাবিত করিয়া, বহিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যায় ক্ষীণ অন্ধকার অস্পষ্ট তন্দ্রার ন্যায়, ধীরে ধীরে অদূর রাজপুরী আচ্ছন্ন করিতেছিল; দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেমন রোদন ক্লান্ত, ঘুমন্ত শিশুর দেহাচ্ছদনের ন্যায়, রাজপুরী আবৃত করিবার জন্য দিগঙ্গনার হস্তচ্যুত একখণ্ড সূক্ষ্ম উড়ানী অতি সন্তর্পনে উর্দ্ধ আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছে।

বহুক্ষণ বিধাতা ও মানুষের সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টি অবলোকন করিতে করিতে যখন পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া, সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলাম সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনে ডুবিয়া গিয়াছিল। নিস্তব্ধ দুর্গের পার্শ্বপথ বাহিয়া সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম। মন কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন, জন মানবহীন রাজপুরী আর একবার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এমন সুন্দর জাতির এই সুন্দর ইন্দ্রপ্রস্থতুল্য মহানগরীর আজ কি দশা!

ব্রহ্ম ইতিহাসের শেষ ঘটনাগুলি চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত, অবসন্নদেহে বন্ধুগৃহে প্রবেশ করিলাম।

সহরের দক্ষিণপ্রান্ত-সীমা পরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন সাঞ্জু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-ব্রহ্মের পবিত্রতম তীর্থ "আরাকান" প্যাগোডা এই সাঞ্জুতে অবস্থিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ "বোডপায়া" আরাকান জয় করিয়া তথা হইতে প্রসিদ্ধ "মহামুনির" মূর্ত্তি আনয়ন করেন। সাঞ্জুতে এই মূর্ত্তি তদীয় বিজয় স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া "আরাকান" প্যাগোডা নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

পরদিন প্রত্যুষে মহামুনির আশীর্ব্বাদকামী যাত্রীদলের ন্যায় আমরা সাঞ্জুতে উপস্থিত হইলাম। প্যাগোডার সুদীর্ঘ স্তরে স্তরে চিত্তরঞ্জন পণ্য পরিপূর্ণ বিপনি বিস্তার করিয়া নরনারীকুল আমাদিগকে আহ্বান করিতেছিল। অভ্যন্তরে গম্ভীর উদাত্তস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ পরায়ণ সন্ন্যাসীকুল মহামূর্ত্তির সমগ্র শরীর স্বর্ণ-পাতে ঢাকিয়া দিতেছিলেন। আমরা উচ্ছ্বাস স্রোতে হৃদয়ের সকল বাঁধ ভাসাইয়া দিয়া, সেই বিরাট প্রতিমার চরণতলে প্রণত হইলাম।

বহু যাত্রী বহু দুর হইতে শাক্যমুনির পাদপীঠে সমবেত হইযাছিল। অধিকতর দূরাগত আমরা সেই সম্মিলনকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছিলাম। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষাভাষী, অজ্ঞাত দেশের অসংখ্য অজ্ঞাত তীর্থযাত্রী বিপুল আগ্রহে পরস্পর হৃদয় বিনিময়ে প্রীতির ধারা প্রবাহিত করিতেছিল। একমাত্র আমাদেরই অশ্রুতপুর্ব্ব, বিজাতীয় ভাষা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমতঃ হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায বাক্য বিনিময়ের প্রভুত প্রয়াস কবিয়া আমরা বহুবার অকৃতকার্য্য হইলাম। অবশেষে একজন মহাক্রোধে ‘জগৎ কবি-সভায়’ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত, মহাভাষা বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু জগতের বহির্ভূত এই জাতি তাহাও বুঝিলনা দেখিয়া আমরা একেবারে প্রমাদ গণিলাম। অগত্যা উপাযন্তরের অভাবে ইসারা-ইঙ্গিতে বায়োস্কোপের জীবন্ত-অনুকবণ করিয়া, পুবাণ বুঝাইতে কোরাণ বুঝাইয়া অবশেষে—

‘বাঙ্গালীর ছেলে ফিবে এনু ঘবে, যশের মুকুট পরি।’

আর একটি কথা বলিযা মন্দালযেব কাহিনী সমাপ্ত করিব। মন্দালয়ে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগেন একটি ক্লাব আছে; তাহার নাম— ‘বেঙ্গল লজ’ (Bengal Lodge)। রেঙ্গুনে যেমন বেঙ্গল ক্লাব (Bengal Club), মন্দালযে তেমন এই ‘বেঙ্গল লজ্’। সহরে ভদ্র বাঙ্গালীব সংখ্যা প্রায় দেড়শত; তন্মধ্যে ক্লাবের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ৬০।৬৫ জন। সন্ধ্যা সাত ঘটিকাব সময় ক্লাব-গৃহে গমন করিলাম। ইংরাজী ও বাংলা কলিকাতার প্রায় সকল বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র ও মাসিক সাহিত্যে ক্লাবের বিস্তৃত টেবিল সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিয়া অনেকে পড়িতেছিলেন। এক পার্শ্বে বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া কেহ কেহ সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেছিলেন। অপর পার্শ্বে বিস্তৃত ফরাসের উপর দাবা, পাশা, সতরঞ্চ চলিতেছিল।

ক্লাবের একটি বৃহৎ পুস্তকালয় আছে। তাহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সকল শ্রেণীবই অল্প বিস্তর গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। মাঝে মাঝে সভা-সমিতিব অধিবেশনে প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ ক্লাব গৃহে সমবেত হইয়া থাকেন। বিধাতা দিন দিন এই মিলন-মন্দিরেব শ্রীবৃদ্ধি করুন।

মন্দালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা বিস্তৃত অবকাশ সাপেক্ষ। দশ বিশ জন প্রত্নতত্ত্ববিদের জীবন সার্থক করিবাব প্রচুর উপাদান এই স্থানে এখনও বর্ত্তমান আছে। অদূবে পুবাতন রাজধানী 'আভা' ও 'অমরাপুরের' ভগ্নাবশেষ নিঃশব্দে কালগর্ভে ডুবিযা যাইতেছে। ইবাবতীর পরপারে প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর 'সাগাইং' গগনস্পর্শী অগণিত প্যাগোডা লইয়া দিন দিন ভূগর্ভে প্রবেশ কবিতেছে। বসন্ত-প্রভাতের পুষ্পোদ্যানের ন্যায়, ইযাবতীব দুই তীর আলোকিত কবিযা অনন্ত-কল্পনাব অনন্ত-কুসুম মালঞ্চে মালঞ্চে ফুটিযা উঠিযাছিল। আজ শীতেব সন্ধ্যায নিবিড় কুয়াসা-জালে দিগন্ত সমাচ্ছন্ন কবিযা, কুজ্ঝটিকা-বিমিশ্রিত দ্বিগুণ অন্ধকার নদী-বক্ষে প্রেতপুবীব কৃষ্ণচিত্র প্রতিফলিত কবিতেছে।

মহাকালেব ইতিহাসে মেরু জ্যোতিব ন্যায কি সৃষ্টি ছিল এই মন্দালয়েব সুন্দর অতীত! অতীত চলিযা গিযাছে—আব আসিবে না।

—(॰*॰)—

রাজসাহী ম্যাগাজিনেও সতেব বৎসব বয়স্ক চণ্ডীব 'কয়েকটি উন্নত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে।

রেবতীর অন্তিম খবর

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, বিগত ইং ১৮।১০।১৬ তারিখে পুলিশের গ্রেপ্তারের ভয়ে রেবতী ভাগলপুর ত্যাগের পর তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। চণ্ডীর অকালে নিদারুণ মৃত্যু এবং রেবতীর নিরুদ্দেশে আমি উন্মাদপ্রায় হইয়া দিন দিন একেবারেই জর্জ্জরিত হইতেছিলাম। অভাবের তাড়নায় নিশিদিন যতক্ষণ পারিতাম, কর্ম্ম-ব্যস্ত থাকিতাম। অবসর হইলেই শোকে-তাপে হৃদয় জ্বলিয়া যাইত। বিদগ্ধ বুকের জ্বালাময়ী বেদনা নিঃশব্দ করুণ ক্রন্দনে বিধাতার পাদ-পদ্মে ডালি দিতে চেষ্টা করিতাম।

ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল; রেবতার মৃত্যুর কথা কল্পনাও করি নাই। সর্ব্বদা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখিতাম, কোথাও রেবতীর গ্রেপ্তারের খবর বাহির হয় কিনা? মনে করিতাম, রেবতী হয়ত সাধু-সন্ন্যাসীর অনু-গামী হইয়া তাহার প্রিয় ঠাকুব ভাইয়ের বিয়োগ-বিদগ্ধ-বুকেব জ্বালায় বিবাগী হইয়া কোন পাহাড় পর্ব্বতে ঐশী শক্তিব ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে।

সময় সময় খবব পাইতাম, স্থানীয় পুলিশ ও চৌকিদাব আমাদেব বাড়ীতে ও রূপসা'য় আমার শ্বশুর বাড়ীতে নৈশান্ধকারে ঘবেব পিছনে উঁকি মারিয়া দেখিত, রেবতী ঘরেব ভিতরে লুকাইয়া আছে কিনা? তাহারা স্বীকার করিত, উপর হইতে তাহাদেব প্রতি ঐ বিষযে গোপন আদেশ আছে। প্রায় দুই বৎসর যাবত তাহাদের দ্বারা ঐরূপ প্রচ্ছন্ন তদন্ত চলে।

রেবতীব ভাগলপুর ত্যাগের তিন বৎসর চার মাস পরে—আমি তখন রেঙ্গুনে। উপলতা হইতে আমাব শ্বশুব, আনন্দ চন্দ্র রায়চৌধুরী

মহাশয়ের ১৩২৬ সনের ১লা ফাল্গুনের লিখিত এক রেজেষ্টারী চিঠি পাই। তাহা হইতে নিম্ন সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"গতকল্য ভিংরা ষ্টেশনে সি, আই, ডি আফিসের ইন্স্পেক্টর আসিয়া শ্রীমান্ সুবল ও হরকুমারকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন,— রেবতী নাগ ভাগলপুরে থাকিয়া এ-লে পড়িত, তথায় তাহার দলের লোক কর্ত্তৃক মারা গিয়াছে। কবে মারা গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করে নাই। তাহার ত্যজ্য মালামাল সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহার দুইখানা লিষ্টি করিয়া একখানা সে দস্তখত করিয়া দিয়াছে ও একখানা শ্রীমান্ উৎফুল্ল দস্তখত্ করিয়া দিয়া জিনিষ রাখা গিয়াছে। ঐ জিনিষের লিষ্টির যাহা দস্তখত্ করিয়া দিয়াছে, তাহার নকল এবং ঐ লিষ্টভুক্ত রেবতী যে বিদায়ের প্রার্থনার দরখাস্ত করিয়াছিল, ঐ দরখাস্তের নকল এসঙ্গে পাঠান গেল, আসল এখানে রাখিলাম। আবশ্যক হইলে লিখিবেন, পরে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

কলেজে রেবতীর বিদায়ের দরখাস্ত

30/ Sd./ G Dhar. Sd / M. L Roy. Sd / I. M. S.
19. 10. 16.

To
The Principal T. N. J. College, Bhagalpur.

Sir,

I beg to bring to your kind notice that, I could not attend College from 11th to 16th instant on account of fever.

May, I therefore, hope that you will be kind enough to grant me the leave of absense for these days only.

I, remain Sir,
Your most obedient pupil
Sd./ Rebati Charan Nag
2nd Year Class A
Roll No 117

Dated the 21st. Sept. 1916

The fact is true

Sd / Kunja Behari Acharjee

Leave for the period 11th to 16th instant allowed.

Sd/-··· . . ..
26. 9 16

He was under my treatment

Sd/- ••• ····· ... .
Asst. Surgeon.
23. 9. 16

রেবতীর ত্যজ্য জিনিষপত্র গ্রহণ বিষয়ে উৎফুল্ল নাগের রসিদ।

49+36+4=89.

Received 89 articles included and contained in 3 Steel Trunks belonging to my late Causin Rebati Nag, on behalf of his father now at Rangoon, Babu Rajkamal Nag my uncle. I stand responsible for these articles in case he may not have received these on coming from Rangoon.

Sd/- Utfulla Kusum Nag
12. 2. 20

উক্ত বিষয়ে পুলিশ অফিসারের নিদর্শন।

I made over the items to Utfulla Nag on the identification of the gentlemen signing their names herein.

Sd/- S. Bhowmik
D I. O.
12. 2.

স্বাঃ শ্রীহরকুমার চৌধুরী
সাং সাহাপুর
স্বাঃ শ্রীসুবলচন্দ্র রায়চৌধুরী
সাং সাহাপুর

পুলিশ প্রদত্ত রেবতীর জিনিষপত্রের তালিকা।

1.	Manuscript Notes on History	1	Copy
2.		1	,,
3.		1	,,
4.	, History, Logic etc	1	,,
5	, on English etc.	1	,,
6.	,, on History	1	,,
7.	Manuscript on Idiomatic Logic	1	,,
8.	,, ,, ,,	1	,,
9.	,, ,, ,,	1	,,
10	,, on History, Sanskrit, English	1	,,
11.	,, On History of England	1	,,
12.	,,	1	,,
13.	Logic by Karvick Rend	1	,,
14.	Cover by papers	1	,,
15.	Marandius History of Greece	1	,,
16.	Micks ,, ,, Rome	1	,,
17.	Rise of ancient Mariner	1	,,
18.	,, by S. C. Bose	1	,,
19.	Ghose's Hand Book of Hindus of England	1	,,
20.	Ruge Logic	1	,,

পুলিশ প্রদত্ত বেবতীর জিনিষপত্রের তালিকা।

lines E. Essay on Bangavasha found in number 20 1 Copy

22. Mamaurs History of Some 1 ,,
23. Brooks Milton 1 ,
24 College Dictionary 1 ,,
25. Chambers' Dictionary 1 ,,
26. Longman Atlus 1 ,,
27. Brooks Milton 1 ,,
28. উপক্রমণিকা 1 ,,
29. ভক্তিযোগ 1 ,,
30. তীর্থ সলিল 1 ,,
31. কুহু ও কেকা 1 ,,
32 কথা সরিৎ সার 1 ,,
33. Application on leave found in number 30 1 ,,
34. ললিত কলা 1 ,,
35. মাসিক বসুমতী 1 ,,
36. রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী 1 ,,
37 গীতাঞ্জলী 1 ,,
38. বাঙ্গালা অভিধান 1 ,
39 ব্যাকরণ কৌমুদী 1 ,,
40. Tod's Annul of Rajasthan 1 ,,
41. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত 1 ,,
42 The Student Augst 15 1 ,,
43 Ramayan 1 ,,
44. Road to Sanskrit Composition 1 ,,
45 Blank covers 4 ,,
46 San-krit Composition 1 ,,
47 Covers 3 ,,
48. Picture written of জননী ইত্যাদি 1 ,,
49. One copy of Pratapaditya 15. 5. 16 1 ,,

পুলিশ প্রদত্ত রেবতীর জিনিষপত্রের তালিকা।

ONE STEEL TRUNK

1.	Bilati Blanket	1	Piece
2.	ধুতি	5	,,
3.	গেঞ্জি	1	,,
4.	Empty Ink pot	1	,,
5.	Gum pot	10	,,
6.	Tin ডিবিয়া	2	,,
7.	E R. Time Table	2	Copies
8.	Indian Bradsaw	1	,,
9.	Alludd in Railway Jail	1	,,
10.	B. N. W. R. Time Table	1	,,
11	The Student "Sept" 15	1	,,
12.	Galivar's Travels	1	,,
13.	Physical Hygine	1	,,
14.	Ganapana	1	,,
15.	বৃহৎ স্তোত্র রত্ন-মালা	1	,,
16.	Row & Webb Stevension	1	,,
17.	Hindi Learner	1	,,
18.	Chayanika	1	,,
19.	Notes on History of India	1	,,
20.	Catalague of books	2	,,
21.	Catalague of Books	1	,,
22.	প্রবাসী	2	,,
23.	প্রবাসী	1	,,
24.	প্রবাসী ১৩২০	1	,,
25.	প্রবাসী ১৩২২	1	,,
26	Joga Darpan	1	,,
27.	Looking glass	1	,,
28.	Soap	1	,,
29.	Black Stride Coat	1	,,
30.	Comb	1	,,
31	ধুতী	1	,,
32.	Wrapper	1	,
33.	King's Primer	1	,,
34.	E. I. R. Time Table	1	,,

পুলিশ প্রদত্ত রেবতীর জিনিষপত্রের তালিকা।

ONE STEEL TRUNK

1.	Poems of Wordsworth	1 Copy
2.	Bhatti Kabyam	2 ,,
3.	Bhatti Kabyam	1 ,,
4.	ভারতে বিবেকানন্দ	1 ,,

শ্বশুর মহাশয়ের লিখিত উক্ত পত্রে পুলিশের কথিত ভাগলপুরে পড়িবার কালে রেবতী তাহার দলের লোকের হাতে মারা যাওয়ার সংবাদে বা জিনিষপত্রাদি ফেরৎ দেওয়ার খবরে আমি বিশেষ বিচলিত হই নাই। যে হেতু তিন বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে আমার ভাগলপুর যাওয়ার অব্যবহিত পরে যে পুলিশের ভয়ে রেবতী সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা যথাসময়েই সংবাদপত্রে জানিয়াছি। আমার মনে হইল, তৎকালেই রেবতীর জিনিষপত্রগুলি পুলিশের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং পুলিশের প্রদত্ত খবর সত্য নহে বুঝিয়াছিলাম।

কিন্তু আমি উৎকণ্ঠিত হই, কেন তিন বৎসর অতীত করিয়া পুলিশ রেবতীর জিনিষপত্র ফেরৎ দেয়? কেন রেবতীকে ভাগলপুরে গ্রেপ্তার করিতে যাওয়ার কথা গোপন রাখে? কেনই বা অবোধ্য, অসম্পূর্ণ সংক্ষেপ কথায় "দলের লোকের দ্বারা ভাগলপুরে রেবতীর হত্যার কথা ঘোষণা করে"?

আমি তৎকালে, আমার রেঙ্গুনের ঠিকানা '43, Botataung' হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া নিরুদ্দিষ্ট রেবতীর সঠিক খবর পাইবার জন্য বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত কলেজের সেক্রেটারীর সমীপে ডাক যোগে অনেকগুলি আবেদনপত্র পাঠাই।

এই সময়ে ভাগলপুরে বাবু সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযের নিকট পত্র দিয়া তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পোষ্টকার্ডে যে উত্তর পাই তাহা এই,—

সতীশবাবুর পোষ্টকার্ড।

'সুভাষগঞ্জবাজার'
বাপ্পার দোকান,
ভাগলপুর সিটি।
৭ই চৈত্র, ১৩২৬ সাল।

মহাশযের ১।৩।২০ তারিখের পত্র যথাসমযে পাইলাম কিন্তু আমি উপস্থিত না থাকায মহাশয়কে সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই এজন্য ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। টিকিট দিবেন না আবশ্যক হইলে পত্র লিখিলে সময়ে উত্তর পাইবেন তবে যদি আমি এখানে না থাকি তবেই বিপদ হইতে পারে। যদি বিলম্ব হয় পুনরায় লিখিবেন উত্তর দিব। শ্রীমান রেবতী বাবাজীবন সেই হইতেই আর তাহাকে চক্ষে দেখি নাই বা সন্ধান পাই নাই। পুলিশ ইতিঃপূর্ব্বে এবং এখন মধ্যে মধ্যে আইসে। এইমাত্র ছাড়া আর আমি সত্য অনুসন্ধান জানি না। অত্রস্থ মদীয় কুশল, মহাশয়দিগের মঙ্গল লিখিযা বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেবতীর হত্যা ব্যাপারে কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে ১৭।৩।২০ইং তারিখে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পলিটিকেল ডিপার্টমেণ্টের এডিসানল সেক্রেটারী সমীপে এক দরখাস্ত পাঠাইলাম। উত্তর না পাওয়ায় পুনঃ ২।৪।২০ ইং এক রিমাইণ্ডার দিয়াও উত্তর মিলিল না। এই দরখাস্তের প্রার্থিত বিষয়গুলি তৎকালে "ঢাকাপ্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঢাকা প্রকাশ।

১৫ই চৈত্র, ১৩২৬ সন।

অনুদ্দিষ্ট মৃতের কথা।

শোকার্ত্ত পিতার আবেদন।

শ্রীযুক্ত রাজকমল নাগের নিবাস ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ সিদ্ধস্থান মেহারের সংলগ্ন উপলতা গ্রামে। তিনি বিগত ১৭ই মার্চ তারিখে রেঙ্গুন হইতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের বরাবরে এক দরখাস্ত করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রেবতী চরণ নাগ কুমিল্লা জিলা স্কুল হইতে বিগত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পিতা দরিদ্রতা নিবন্ধন পুত্রের পড়িবার খরচ বহন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, রেবতী বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। পিতা তখন রেঙ্গুনে ছিলেন; রেবতী তাঁহাকে পত্র-যোগে জানাইয়া ছিল যে, যতদিন সে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিবে, তৎপর্য্যন্ত সে আর বাড়ী ফিরিবে না।

তদবধি রেবতী পিতার নিকট কোন পত্রাদি লিখে নাই; তবে উহার পিতা লোক-পরম্পরা জানিতেন যে, সে বহরমপুর কলেজে পড়িত এবং পরে তথা হইতে অন্য কোন কলেজে গিয়াছে; কিন্তু কোথায় তাহা তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি রেঙ্গুনে থাকিয়াই উহার পিতা দেশস্থ কোন আত্মীয়ের পত্রে জানিতে পারেন যে, বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জনৈক পুলিশকর্ম্মচারী তাঁহাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন ভিঙ্গরাতে আসিয়া রাজকমল বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রকে তথায় ডাকিয়া নিয়া তাঁহার

নিকট বেবতীব কাপড চোপড 'পুস্তক' মাল ইত্যাদি বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, রেবতী ভাগলপুর কলেজে অধ্যয়নকালে তথায় ভাহাব দলেব লোক কর্ত্তৃক মারা গিয়াছে।

এখন রেবতীর মর্ম্মাহত পিতা জানিতে চাহেন যে, কোথায, কখন এবং কি উপায়ে রেবতীব জিনিষপত্র পুলিশের হস্তগত হইল ? কত-কাল এবং কি জন্ম এইগুলি পুলিশেব হেপাজাতে ছিল ? যদি বেবতীব হত্যা সংবাদ সত্য হয়, তবে কোথায়, কখন, কি প্রকাবে এবং কাহাব দ্বাবা সে নিহত হয় ? পুলিশ কখন এবং কোন সূত্রে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছে ? হত্যার কাবণ এবং হত্যাকাবীদেব অনুসন্ধানার্থ পুলিশ কি উপায় অবলম্বন কবিয়াছেন ? পুলিশ গবর্ণমেণ্টেব নিকট ভুল বিপোর্ট কবিয়াছে কি না ? গবর্ণ মেণ্টই বা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ? মৃত দেহের কি গতি হইয়াছে ? পিতার নিকট হইতে এতকাল এই হত্যা-ব্যাপার চাপা দিয়া বাখিবাব কারণ কি ? জিনিষ-গুলিই বা এতকাল বেবতীব পিতাকে দেওয়া হয় নাই কেন ? সম্প্রতি যে মৃত্যু-সংবাদ রেবতীর আত্মীয়দিগকে দেওযা হইয়াছে, উহা এইরূপ অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট কেন ? বেবতীব জীবিতকালেব বা মৃতদেহবে কোন ফটোগ্রাফ আছে কিনা ? বেবতীব কিরূপ দল ছিল ? সে ঐ দলে কি কার্য্য করিত ? পুলিশ ঐ দলেব অস্তিত্ব কবে জানিতে পারিয়াছে ? প্রশ্নগুলিব বিশদ উত্তর পাইলে, এবং যদি বেবতীব ফটো পাওয়া যাইতে পাবে, তবে উহার পিতা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবেন।

ইতিমধ্যে কার্য্যোপলক্ষে আমি মাণ্ডালয়ে গিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিবিয়া আসিয়া ২৩।৩।২০ইং "গৌবীশঙ্কব" নামক বেবতীব গুণমুগ্ধ জনৈক ভদ্রলোকেব একখানি চিঠি পাই। চিঠিখানি বঙ্গ-দেশের কোন স্থান হইতে ডাকযোগে আমাব নামে ও ঠিকানায প্রেবিত। উহার পোষ্টিং মোহব অস্পষ্ট। গৌরীশঙ্কববাবুকে, তাহাও জানিনা। উহা ছদ্মনামও হইতে পারে। চিঠির মর্ম্মে আমাব ন্যায় পাষাণ ব্যক্তিব হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি রেঙ্গুনেব চাকুবী ছাড়িয়া উন্মাদের ন্যায় দেশে চলিয়া আসি।

Babu
Raj Kamal Nag
43, Botataung
Rangoon

সমস্ত অতীত, আপনার ~~[illegible]~~ ও
আপনার-পরিবার দেবী-সোমকে
গভীর-সমবেদনার প্রতীক-এবং কি
দেবেন দাদা ? এবং যেসমস্ত
নিজে তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করি।
ইতি-
আপনার-পুত্রস্থানীয়-,
শ্রী-গৌরী শঙ্কর-।

চিঠিতে ছিল "সিডিসন্ কমিটীর রিপোর্টের" কথা। উক্ত রিপোর্ট কি বস্তু, কখনো দেখিনাই। নানাস্থানে অনুসন্ধানের পর, এক উকিল বাবুর লাইব্রেরীতে সিডিসন কমিটির রিপোর্ট নামক একখানা বহি প্রাপ্ত হই। উক্ত বহি হইতে রেবতীর সংশ্রবে নিম্ন বিষয়গুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

REPORT OF THE SEDITION COMMITTEE, 1918.

Page 86

In January 1917, Rabati Nag, a revolutionary, was murdered by his comrades at Serajganj, but this was on a charge of immorality.

Page 89.

No.	Date	District	Vill. & P. Stn	Incident	Loot	Casualities	Remarks
1	—	—	—	—	—	—	—
2	January 1917	Pabna	Sirajganj	Murder of Rebati Nag	—	One man killed	—

Pages 128—130.

Other Incidents

118. We find that in 1913 Sachindra Sanyal, subsequently prominent in the Benares Conspiracy Case, started a branch of his Benaras Samity at Bankipur, the capital of Bihar, with a view apparently to obtain recruits from the college there. One of the successive organizers of this branch was Bankim Chandra Mitra a Bengali student at the Bihar National College subsequently convicted in Benaras Conspiracy Case While still at the college he instilled "love of the country" into the mind of Raghubir Singh, a Bihari student. The manner in which this was done was thus described in court by a fellow student "Bankim Chandra entered the Bihar National College. He formed a society where he used to give instruction in the works of Vivekananda. I was the master. An oath was taken on entering the society, by the name of God and priests, not to divulge the secrets of the society to any outsider. We were told that we should strive against the British Government, that they should be driven out of the country. We must make preparations so as to be in a position to turn them out". Shortly after receiving this instruc-

tion Raghubir Singh assisted in the distribution of Liberty leaflets and subsequently migrating to Allahabad, obtained the post of clerk in the depot office of the 113th Infantry. While holding that position he was convicted of distributing more Liberty pamphlets containing exhortations to rebellion and murder, and was sentenced to two years imprisonment. The next sings of revolutionary activity in Bihar were the arrivals at Bhagalpur of first one and then another member of the Dacca Anusilan Samiti for the purpose of corrupting the student of that place. The most important of these emissories was Rebati Nag, since murdered by his fellow-conspirators. The method of argument adopted by this man will best be appreciated by quotations from the statement of students on the subject :—

(a) From a statement made by a student of the Tej Narayan Jubillee College, Bhagalpur, on the 29th of March, 1917 :—

"Rebati frequently talked about the Mother-land and told us that we (meaning Biharis) are doing nothing for the sake of the mother-land and exhorted me to emulate the students of Bengal. He frequently told me that there is no strong public opinión in Bihar and there are no political leaders. He always told me that we should always be ready to lay down our lives for the sake of the mother-country. He told me that the Bengalis committed dacoities not for personal gain but for the welfare of the country. He always advised me to read the accounts of dacoities, political arrests, outrages and house-searches and to

think over the matter. In short, he told me that we Biharis should do the same work as is done by the anarchists in Bengal. He pointed out to me that it is not possible for Bengalis to work in Bihar. They (Bengalis) can only educate and instruct the Biharis. Rebati talked about the above subjects when we were alone. He expressly instructed me not to broach upon the above matters in presence of anybody."

(b) We may next quote an extract from a statement made on the 20th of December, 1917 by a pupil of the Barari High English School, Bhagalpur :—

"Rebati impressed upon me that the British had ruined us by obstructing the growth of nationalism in India and checking the progress of education and other good causes which go to build up our nationality. Rebati further said that the British were holding a thousand times better appointments than the Indians and were taking away all the wealth of our Mother-land. The British, he said, were trying to keep us as a servile nation all throughout our lives. He quoted several instances of Bengal and said how beautifully the members of the revolutionary party were working there and that it was our duty here to raise ourselves in the same level with them and a time would come when we 33 crores of Indians by proper unity would free our Mother-land and make her free from the British Nation. He went on to show that out of 33 crores only three crores were getting bread and the rest were starving in India."

"Rebati further told me that a Government like the one held by the late Ramchandra, Dasarathi and Janak of the golden age (Ramayan period) with ministers like the saint Biswamitra should be established in India by the Indians by expelling the British. In short, he said, that we ought to have a model Government like the one in the golden age, when there was no famine or sin among the governing body and the people He quoted several passages from the Ramayan to impress me further."

Rebati Nag obtained some recruits and established a retreat for absconders, but was subsequently induced to flee by the arrival of an officer from Bengal to arrest him Propagandism, however, went on after his departure, and recruits were obtained in several districts. Through the activities of the police, however, and the use of the Defence Act no outrages have occurred in Bihar since the Nimez murders.

* * * * * *

conclusion regarding Bihar & Orissa

We find that the province of Bihar and Orissa has been slightly affected by the revolutionary movement, although it has been the scene of two of its worst crimes.

This province, however, has been used, and will in all probability continue to be used, both as a seed-bed for propaganda and as a harbour for absconders. Hitherto the character of the general population and the vigilence of the authorities, assisted by the operation of the Defence of India Act, have been able to prevent graver mischief.

রাউলাট কমিটীর রিপোর্টে রেবতীর হত্যাস্থান সিরাজগঞ্জ উল্লেখ থাকায় আমি তথায় যাই। যমুনাতটে অবস্থিত সিরাজগঞ্জের সম্ভ্রান্ত উকিল কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মোহরার বাবু গদাধর করের আশ্রয়ে দুই দিন কাটাই। ওখানে জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু রেবতীর হত্যা সংবাদ কেহই কিছু জ্ঞাত নহেন বলিলেন। প্রবীন উকিল বাবু প্রাণেশ চন্দ্র সেন বলিলেন "রাউলাট রিপোর্টে বর্ণিত রেবতীর হত্যা সম্বন্ধে অনেক দিন পূর্ব্বেই আমি এক পুলিশ অফি-সারকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছুই বলিতে না পারিয়া আমৃতা আমৃত করিয়া সারিয়া পড়েন; তখনই ধারণা করিয়াছি রিপোর্টে কোথাকার উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া এক গোঁজামিল দিয়া রাখা হইয়াছে।"

আরও জানিলাম, ১৯১৭ সালের মার্চ্চমাসে সিরাজগঞ্জে কবিরাজ তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এক যুবক পুত্রকে বিপ্লবী দলের লোক হত্যা করে এবং তাহার মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া যমুনার জলে ফেলিয়া দেয়। আমি কবিরাজ তারকেশ্বর বাবুর সহিতও দেখা করি। তিনি বলিলেন তাঁহার পুত্রের হত্যার ব্যাপারে ৬।৭ মাস পর্য্যন্ত সিরাজগঞ্জে বহু পুলিশ তদন্ত চলিয়াছে, তৎকালেও এখানে কোন রেবতী নাগের হত্যার খবর তাঁহারা কেহই কিছু শুনেন নাই।

সিরাজগঞ্জ হইতে বাটী ফিরিয়া সকাউন্সিল বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুর সমীপে ২০।৫।২০ ইং ডিরেক্ট্ এক দরখাস্ত এবং ২২।৫।২০ ইং; আমার আত্মীয়যোগে অনুরূপ দরখাস্ত প্রেরণ করি। ২৫।৫।২০ ইং ও ২৬।৫।২০ ইং; উক্ত উভয় দরখাস্তের প্রাপ্তী স্বীকার পত্র পাই।

HIS EXCELLENCY THE RIGHT HON'BLE
LAWRENCE JOHN LUMLEY DUNDAS, EARL OF RONALDSHEY, G. C. I. E.

The Governor in Council, in the Presidency of Bengal.

Dated, Upalata, P. O. Mehar, Dist. Tippera, the 20th of May, 1 9 2 0.

The humble petition of Raj Kamal
Nag of Village Upalata, P. O.
Mehar, P. S. Hajiganj,
District Tippera.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :-

1. That your Excellency's petitioner's second son Revati Charan Nag passed the Matriculation Examination from the Comilla Zilla School in 1915 when he was only 17 years old.

2. That in February last, a relation of his wrote to Your Excellency's petitioner at Rangoon to the effect that a Police officer named Mr S. Bhomick had come to Bhingra, a railway station on the A. B. Railway, not very far from Your Excellency's petitioner's house, on the 12th idem, called Utfulla Kusum Nag, Your Excellency's petitioner's nephew, at the railway station, and made over to him there under a receipt articles of Revati, 89 in number.

3 That the said police officer had also stated that Revati was studying at the Bhagalpur College and that he was murdered there by his own party.

4. That extr·mely shocked and grieved at this unexpected and horrible news, Yours Excellency's petitioner submitted a petition to the Additional Secretary to the Government of Bengal, Political Department, on the 17th March last followed by a reminder on the 2nd April last, praying to be supplied with informations on the following points :-

(a) How, when and where did the police take into their custody the books and other articles of Revati ?

(b) How long were the articles in Police custody and why were these articles in charge of the Police ?

(c) If the news of Revati's death is true, then when and where and in what way and by whom Revati was murdered ?

(d) When and how the Police got the news of the Murder ?

(e) What step has been taken by the police to trace the murderer and the cause of murder ? Whether the police submitted any report to the Government and what conclusion the Government arrived at ?

(f) What became of the dead body ?

(g) What have been the reasons of suppressing this news from Your Excellency's petitioner so long and why these articles were not made over earlier ?

(h) Why is the news of death given in this vague manner instead of definitely giving it to Your Excellency's petitioner direct ?

(i) Whether any photo of Rebati was taken when he was living or when he was dead ?

(j) What was the nature and the character of the party joined by Rebati and what did they do? What was the duty assigned to Rebati by his party ? When did the police come to know of this party ?

5. That your Excellency's petitioner was not favoured with any reply by the Additional Secretary.

6. That, on the 19th March last, a letter addressed to your Excellency's petitioner was received at his office at Rangoon; and it was made over to Your Excellency's petitioner on the 23rd idem on hi return from Mandalay; a copy of which with an English translation is annexed hereto for Your Exs cellency's kind consideration. The letter purports that police tortures were responsible for his death and affirms that the writer knew him very intimately and that therefore he had no hesitation in asserting that his moral character was unimpeachable.

7. That in view of this letter giving quite a different version of the manner of death as well as of the party concerned in it, Your Excellency's petitioner has fallen into greater trouble and confusion.

8. That the letter referred to above purporting to have been written by one Gouri Sankar has also a reference to the Sedition Committee's Report on the death of Revati.

9. That, on receiving this letter, Your Excellency's petitioner was so overwhelmed with grief that

he had to resign his post, the only means of subsistence for his family of 25 members and leave Rangoon for good and come over to Bengal, and that he has since consulted the Sedition Committee's Report and has been much more confounded from two different versions of the place of occurrence :- the Sedition Committee's Report stating Serajganj; and the Police officer at Bhingra, stating Bhagalpur; and that this inexplicable discrepancy gives rise to a suspicion if any enquiry was ever held into the matter of death.

10. That Your Excellency's petitioner personally went to Serajganj (the place of occurrence as stated in the Sedition Committee's Report) and saw a number of respectable and educated persons of the locality (including pleaders, muktears, medical practitioners, merchants, etc.) who denied having ever heard of this murder at Serajganj or of any enquiry in connection with it ; rather they were taken aback by the story as related in the Sedition Committee's Report.

11. That Your Excellency's petitioner is unable to understand why the Police did not make over the articles of his son Revati, which seem to have been in their custody since October, 1916, earlier than the 12th February, 1920 ; and also why no direct and straightforward course had been taken to deliver these articles as well as the news of the murder of Revati ; although, as evident from the Sedition Committee's Report, the murder of his son Revati must have been know to the police at least early in January, 1918.

12. That the above considerations make one believe

(a) that the knowledge of the murder of Revati was intentionally withheld from the father and relations of Revati for more than three years' time, as also from the people of Serajganj and the public at large,

(b) that the allegations made in Gouri Sankar's letter regarding police tortures were possible.

13. That, in this connection, Your Excellency's petitioner begs to submit that though the Sedition Commitee assigns his immorality as the cause of Revati's murder, Your Excellency's petitioner as well as all others who had known him intimately can hardly pursuade themselves to believe that Revati could ever take to immoral ways of life.

14. That, a glance at the books of Revati returned by the police will tell any one that there were the last books to be selected by one who had given himself up to pleasure.

15. 'That even Baboo Satish Chandra Banerjee of Bhagalpur under whose roof Revati put up till October, 1916 (that is till three months prior to his murder) as the residential tutor of his tender boys, has still nothing but kind words to say of Revati.

16. That having in view the fact that the Sedition Committee's Report describes Revati as the most important of the revolutionary emissaries at Bhagalpur, and according to this report his activities there con-

tinued till he was induced to flee by the arrival of an officer from Bengal to arrest him in October, 1916 (three months prior to his murder), it is not possible that a man who lost his character would be held in high esteem by the revolutionary party, and entrusted with the work of their organisation. Had he lost his character, while at Bhagalpur, his asscciates would have murdered him then and there. Your Excellency's petitioner believes that the charge of immorality was an after thought.

17. That in view of these conflicting circumstances, Your Excellency's petitioner in his extreme affliction begs Your Excellency to be pleased to furnish him with a well-investigated and detailed statement of the murder of his son Revati, for which act of kindness Your Excellency's petitioner as in duty bound shall ever pray.

Enclo :-
Two only.

THE ENGLISH TRANSLATION OF GOURI SANKAR'S LETTER.

SRI HARI.

Esteemed Sir,

We have come to learn from the Sedition Committee Report that the said Commitee (held ?) that the Revolutionery party murdered your son Revati Nag in 1917 for immorality. We, however, knew him on reliable source and were also specially intimate with him. Hence we are in a position to say that the statement is absolutely false. None but the Rowlatt Committee has till now felt justified in casting aspersions

upon his spotless character. For aught we know, we may say, and we firmly believe that this is the fact that taking him to be an energetic patriot and a member of the inner circle of the Revolutionary movement, the police with a view to extort a confession subjected him to extreme and inhuman tortures, as a consequence of which the hurt being gievous that patriot met with his death. Of course, it may be, the police did not desire his death, but lost in their zeal for extorting a confession from him, they beat him so mercilessly that he died and went beyond all suffering. Laying the blame for this murder at the door of his countrymen, the Government or for the matter of that the police have (now) turned honest people.

It is now long that he has passed away. If alive, he would also probably have been released under the Royal Proclamation, and who can tell the various patriotic services to which he would have dedicated his life and thus realised the goal of his life and country ? Some irresponsible Police Officers, however, with a view to placing an example of abnormal loyalty nipped that would-be-servant of the country in the bud and thus the country has been deprived of that bright jewell, we are worthless and incapable and can do nothing but express our deep sympathy with you and your family in your bereavement, and we do also pray to the All-merciful to grant his soul peace and rest.

No more to write.

Believe me to be your own son

Sree GOURI SANKAR.

D.E. 405.

GOVERNOR'S CAMP

BENGAL

The 25th May, 1920.

DEAR SIR,

I am directed to acknowledge the receipt of your petition, dated the 2)th Mav, 1920, and to say that it has, under His Excellency's orders been transferred to the Chief Secretary to the Government of Bengal for disposal, to whom any further correspondence on the subject should be addressed.

Yours faithfully,

S/d. ....

For Private Secretary.

Babu Raj Kamal Nag

D.E. 409.

GOVERNOR'S CAMP

BENGAL

The 25th May, 1920.

DEAR SIR,

I am directed to acknowledge the receipt of your petition, dated the 22nd May, 1920, and to say that it has, under His Excellency's orders, been transferred to the Chief Secretary to the Government of Bengal, for di posal, to whom any further correspondence on the subject should be addressed.

Yours faithfully,

S/d .. ..

For Private Secretary.

Babu Raj Kamal Nag.

হিতবাদী
১১ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৩২৭ সাল।

ব্যাপার কি ?

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট চণ্ডীচরণ নাগ নামক এক যুবাকে বিনা বিচারে আত্মীয়স্বজনগণের নিকট হইতে পৃথক করিয়া অন্তরীণ করেন। হতভাগ্য চণ্ডীচরণ নানাপ্রকার কষ্ট ও পীড়া ভোগ করিয়া অবশেষে অন্তরীণ অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রাজকমল নাগ ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এমন কি ভারত গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত বারংবার আবেদন করিয়াও পীড়িত পুত্রের যথোচিত চিকিৎসা বা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করাইতে পারেন নাই। চণ্ডীচরণের এই শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে আমরা একাধিক প্রবন্ধ হিতবাদীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি রাজকমলবাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রেবতীচরণ নাগেরও শোচনীয় মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া এক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা রাজকমল বাবুর পত্র নিম্নে প্রদান করিলাম :—

শ্রীশ্রীঃ --

তারিখ ২৮শে মে ১৯২০ ইং

পরম পুজনীয়

শ্রীযুক্ত হিতবাদী-সম্পাদক

মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণ কমলে

সবহুমান নিবেদনমিদম্—

এ অভাগার নিরীহ ও নির্দ্দোষ জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণ নাগের শোকময় জীবনান্ত কাহিনী আপনার দেশ-বিখ্যাত হিতবাদী পত্রিকায়

দয়া করিয়া ইতিপূর্ব্বে বহুবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনাদের এ অনুগ্রহ জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। চণ্ডীর মৃত্যু সম্বন্ধে ভারত-সচিব সমীপে দরখাস্ত করিয়া সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরের মধ্যেও সদুত্তর পাইলাম না।

যে সনের যে মাসে চণ্ডীর অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয়, ঠিক সেই সনেব সেই মাসেই তাহার একমাত্র সহোদর এ অভাগাব দ্বিতীয় পুত্র বেবতী চরণও নিহত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অধুনা জানিতেছি। হায়! আমার আশা, ভবসা, সংসার পরিজন সবই ধ্বংস হইয়া গেল।

রেবতীর হত্যা সম্বন্ধে সরকারী কোন প্রেস কমিউনিক সাধারণ্যে প্রচার অথবা হত্যাকাবীকে ধরিবাব কি তৎসম্পর্কে খবর দিবার কোন পুবস্কার ঘোষণা হওয়াও জানি না। এমন কি রেবতীর হতভাগ্য পিতা ও আত্মীয়স্বজনদিগকে তিন বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ ঐ নিদারুণ সংবাদেব বিন্দু বিসর্গও জানিতে দেওয়া হয় নাই। সর্ব্ব প্রথমে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী যে সংবাদটুকু মাত্র দেওয়া হয় তাহাও অবোধ্য এবং ভ্রমাত্মক। এডিসনেল সেক্রেটবী পর্য্যন্ত দরখাস্তের উত্তব দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না, এ কষ্ট কাহাকে বলিব?

ইতিমধ্যে ডাকযোগে শ্রীগৌবীশঙ্কর নামা জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তির পত্রখানা প্রাপ্তে তাহাতে সিডিসন কমিটী রিপোর্টের অস্তিত্ব অবগত হইয়া বহু প্রয়াসে উক্ত রিপোর্ট বাহির করি এবং তাহা পাঠে জানিলাম, রেবতীব হত্যাকাণ্ড সিরাজগঞ্জে হইয়াছিল।

সিডিসন কমিটীর রিপোর্টেও হত্যার তারিখ নাই। উহার ৮৬ পৃষ্ঠায় (রেবতীর হত্যার ৩ মাস ও ১২ মাস পরে ভাগলপুরের দুইজন ছাত্রের উক্তি দ্বারা) কেবল তাহার নির্ম্মল চরিত্রে কতকগুলি অসার কলঙ্কারোপ ব্যতীত আর কিছু নাই।

অভাগার হত পুত্রগণের জন্য বেঙ্গল ও ভারত গবর্ণমেণ্ট সমীপে গত ২০শে ও ২২শে মে তারিখে যে দুইখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছি তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ আপনার সমীপে পাঠাইলাম, আশা করি আপনার অনুকম্পায় দেশগৌরব হিতবাদী পত্রিকায় এই হতভাগ্য বঙ্গপরিবারের নিদারুণ সর্ব্বনাশকাহিনী প্রচারিত হইয়া রাজপুরুষ ও সহৃদয় পুলিশ কর্ম্মচারিগণের এবং দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ কবিবে।

বিনয়াবনত

শ্রীরাজকমল নাগ, গ্রাম উপলতা।

পোঃ মেহার, জেলা ত্রিপুরা।

গৌরীশঙ্কর নামক যে যুবকের পত্রে রাজকমলবাবু রেবতীর মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে জানিতে পারেন, সেই যুবকের লিখিত পত্রও আমরা প্রকাশ কবিলাম।

* * * * * *

উপবে লিখিত পত্র দুইখানি এবং বাজকমলবাবুর প্রেবিত দরখাস্ত পাঠ কবিয়া পাঠকগণও নিশ্চিন্ত আমাদেব মত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কবিবেন ব্যাপাব কি? হতভাগ্য রাজকমল বাবুব জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচবণের মৃত্যুর কথা পাঠকগণ যথাসময়ে অবগত হইযাছেন। এখন তাঁহাব দ্বিতীয় পুত্র বেবতীচবণেব মৃত্যু রহস্য কে উদঘাটিত করিবে? বাউলাট কমিটির বিপোর্টে প্রকাশ যে রেবতী তাহার দলেব লোক দ্বারাই নিহত হইয়াছে। কিন্তু যিনি রাজকমল বাবুকে রেবতীর মৃত্যু সংবাদ প্রথমে প্রদান করেন সেই গৌবীশঙ্করের পত্রে প্রকাশ যে পুলিশের অত্যাচারই রেবতীর মৃত্যুর কাবণ। পুলিশের বিরুদ্ধে এরূপ ভীষণ অভিযোগ সত্য কিনা তাঁহার তদন্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

হিতবাদী

১৮ই আষাঢ়, শুক্রবার ১৩২৭ সাল।

দায়ী কে?

গত সপ্তাহে আমরা "ব্যাপার কি?" ইতি-শীর্ষক প্রবন্ধে, বাবু রাজকমল নাগের মধ্যম পুত্র রেবতীকান্তের রহস্যপূর্ণ মৃত্যুর সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম। রেবতীকান্ত নিহত হইয়াছে কিন্তু কোথায়, কাহার দ্বারা এবং কোন্ সময় নিহত হইয়াছে, সে রহস্য আজ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। অবশ্য এই হত্যাপরাধে কেহ না কেহ দায়ী, কিন্তু দায়ী কে?

রাজকমল বাবুর "পুত্র স্থানীয়" শ্রীগৌরী শঙ্কর তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। তিনি সেই পত্রে লিখিয়াছেন :—

"আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি, এবং ইহা সত্য বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে পুলিশ তাঁহাকে একজন উৎসাহশীল, স্বদেশসেবক revolutionary movement এর একজন অন্তরঙ্গ সভ্য বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার উপর অতিরিক্ত ও অমানুষিক অত্যাচার করে ও ফলে আঘাত গুরুতর হওয়ায় সেই স্বদেশ সেবকের প্রাণ বিয়োগ ঘটে।"

গৌরীশঙ্করবাবু পুলিশের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। ইহাতে পুলিশের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টই নরহত্যার অভিযোগ। এই অভিযোগ প্রকৃত কি না, রেবতী-কান্তের উপরে পুলিশের উৎপীড়নের কথা আদৌ প্রকৃত কি গৌরী-শঙ্করবাবুর অনুমান মাত্র, তাহারও তদন্ত হওয়া আবশ্যক। এই তদন্তের ফল যতদিন জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত না হইবে ততদিন

সকলে পুলিশকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবে। এরূপ সন্দেহ করাও অস্বাভাবিক নহে। কারণ এদেশে আসামীর নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়কালে, অনেক সময় যে পুলিশের কোন কোন কর্ম্মচারী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং পুলিশের একজন কর্ম্মচারী যে অপরাধে অপরাধী হইতে পারে সেই শ্রেণীর গুরুতর অপরাধ করা অন্য কর্ম্মচারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। এরূপস্থলে, রেবতীকান্তের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে পুলিশ তাহার নির্য্যাতন করিয়াছিল এবং সেই নির্য্যাতনের ফলে রেবতীর মৃত্যু হইয়াছে, একথা জনসাধারণে সহজেই বিশ্বাস করিতে পারে।

গৌরীশঙ্কর বাবুর মতে পুলিশের নির্য্যাতনে রেবতীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু রাউলাট কমিটির রিপোর্টে রেবতীর মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে রেবতী বিপ্লববাদীদিগের দলভুক্ত ছিল। পরে সে নিজ দলের নিয়ম লঙ্ঘন করাতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ দলভুক্ত লোকের হস্তেই নিহত হইয়াছে। কমিটির সদস্য-গণ অর্থাৎ যাঁহারা ঐ রিপোর্ট সত্য বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা কোন্ সূত্রে রেবতীর মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিলেন, তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। অথচ বিপ্লববাদী দলের কোন ব্যক্তি যখনই কাহারও দ্বারা নিহত হইয়াছে, তখনই সরকার পক্ষ এক কমিউনিক প্রচার করিয়া হত্যা সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, নিহত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়কে সেই সংবাদ অবিলম্বে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রেবতীকান্তের বেলা ইহাঁর কিছুই হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট কোন কমিউনিকও প্রচার করেন নাই অথবা রেবতীর পিতা রাজকমলবাবুকেও কোন সংবাদ প্রদান করেন নাই, কেন?

হিতবাদী

১৮ই আষাঢ়, শুক্রবার ১৩২৭ সাল।

দায়ী কে ?

গত সপ্তাহে আমরা "ব্যাপার কি ?" ইতি-শীর্ষক প্রবন্ধে, বাবু রাজকমল নাগের মধ্যম পুত্র রেবতীকান্তের রহস্যপূর্ণ মৃত্যুর সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম। রেবতীকান্ত নিহত হইয়াছে কিন্তু কোথায়, কাহার দ্বারা এবং কোন্ সময় নিহত হইয়াছে, সে রহস্য আজ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। অবশ্য এই হত্যাপরাধে কেহ না কেহ দায়ী, কিন্তু দায়ী কে ?

রাজকমল বাবুর "পুত্র স্থানীয়" শ্রীগৌরী শঙ্কর তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। তিনি সেই পত্রে লিখিয়াছেন :—

"আমরা যতদুর জানি তাহাতে বলিতে পারি, এবং ইহা সত্য বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে পুলিশ তাঁহাকে একজন উৎসাহশীল, স্বদেশসেবক revolutionary movement এর একজন অন্তরঙ্গ সভ্য বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার উপর অতিরিক্ত ও অমানুষিক অত্যাচার করে ও ফলে আঘাত গুরুতর হওযায় সেই স্বদেশ সেবকের প্রাণ বিয়োগ ঘটে।"

গৌরীশঙ্করবাবু পুলিশের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। ইহাতে পুলিশের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টই নরহত্যার অভিযোগ। এই অভিযোগ প্রকৃত কি না, রেবতী-কান্তের উপরে পুলিশের উৎপীড়নের কথা আদৌ প্রকৃত কি গৌরী-শঙ্করবাবুর অনুমান মাত্র, তাহারও তদন্ত হওয়া আবশ্যক। এই তদন্তের ফল যতদিন জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত না হইবে ততদিন

সকলে পুলিশকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবে। এরূপ সন্দেহ করাও অস্বাভাবিক নহে। কারণ এদেশে আসামীর নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়কালে, অনেক সময় যে পুলিশের কোন কোন কর্ম্মচারী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং পুলিশের একজন কর্ম্মচারী যে অপরাধে অপরাধী হইতে পারে সেই শ্রেণীর গুরুতর অপরাধ করা অন্য কর্ম্মচারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। এরূপস্থলে, রেবতীকান্তের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে পুলিশ তাহার নির্য্যাতন করিয়াছিল এবং সেই নির্য্যাতনের ফলে রেবতীর মৃত্যু হইয়াছে, একথা জনসাধারণে সহজেই বিশ্বাস করিতে পারে।

গৌরীশঙ্কর বাবুর মতে পুলিশের নির্য্যাতনে রেবতীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু রাউলাট কমিটির রিপোর্টে রেবতীর মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে রেবতী বিপ্লববাদীদিগের দলভুক্ত ছিল। পরে সে নিজ দলের নিয়ম লঙ্ঘন করাতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ দলভুক্ত লোকের হস্তেই নিহত হইয়াছে। কমিটির সদস্যগণ অর্থাৎ যাঁহারা ঐ রিপোর্ট সত্য বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা কোন্ সূত্রে রেবতীর মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিলেন, তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। অথচ বিপ্লববাদী দলের কোন ব্যক্তি যখনই কাহারও দ্বারা নিহত হইয়াছে, তখনই সরকার পক্ষ এক কমিউনিক প্রচার করিয়া হত্যা সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, নিহত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়কে সেই সংবাদ অবিলম্বে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রেবতীকান্তের বেলা ইহাঁর কিছুই হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট কোন কমিউনিকও প্রচার করেন নাই অথবা রেবতীর পিতা রাজকমলবাবুকেও কোন সংবাদ প্রদান করেন নাই, কেন?

যাহা সকলের প্রতি প্রযোজ্য রেবতীকান্তের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হইল কেন?

তাহার পর, আর এক কথা। রাজকমলবাবু তাঁহার আবেদনপত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় বলিয়াছেন :—

"গত ফেব্রুয়ারী মাসে জনৈক আত্মীয় রেঙ্গুনে আবেদনকারীকে চিঠি লিখিয়া জানান যে, এস, ভৌমিক নামক পুলিশ কর্ম্মচারী, আবেদনকারীর বাটীর অনতি দূরবর্ত্তী ভিংরা রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া আবেদনকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র উৎফুল্লকুসুম নাগকে ডাকিয়া নেয় এবং তথায় বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার নিকট হইতে রসিদ লইয়া রেবতীর ৮৯ পদ (প্রস্ত) জিনিষ প্রত্যর্পণ করেন।

উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী ইহাও বলিয়াছিলেন যে "রেবতী ভাগলপুর কলেজে পড়িত তথায় সে তাহার দলের লোক কর্ত্তৃক মারা গিয়াছে।" এস্থলে আমরা রাউলাট কমিটির রিপোর্টের বিবৃত বর্ণনার সমর্থক একটা কথা পাইতেছি যে রেবতী "তাহার দলের লোক কর্ত্তৃক মারা গিয়াছে।" কিন্তু তাহার পর আর কিছুই জানিতে পারিতেছি না। পুলিশকর্ম্মচারী এস, ভৌমিক বলিয়াছেন যে রেবতী তাহার দলের লোক কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাউলাট কমিটির সদস্যগণও পুলিশের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই রেবতী যে তাহার নিজের দলের লোকের দ্বারা নিহত হইয়াছে, এই কথা রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থক অন্য কোন কথাই রিপোর্টে নাই।

ইহার পর এই শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে যে কোন লোকের মনে যে সকল কথা স্বতই উঠিয়া থাকে, রাজকমলবাবুর মনেও সেই সকল কথার উদয় হইয়াছিল।

রাজকমলবাবু কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত ইহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এ নীরবতার কারণ কি?

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে do not wash your dirty linen in the street তোমার মলিন বস্ত্র রাজপথে লইয়া গিয়া ধৌত করিও না। আমরা শুনিয়াছি যে অনেক সময় কোন পুলিশ কর্ম্মচারী কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু সেই দণ্ডের কথা সাধারণকে জানিতে দেন না। তাঁহারা মনে করেন যে বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের দণ্ডের কথা জনসাধারণের নিকটে প্রকাশ করিলে সাধারণের দৃষ্টিতে সেই বিভাগকে হেয় করা হয়। সেই জন্য তাঁহারা অপরাধীর দণ্ডবিধান করিলেও জনসাধারণকে জানাইতে চাহেন যে তাহাদের অধীন কর্ম্মচারীর কোন অপরাধ নাই, সে তাহার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছে, সুতরাং সে দণ্ডার্হ নহে বরং প্রশংসার্হ।

জনসাধারণ কোন রাজকর্ম্মচারীর অপরাধ বা তজ্জনিত দণ্ডের কথা জানিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম নষ্ট হইবে, এই ধারণা অনেক রাজপুরুষের মনেই বদ্ধমূল। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক। রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকের মনে এই ধারণা থাকাতেই যে গভর্ণমেণ্টের সুবিচারের প্রতি লোকে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা তাঁহারা একবারও মনে করেন না। অনেকেই মনে করেন যে পাছে রেবতীর প্রকৃত মৃত্যু রহস্য প্রকাশিত হইলে পুলিশ বিভাগের কোন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে, হয়ত সেই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছাপুর্ব্বক যত্ন সহ-সহকারে এই ব্যাপার জনসাধারণের নিকটে এমন কি রেবতীর পিতা রাজকমলবাবুর নিকটেও গোপন করিয়াছিলেন। কেবল যতটুকু প্রকাশ না করিলে নহে, ততটুকুই প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু ব্যাপার যেরূপ গুরুতর, গৌরীশঙ্কর বাবু পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতব অভিযোগের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে এই বিষযটি আব চাপা দিয়া রাখিলে চলিবে না। ইহার রীতিমত তদন্ত কবিযা রেবতীর হত্যাকাবীর অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং তাহাব অপরাধ সপ্রমাণ হইলে প্রকাশ্য বিচারালযের সাহায্যে তাহার যথোচিত দণ্ডবিধান করিতে হইবে। যদি বেবতী নিজেব দলেব লোক কর্তৃকই নিহত হইয়া থাকে তবে সেই হত্যাকারীকে সমুচিত শাস্তি দিবাব জন্য গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা কবিযাছেন বা করিতেছেন, তাহা জনসাধাবণ জানিতে চাহে। জনসাধারণ জানিতে চাহে যে রেবতীব হত্যাব জন্য দায়ী কে? এই হত্যার সংবাদ যথাসময়ে তাহার পিতার নিকটে প্রেরণ না কবিবার জন্য দায়ী কে? হত্যাকারীর অনুসন্ধানেব জন্য কোনরূপ চেষ্টা না কবিবার জন্যই বা দাযী কে? জনসাধাবণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে ইহাব উত্তর জানিতে চাহে।

—(:*:)—

মোহাম্মদী
১৮ই আষাঢ় শুক্রবাব, ১৩২৭ সাল।

রাজকমলবাবুব পত্র

ত্রিপুবা জিলার উপলতা গ্রামের বাবু রাজকমল নাগ মহাশয় আমাদিগকে এক শোকপূর্ণ পত্র লিখিযাছেন। নাগ মহাশয়েব প্রথম পুত্র চণ্ডীচরণ নাগ বিনা বিচারে অন্তরীণে আবদ্ধাবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রেবতী চবণেরও জীবনান্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি সংবাদ পাইযাছেন। সেই সংবাদ অতি ভয়াবহ। গৌরী-শঙ্কর নামে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির পত্রে প্রকাশ, পৌলিশের অমানুষিক

অত্যাচারে তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। শোকসন্তপ্ত পিতা গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন-নিবেদন করিয়াও তাহার কোন উত্তর পাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের এরূপ নির্ম্মম ব্যবহারে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইযাছি। রাজ প্রতিনিধির নামে নরহত্যার নালিশ রুজু করাই রাজ কমল বাবুর কর্ত্তব্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজকমল বাবু মোকদ্দমা দায়ের করিলে তাহার স্বদেশবাসীগণ এই মোকদ্দমায় যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

—:0:—

আমি আমার উপলতার বাটীতে তখন শোকে-তাপে অবসন্ন, তদুপরি জ্বরও পাঁচড়ার আক্রমণে একেবারেই জর্জ্জরিত ছিলাম। ২৪।৬।২০ ইং বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যূষে আমার চাকর শশী মালী জানাইল, বাহিরবাটীতে আলাচৌকীদার ও একজন কনেষ্টবল আপনার তালাস করিতেছে।" ভাবিলাম, হয়ত আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিযাছে। কিন্তু সে জন্য আমি নির্ভীক ছিলাম। আমাদের গ্রামের চৌকিদারের নাম আব্দুল আলী, ডাক নাম "আলা চৌকিদার"। কষ্টে-স্বষ্টে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহির বাটীতে যাই। উভয়কে বাহিরে দাঁড়ান দেখিয়া বৈঠকখানায বসিতে বলি। আমিও সেখানে বসিয়া তাহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করি।

কনেষ্টবল বলিল, "আমি এইমাত্র পূর্ব্ব গাড়ীতে কুমিল্লা হইতে আসিলাম। কুমিল্লার D. S. P. সাহেব আমাকে পাঠাইয়াছেন, আপনি বাড়ী আছেন কিনা খবর জানিবার জন্য। তিনি আজ এগারটার গাড়ীতে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। যদি ঐ সময়ে আপনি ভিংরা ষ্টেশনে উপস্থিত থাকেন, ভাল হয়। সাহেব আপনার বাড়ীতেই আসিবেন। আমি এখনই ফিরতি গাড়ীতে চলিয়া যাইতেছি, এ গাড়ী লালমাই ষ্টেশনে যে গাড়ীর সহিত cross করিবে, সেই

গাড়ীতেই সাহেব আসিবেন। আপনি বাড়ী থাকার খবব আমি দিলে সাহেব এখানে আসিবেন, অন্যথায় লালমাই হইতে তিনি কুমিল্লা ফিরিয়া যাইবেন।"

আমি ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইলাম। কনষ্টেবল আলা চৌকিদারকে বলিল, "এগারটাব গাড়ীর পুর্ব্বে তুমি বাবুকে নিয়ে ভিংরা ষ্টেশনে উপ স্থিত থাকিও।" তখনই কনেষ্টবল গাড়ী ধরিতে চৌকিদার সহ ভিংবা ষ্টেশনাভিমুখে চলিয়া গেল।

বৈঠকখানায় সাহেবেব বসিবার উপযোগী আমার গরীবানা ব্যবস্থা কবিয়া, আলা চৌকিদার সহ গাড়ীর পুর্ব্বেই ষ্টেশনে উপস্থিত রহিলাম। গাড়ী আসিল, থামিল, সাহেব নামিলেন, তিনি খাস ইংরেজ। সেই কনেষ্টবলও নামিল। আমি নিকটে দাঁড়াইযা সাহেবকে অভিবাদন করিলাম। যাত্রীগণ উঠা নামা করিতেছে, হঠাৎ সাদা পোষাক পরিহিত অপবিচিত এক প্রৌঢ বাঙ্গালীবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কবেন, "আপনি কি বাজকমল বাবু?" আমি "হাঁ মহাশয" বলিলে, তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি এগাড়ীতে সাহেবের সহিত চাঁদপুব যাইতে পারেন" ?

"জ্বরও পাঁচড়ায় আমি কাতব"।

"সেকেণ্ড ক্লাসে যাইবেন"।

"ঠেকা হইলে যাইতে পাবি"।

তিনি সাহেবকে ইংবাজীতে কিছু বলিলেন। তখনি সাহেবের আদেশে তাঁহার আর্দ্দালি ও খানসামা বাস্কেট, খানা ও ব্যাগসহ নামিয়া পড়িল।

ষ্টেশন হইতে একদিকে সিকি মাইল দূরে আমার বসত বাটী, অপর দিকে আরও নিকটে "ভিংরা ডাক বাঙ্গলা" অবস্থিত।

আলোচনান্তে সাহেব ডাক বাঙ্গলায় যাওয়াই সিদ্ধান্ত করেন। এই সময়ে কথা প্রসঙ্গে জানিলাম, প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেই সি, আই, ডি, ইনস্পেক্টার সতীশ ভৌমিক, যিনি রেবতীর জিনিষপত্রাদি কয়েক মাস পূর্ব্বে ভিংরা ষ্টেশনে আনিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সকলে ডাক-বাঙ্গলার ভিতরে গিয়া বসিলাম।

পল্লীগ্রামে সাহেব দেখিলে, প্রায়শঃ লোকের উৎসুক্য বাড়ে। এ সময়ে ডাক বাঙ্গলার চারিদিকে বালক বালিকা, বৃদ্ধ, যুবা প্রায় শতেক লোক ঘের দিয়া দাঁড়াইয়া সাহেব দেখিতেছিল। তাহাদিগকে দূরে সরাইবার ইঙ্গিত করিয়া সাহেব তাঁহার ব্যাগ হইতে কয়েক ফর্দ্দ টাইপ করা কাগজ বাঁধা একটি ফাইল বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিলেন। চারিদিকের লোকগুলি বিতাড়িত হইয়া কেহ চলিয়া গেল, কেহ অদূরে রাস্তার উপর বসিয়া রহিল। সাহেবের ইংরাজী ও আমার বাংলা কথার বিনিময়ের জন্য সতীশবাবু দোভাষীর কাজ করিতেছিলেন। ওখানকার কথা বার্ত্তাদি যতদূর মনে আছে, তাহা এই,—

"আপনার পুত্র রেবতী নাগের ব্যাপারে বাঙ্গলার গভর্ণরবাহাদুর সমীপে কোন দরখাস্ত করিয়াছিলেন কি?"

"হাঁ মহাশয়"।

"ঐ দরখাস্তের এক কপি পত্রিকায় দিয়াছেন কি"?'

"বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েক কপি পাঠাইয়াছি"।

"পত্রিকায় না দিলে কি উত্তর পাইতেন না"?

"সরকারী বেসরকারী দুইদিকের খবরের জন্যই পত্রিকায় দেওয়া। এডিসনেল সেক্রেটরী সমীপে প্রথমে দরখাস্ত ও রিমাইণ্ডার দিয়া দুমাসেও কোন উত্তর পাই নাই।"

"রেবতীর মৃত্যু খবর সর্ব্বপ্রথম কখন জানিয়াছেন" ?

"গত ১২ই ফেব্রুয়ারী আপনার প্রদত্ত খবরই বাটী হইতে পত্র দ্বারা আমাকে রেঙ্গুনে জানান হইয়াছে"।

"গৌরীশঙ্কর কে ? কোথায় থাকে" ?

"তাঁকে চিনিওনা, কোথায় থাকে জানিওনা"।

"হত্যা ব্যপারে তাহার নিকট হইতে বা অন্য কাহারো নিকট হইতে আর কোনও তথ্য জানিয়াছেন কি" ?

"গৌরীশঙ্করের চিঠি ও আপনার প্রদত্ত খবর ব্যতীত আর কোথাও কোন সংবাদ পাই নাই"।

"ঐ চিঠি কোথা হইতে কিরূপে পাইলেন" ?

"রেঙ্গুনে কলিকাতা মেইলের চিঠি পত্র ডেলিভারির সঙ্গে উহা পাই। অনুমান করিয়াছি, বঙ্গদেশের কোন স্থান হইতে আসিয়াছে। চিঠির পোষ্টিং সীল্ অস্পষ্ট।

"সিডিসন রিপোর্ট চাঁদপুরে পাইয়াছেন কি ? কোথায় পাইলেন' ?

"চাঁদপুরে পাইনাই। অন্যত্র এক উকিলের লাইব্রেরীতে পাইয়াছি"।

"কোথাকার উকিল ? নাম কি" ?

'উকিলের নাম-ধাম বলা আমার অনিচ্ছা"।

অতঃপর সাহেব ও ভৌমিকবাবু দুজনে আমার অবোধ্য ইংরাজীতে কিছুক্ষণ আলাপ করিযা পরে ভৌমিকবাবু আমাকে বলিলেন,—

"আপনি রেবতীর হত্যা ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়া যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য সরকার হইতে আদিষ্ট হইয়া সাহেব আসিয়াছেন। আপনাকে লিখিত কোন উত্তর দেওয়া হইবেনা। গোপনভাবে উত্তর দিবার জন্যই সাহেব নিজে আসিয়াছেন। আপনিও ইহা গোপন

ভাবেই অবগত হইতেছেন, এই উত্তরের বিষয়বস্তু আপনি অন্য কাহারো নিকট বা পত্রিকাদিতে প্রচার না করিতে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আপনাকে অনুরোধ করা হইতেছে"।

সাহেব টাইপ করা কাগজ পড়িতেছিলেন, ভৌমিকবাবু তাহার বঙ্গানুবাদ আমাকে বলিতে থাকেন।

"১৯১৭ সালের মার্চ্চমাসে জনৈক রাজ বিপ্লবীর উক্তিতে সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্ট রেবতীর হত্যা ব্যাপার এরূপ অবগত হয়েন যে, বিপ্লববাদী দলে রেবতী ও অন্য কয়েক জন দলের ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিত। তজ্জন্য সিরাজগঞ্জের নিকটস্থ একস্থানে নদীর পাড়ে ঐরূপ নিয়ম লঙ্ঘনকারী অপর কয়েক জনের মোকাবিলায়, দলের কয়েকজন রেবতীর ঘাড় মোচড়াইয়া শ্বাস রোধ করত, তাহাকে হত্যা করে ও তাহার মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেয়। হত্যাকারীরা নিয়ম লঙ্ঘনকারীগণকে তখন এই বলিয়া শাসায়, যে কেহ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিবে, তাহাকে এরূপ করা হইবে।

"১৯১৭ সালের জানুয়ারীতে এ হত্যাকাণ্ড হয়। ফেব্রুয়ারীতে উক্ত দলের হত্যাকারী ও যাহারা এই ঘটনা জানিত তাহাদের কয়েক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ হয়। গভর্ণমেণ্ট অবলিম্বে বিভিন্ন জেলের আবদ্ধ লোকের নিকট অনুরূপ বর্ণনা অবগত হইয়া রেবতীর হত্যা সম্বন্ধে, নিঃসন্দেহ হয়েন। ঐ সকল হত্যাকারীগণকে কোর্টের বিচারে আনা হয় নাই, যেহেতু স্বীকারকারীগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন হইবার ভয়ে কোর্টে বা প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দিতে নারাজ ছিল। এ সকল কারণে তৎকালে আপনাকেও ঘটনা জানান হয় নাই"।

"গভর্ণমেণ্ট হত্যাকারীগণকে শাস্তি দিয়াছেন। তাহারা অদ্যাপি জেলে বা ষ্টেট প্রিজনাররূপে আবদ্ধ আছে, মুক্তি পায় নাই। রেবতী

জিনিষ পত্রাদি ১৯:৬ সালের অক্টোবরে ভাগলপুরে তাহার ঘর খানা-তালাসে বেওয়ারিশমালরূপে পুলিশের হাতে আসে। রেবতীব সম্বন্ধে তদন্তাদি শেষ হইবার পর উহা তাহার বাড়ীর লোকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়"।

"আপনি আর কিছু জানিতে চাহিলে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অথবা সাহেবের যোগে দরখাস্ত দিলে তিনি সরকার হইতে উত্তর আনাইয়া দিবেন। আপনাকে আবারও বলা হইতেছে, আপনি এই সকল বিষয় সাধারণের নিকট বা সংবাদপত্রে যেন কিছুই প্রচার না করেন"।

অতঃপব আমার কযেকটি কথার নিম্নলিখিত উত্তব পাই।

প্রশ্ন—রেবতীর হত্যাস্থলে হত্যাকাবী কয়জন ও দোষী শ্রেণীর কয়জন ছিল ?

উত্তব—জানান যায়না।

প্রশ্ন—হত্যাকারীদের নাম-ধাম জানিতে পাবি কি ?

উত্তব—জানান যায় না।

প্রশ্ন—কথিত দোষের বিষয়ে আস্থা-স্থাপন ও সেই সমদোষের সঙ্গী অনেকের সমক্ষে এমন নৃশংস কাণ্ড সজ্ঘটন কষ্ট কল্পনা।

উত্তর—উহাই গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট।

প্রশ্ন—এরূপ ঘটনায় কারা প্রাচীবাভ্যন্তবে বিচার হওয়া শুনা যায়। এক্ষেত্রে বিচার বা তদন্তাদি না হওয়া বা আমাকে খবর না দিবার অজুহাত দুর্ব্বল মনে হয়।

উত্তর—উহাই গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট।

প্রশ্ন—হয়তঃ কোন পুলিশ স্পাই দলে প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার গতিবিধি রেবতীর চোখে ধরা পড়ে, তাহার দ্বারাই এমন হত্যাকাণ্ড ঘটা চিন্তা করিতে পারি কি?'

উত্তর--না।

প্রশ্ন—যাহার হত হওয়া বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ, তাহারই জিনিষপত্রাদি তিন বৎসরের উর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত পুলিশের নিকট রাখা কি দরকার?

উত্তর—উহাই সরকারী নিয়ম।

প্রশ্ন—যাহার হত্যা ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ, সিডিসন্ রিপোর্টে বর্ণিত তাহার হত্যার দুই মাস ও এগারমাস পরে রেবতীর বিরুদ্ধে ভাগলপুরের দুইটি ছাত্রের জবানবন্দী সংগ্রহ হয়। প্রথমটি গভর্ণমেণ্টের তুষ্টির জন্য, দ্বিতীয়টি সিডিসন কমিটির দৃঢ় প্রীতীতির জন্য সংগৃহীত মনে করিতে পারি কি?

উত্তর—সিডিসন রিপোর্ট এখানে নাই।

প্রশ্ন—(সতীশ বাবুর প্রতি) হত্যার তিন বৎসর পরেও আপনি বলিয়াছিলেন, রেবতী ভাগপুরে দলের লোকের হাতে মারা গিয়াছে।

উত্তর—উহাই তখন আমার ধারণা ছিল।

প্রশ্ন—তাহার দু'বৎসর পুর্ব্বেই যে সিডিসন রিপোট বাহির হইয়াছে।

উত্তর—Sorry (দুঃখিত)

প্রশ্ন—চণ্ডীর প্রসঙ্গে বলিলাম, তাহার কি দোষ ছিল?

উত্তর—চণ্ডীর ব্যাপারে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কোন সংশ্রব ছিল না। সরকারী ঘোষণা পুর্ব্বেই বাহির হইয়াছে।

প্রশ্ন—আমি যে একেবারেই অচল অসহায় হইলাম।

উত্তর—আপনি আপনার পুত্রগণকে আয়ত্তে রাখিতে পারেন নাই, গভর্ণমেণ্ট তাহার কি করিবেন?

অতঃপর সতীশবাবু বলিলেন, সাহায্যের প্রার্থনায় আপনি সাহেবের যোগে গভর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিতে পারেন, যদি সরকারের কিছু দয়া হয়। কথাবার্ত্তাদি এখানেই শেষ।

সাহেব খানা খাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। বিকাল ৪টার গাড়ীতে সকলেই কুমিল্লা চলিয়া গেলেন।

অল্পদিন পরেই জানিলাম নড়াইলের জমিদার বাবু ভবেন্দ্রনারায়ণ রায় বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৯২০ ইং জুলাই মাসের অধিবেশনে চণ্ডী ও রেবতীর ব্যাপারে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছিলেন। যথাসময়ে কাউন্সিলে স্যার হিউ ষ্টিভেন্‌স্‌ সাহেব উত্তর দিলেন, 'চণ্ডী ও রেবতীর পিতাকে কুমিল্লার D. S. P. যোগে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।'

নোটিশ প্রাপ্তির পরেই যে তাড়াতাড়ি বক্র পথে D. S. P. যোগে আমাকে উত্তর দেয়, ইহা যেন গভর্ণমেণ্ট পক্ষের এক অপরূপ কৌশল বলিযা মনে হইল। জীবনে কখনো ভবেন্দ্রবাবুর সহিত আমার দেখা বা আলাপ পরিচয় নাই। সম্ভবতঃ সংবাদপত্র পাঠেই চণ্ডী রেবতীর অবস্থা জানিয়া তিনি কাউন্সিলে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

সিডিসন কমিটী-রিপোর্ট,—আমি লোকমুখে অবগত আছি, গভর্ণ মেণ্টের হাতে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপাদির যে নথি আছে, তাহাতে জনসাধারণের আস্থা না থাকায়, রাউলাট সাহেবের নেতৃত্বে অপর কয়েকজন পদস্থ লোকের সহযোগে গঠিত এক কমিটী ঐ সকল নথি পর্য্যালোচনার কাজ ১৯১৮ সালের জানুয়ারীর প্রথমে আরম্ভ করেন, কিছুদিন পরে তাঁহারা যে রিপোর্ট দেন উহাই পুস্তকাকারে সিডিসন্‌ বা রাউলাট কমিটীর রিপোর্ট নামে অভিহিত।

এক্ষণে গৌরীশঙ্করের চিঠি ও গভর্ণমেণ্ট তরফে বিষয়াবলীর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি।

গৌরীশঙ্করের চিঠি—২৩।৩।২০ ইং আমি রেঙ্গুনে ডাকযোগে চিঠিখানি পাই। 'সিডিসন কমিটীর রিপোর্টের সবিষদ অবস্থা অবগত

হইবার বহু পরে চিঠিখানি লিখা হয়। কমিটীর রিপোর্টের প্রতি গৌরীশঙ্করবাবুর আস্থা ছিল না। আমি মনোযোগের সহিত চিঠির প্রত্যেকটিভাব, প্রত্যেকটি কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চিঠির প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে রেবতীর হুবহু ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। যাঁহারা কখনো রেবতীকে দেখিয়াছেন বা জানিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহার সত্যতা স্বীকার করিবেন। কেবল একটি কথা অমুক্ত অস্পষ্ট ছিল, "রেবতী কখন কোথায় পুলিশের হাতে পড়ে?" ১৯১৬ সালের ১৮ই অক্টোবর হইতে বেঙ্গল ও বিহার পুলিশ যে পলাতক রেবতীকে ধরিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র ও তৎপর ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং রেবতী পুলিশের হাতে পড়া বা পুলিশ অত্যাচারে নিহত হওয়া অসত্য বা অসম্ভব হইবে, যদি গভর্ণ-মেণ্ট তরফের বিষয়াবলীতে কোন গলদ না থাকে।

ক) গবর্ণমেণ্ট তরফে সতীশবাবুর কার্য্য।

১। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে প্রথমত: ভিংরা ষ্টেশনে ১২।২।২০ ইং C. I. D. ইন্স্পেক্টর বাবু সতীশ ভৌমিক দ্বারা রেবতীর ৮৯ পদ জিনিষ প্রত্যর্পণ সংবাদ জানান হয়, "রেবতী ভাগলপুরে এল, এ, পড়িত তথায় তাঁহার দলের লোকের হাতে মারা গিয়াছে।"

২। একজন সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারীর ইচ্ছাপুর্ব্বক ঐরূপ অসত্য, অবোধ্য ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশনের হেতু ও রহস্য কি?

৩। ১৮।১০।১৬ ইং বেঙ্গল পুলিশের ভাগলপুরে রেবতীকে গ্রেপ্তার করিতে যাওয়া, তৎকালে ভাগলপুর হইতে রেবতীর পলায়ন, তাহার জিনিষপত্রাদি তৎসময়েই পুলিশ হস্তগত করা, এ সকল প্রকৃত খবর একেবারে চাপা রাখার কারণই বা কি?

৪। ভাগলপুরে খানাতালাসের পর দিল্লী পুলিশ অফিসার দ্বারা রেবতীর সমস্ত জিনিষের লিষ্ট তৈয়ার হইয়াছিল। যেহেতু দেখা যায়, প্রত্যেক জিনিষেই একটি ক্রমিক নম্বর, তন্নিম্নে "G Dhar, M.L. Roy, I.S.M. 19-10-16" এরূপ ইনিসিয়েল সহি ও তারিখ দেওয়া রহিয়াছে।

৫। যথার্থ খবরের জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পলিটিকেল ডিপার্ট-মেণ্টের এডিসনাল সেক্রেটরীর সমীপে ১৭।৩।২০ ইং আবেদন ও ২।৪।২০ ইং রিমাইণ্ডার দিলাম, কিন্তু কোন উত্তর মিলিল না। এরূপ নীরবতার কারণই বা কি ?

এ সময়ে দৈবাৎ প্রাপ্ত গৌরীশঙ্করের চিঠি হইতে পুলিশ অত্যাচারে রেবতী নিহত হওয়ার সংবাদ ও সিডিসন কমিটীর রিপোর্টের অস্তিত্ব অবগত হই। অনুসন্ধানে উক্ত রিপোর্ট বাহির করিয়া তাহাতে রেবতীর ব্যাপারে সন্নিবেসিত বিষয়গুলি দেখিলাম। উহা পুলিশ কল্পনাপ্রসূত কাগজ-পত্রের প্রতি কমিটীর বিচার বিবেক বঞ্চিত সার্টিফিকেট বা পরিপাটি প্রশংসাপত্র মাত্র মনে হয়।

(খ) গবর্ণমেণ্ট তরফে সিডিসন কমিটীর রিপোর্ট।

১। রিপোর্টে জনসাধারণের অজ্ঞাত, অবোধ্য, পদ পরিচয় বিহীন মাত্র ঢাকা অনুশীলন সমিতি মেম্বর উল্লেখে কোথাকার এক রেবতী নাগের হত্যা খবর সংক্ষেপ কথায় কৌশলে সন্নিবেশিত রাখা।

২। রেবতী সিরাজগঞ্জে নিহত হওয়া,—সিরাজগঞ্জবাসী কেহই ইহার কিছুমাত্র অবগত নহে। যাঁহারা সিডিসন রিপোর্ট দেখিয়াছেন, তাঁহারাও বলেন, রিপোর্টে "কোথাকার উদোর-পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপান।"

৩। রেবতী ব্যাভিচারদোষে দলের লোকের হাতে নিহত। প্রকাশ, তিনমাস পূর্ব্বেও রেবতী বিহার ভাগলপুরে দলের প্রতিভাশালী নেতা ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিল। যখন বেঙ্গল ও বিহার পুলিশের গ্রেপ্তারের ভয়ে সে সন্ত্রস্ত ও প্রচ্ছন্ন ছিল, রেবতীর ন্যায় আদর্শ বালকের নির্ম্মল চরিত্রে তখনই অস্পষ্ট অবোধ্য ব্যাভিচার দোষারোপে দলের লোকের দ্বারা নিহত হওয়ার কথা। যথাকালে ঐ হত্যা-রহস্য পুলিশের গোচরে আসিলেও তাহার তদন্ত, বিচার, প্রচারাদি না করিয়া, বরং বিষয়টি চাপা রাখার কলাকৌশলগুলি কমিটীর দৃষ্টিহীনতার পরিচায়ক নয় কি ?

৪। রেবতী ভাগলপুরে টিউসনী করিয়া পরবাসে পর সাহায্যে কলেজে পড়িত। ১৯১৫ সালের কুমিল্লা জিলা স্কুলের ছাত্র বলিয়া বেঙ্গল পুলিশ ১৮।১০।১৬ ইং তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ভাগলপুর গেলে রেবতী তথা হইতে পলাইয়া যায়। রেবতী যে কলেজের ছাত্র, তাহার ভাগলপুর ত্যাগের ও হত্যার তারিখ এবং হত্যার পরবর্ত্তী বিষয়াবলী সমস্তই কমিটীর রিপোর্টে গোপন রাখিয়া, সেই ১৮।১৯ বৎসর বয়স্ক এক বাঙ্গালী পল্লীগ্রামের বালক রেবতীর একাকী ভাগলপুরে ছাত্র বিগ্‌ড়াইতে যাওয়া, তথায় রিক্রুট সংগ্রহ ও পলাতকের আস্তানা স্থাপনাদি কার্য্য করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাগলপুরের কেহই তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। কোথায় রিক্রুট, কোথায় আস্তানা ? ভাগলপুরে তাহার প্রমাণ বা চিহ্ন মাত্রও নাই। বরং হত্যার তিন বৎসর পরেও রেবতীর প্রতি ভাগলপুরের জনসাধারণের প্রগাঢ় স্নেহ-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় (বস্ত্র বিক্রেতা সতীশবাবুর ১৩২৬ বাং ৭ই চৈত্র তারিখের পোষ্টকার্ডের চিঠি দ্রষ্টব্য)।

৫। রেবতীর তথাকথিত হত্যার দুই মাস ও এগার মাস পরে ভাগলপুরে দুইটি বিহারী ছাত্রের উক্তি ব্যতীত পূর্ব্বাপরে রেবতীর

বিরুদ্ধে দোষবহ আর কিছুই নাই। উহা পাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, বিবৃতিগুলি প্রবীন ঝানু মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত সময়োপযোগী এমন আবশ্যকীয় মাল-মশলায় গড়া, যদ্দ্বারা হত্যার গুরুত্ব অপেক্ষাও রেবতীর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ঘৃণাও বিরাগের মাত্রা অধিক হয়। ইহা না করিলে প্রকৃত হত্যাকারী ধরার ও তাহার বিচারের আদেশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্যই ২৯।৩।১৭ ইং কলেজের ছাত্রের প্রথম বর্ণনা। পরন্তু সিডিসন কমিটীর নিকট ঐএকটী বিবৃতি অপ্রচুর বিবেচিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কমিটী বসিবাব অল্প দিন পুর্ব্বে ১৭।১২।১৭ ইং বাররী স্কুলের ছাত্রের দ্বিতীয় বর্ণনা নথিতে স্থান লাভ করে। কে জানে, ছাত্রদ্বয় কোন্ পুলিশের হাতেব লোক ?

সমসাময়িক অবস্থাদি জানাইয়া ২০।৫।২০ ইং বাঙ্গালার গভর্ণর-বাহাদুর সমীপে সদুত্তর পাইবার জন্য আবেদন কবিলাম। মাসাধিক পরে ২৪।৬।২০ ইং কুমিল্লার D. S P. সাহেব যোগে আমাকে মৌখিক উত্তরে যাহা জানান হয়, তাহার সারাংশ,—

(গ) গভর্ণমেণ্ট তরফে কুমিল্লার D.S.P. সাহেবের উত্তর।

১। ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম লঙ্ঘন দোষে দলের অনেকের সমক্ষে কয়েকজনের দ্বারা রেবতীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সেখানে রেবতীর সমপর্য্যায়ী অনেক লোক থাকিলেও কেহই তেমন কাজে বাধা দিলনা, যে রেবতী দলের প্রভাবশালী নেতা ছিল। তৎকালে পুলিশের গ্রেপ্তারের ভয়ে যে রেবতী দলের আশ্রয়পুটে থাকিত, তাহাকেই তেমন হত্যা দ্বারা দলের শৃঙ্খলা বা পুষ্টিসাধন হয় না, বরং দলই বিগ্ড়াইয়া নষ্ট হয়, এ সত্য কে না বুঝে ?

২। প্রকাশ, ১৯৩[illegible]লের জানুয়ারীতে রেবতীর হত্যা, ফেব্রুয়ারীতে দলের লোক গ্রেপ্তার, মার্চ্চে হত্যার স্বীকারোক্তি। আবার স্বীকারকারীগণ নিজের প্রাণভয়ে প্রকাশ্য বিচারে স্বীকৃতি দিতে নারাজ হওয়া; তজ্জন্য বিচার, তদন্ত বা ঘটনার প্রচার বন্ধ রাখা। ইতিমধ্যে প্রয়োজন বোধে দুইটি বিহারী ছাত্রের বর্ণনা নথীভুক্ত করা ইত্যাদি নানাকুট কপট ভেজাল মিশানো বিষয়গুলি হত্যা রহস্য চাপা দিবার কৌশল নয় কি?

৩। অবশেষে জানা যায়, বেঙ্গল কাউন্সিলে বাবু ভবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার জন্য বক্রপথে কুমিল্লার D. S. P. সাহেব যোগে আমাকে মৌখিক উত্তর প্রদানের অপকৌশল, পরন্তু সংবাদপত্রে বা জনসাধারণের নিকট উহা অপ্রকাশ রাখিতে আমাকে পুনঃপুনঃ সাবধান কবা, অর্থাৎ শিক্ষিত লোকজন যেন এ হত্যারহস্য কিছুই জানিতে না পারে, হয়তঃ এ দেশের বাঙ্গালী নির্য্যাতনেব চালু কাজ বানচাল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল।

এ সকল প্রহেলিকা বৃটিশ রাজত্বের গৌরবময় আখ্যায়িকা কি না, গৌরীশঙ্করেব চিঠির সত্যতা প্রতিপন্ন কবে কি না—দেশের চক্ষুষ্মান বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে। হত্যাকারী পুলিশই হউক বা বিপ্লবীই হউক, কেহই আমার আয়ত্তাধীন ছিল না। যেখানে যাঁহাদের আয়ত্তাধীন ছিল, সেখানে তাঁহাদের ভিতরেই এত গলদ! এত কৌশল!! এত কারচুপি!!!

পুলিশ প্রদত্ত জিনিষপত্রস্থিত এক নথি কাগজে রেবতীর নিজের হাতের লেখা যে "বঙ্গভাষার" ছোট একটি রচনা আছে, তাহার ভাষা জ্ঞানের পরিচয়ের জন্য পর পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিলাম।

বঙ্গভাষা

20. Sd/- G. Dhar, Sd/ M. L. Roy, Sd/ I. M S.

19. 10. 16.

আমরা বঙ্গসাহিত্যের নবীন লেখক; আমাদের লিখিত প্রবন্ধ সমূহ পাঠের উপযোগী হউক না হউক, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এ সকল নবীন লেখকের নবীন রচনা পাঠে তাঁহার অমূল্য সময়ের কোন অংশ ব্যয় করুন আর না করুন, আমরা যখম আপন ইচ্ছায় কালি ও বুদ্ধি খরচ করিয়া প্রতিমাসে বঙ্গসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধির জন্য সকলে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছি, আর "জননী বঙ্গভাষা" ও এ অরাজক যুগে দায়ে পড়িয়া আমাদের ন্যায় সন্তানের জ্বালাতন সহ্য কযিয়া আসিতেছেন, তখন প্রবন্ধের আদিতেই বিনা বাক্যে উপরোক্ত আখ্যাটীর পাশপোর্ট প্রদর্শন করিবার সুযোগ নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। পাঠককে আবার স্মবণ করাইয়া দিতেছি আমরা বঙ্গসাহিত্যের নবীন সেবক কাবণ আমা হেন লেখকের ভাব ও ভাষাসম্পদ দর্শনে প্রতিপদে সে কথা বিস্মৃত হইবার যথেষ্ঠ আশঙ্কা রহিয়াছে। এ যুগে বঙ্কিম বাঁচিয়া নাই, মাসিকে পাক্ষিকে ও সাপ্তাহিকে সম্পাদকের মুখে আর অনেকানেক বিরস বদন লেখকের মুখে এই দুঃখেব কথাই শুনিতে পাই! বঙ্কিম যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিত তাঁহার ধমককে ভয় কবিয়া চলিত কিন্তু আজ তাঁহার অভাবে বঙ্গভাষা অরক্ষিতা বানানে, ভাবে ও ভাষায় বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে শুধুই বিপ্লব, বিদ্রোহ ও বিগ্রহ সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বাজেমালের সদাগরদিগের এবং মাতৃভাষাপ্রেমী, পরন্তু নিবাশ ও যোগ্যতাবিহীন বঙ্গীয় লেখকবৃন্দের শুষ্ক হৃদয়ে আশাবারি

সিঞ্চন করিয়া এবার আ[illegible]বলিবার পালা আসিয়াছে, এই বঙ্কিমের অভাবে অভাবনীয় সুযোগে আমাদিগকে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। হয়ত অচিরে আবার কখন বাংলাভাষায় একটা দ্বিতীয় বঙ্কিম বা কোন একটা dictator এর সরব ও নীরব ভর্ৎসনার উৎপাত আরম্ভ হইবে, যেদিন সকল ধূর্ত্ত লেখককে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও নতমস্তকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইবে, কে জানে?

এ সকল স্পর্দ্ধা দেখিয়া যাঁহাদের মন এতক্ষণ ব্যথিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগকেও আশ্বাস দিয়া আবার বলিতেছি, কতিপয় বন্ধুর অস্থির মস্তিষ্কের হাজারো কল্পনার এই এক প্রকাশ এবং যুবক হৃদয়ের স্বভাবজ ও নিত্য সহচর উদভ্রান্ত বাসনা নিচয়ের কোন একটীর অকস্মাৎ সফলতা, যাহার ফলে এই সাহিত্য চর্চ্চার .... এই মাসিকপত্র . . . হয়ত ভাগীরথীর বন্যার ন্যায় অচিরে এ সমস্ত বিলুপ্ত হইবে। প্রারম্ভেই এ অমঙ্গলবাক্য শুনিয়া যদি কেহ ধৈর্য্যহারা হইয়া আমাকে বিনা কালক্ষেপে অভিযুক্ত করিয়া বসেন, তাহা হইলে আমার প্রতি নিশ্চয়ই অন্যায় করা হইবে। কারণ আমি বলিতেছিলাম প্রাণহীন, চৈতন্যহীন জাতির শিশু আমরা সাহিত্যে আমাদের প্রাণ নাই, কর্ম্মে আমাদের প্রাণ নাই, উন্নতি ও সভ্যতার পথে দ্রুত ভ্রাম্যমান জগতের সহিত পায়ে পায়ে চলিয়া অগ্রসর হইবার সাধনায় আমাদের চৈতন্যশক্তি জাগিয়া নাই। পৃথিবীময় যে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বেলজিয়ামের ন্যায় কত নির্দ্দোষ শুধুই পুড়িয়া মরিতেছে, আর জাপানের ন্যায় কত ধূর্ত্ত সে বহ্নির সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপনাকে তথাকথিত রূপে সম্পন্ন ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বিভীষিকা এবং আশঙ্কার কারণ করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ইহাদের যে কোন জাতির অপেক্ষা অধিকতর সাক্ষাৎভাবে

সম্বন্ধ এ ভারতবর্ষ শুধুই আপনার মোহভরা [illegible] ভরা হৃদয়ে যুদ্ধাব-সানের মধুর চিত্রের স্বপ্ন সৃজন করিতেছেন। বাস্তবিক, চক্ষু মেলিয়া দেখিতে গেলে, পৃথিবীর রাজনীতি, পৃথিবীর সাহিত্য, পৃথিবীর বাণিজ্য ও অর্থনীতি এ সকল হইতেই আমরা বিচ্ছিন্ন। পরন্তু জগতের দুঃখের দিনে আমাদিগকেও অশ্রুপাত করিতে হইবে, জগতের বেদনার অংশ যে কোন জাতি অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাণহীন জাতিরই পক্ষে ইহা সম্ভবে। তাই যদি দুদিনে এ সাহিত্য চর্চ্চার বাসনা টুটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা কাহারও মনে উদয় হয়, তাহা হইলেও ব্যাথিত হইলে চলিবেনা, বা "নেত্রযুগল রক্তবর্ণ" করিলে চলিবেনা।

দ্বিতীয়তঃ বাস্তবিকই কি আমাদের মাতৃভাষা উপেক্ষনীয়া? এই বঙ্গভাষায় অপুর্ব্ব 'মধুচক্র' রচনা কবিয়া মধুসূদন যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, আজিও 'গৌড়জন আনন্দে তাহে সুধাপান' কবিতেছে। এই ভাষা দীনবন্ধুর হাতে পড়িয়া 'নীল বানরের' অত্যাচার কাহিনী দর্পণে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহারই প্রতিবিম্ব দর্শনে, ন্যায়ের শাসনে ভারতময় সে দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম, ভুদেব, হেম, নবীন সেবিত এই মাতৃভাষা আমাদের, কে ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে? আজ, আজ কে বিশ্বাস করিবে, ইহাই সেই মেকলে বর্ণিত বাঙ্গালীর ভাষা? যাহাব সেবায়, যাহার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া রবীন্দ্র-নাথ বিশ্ববাসীর নয়নে মোহাঞ্জন ঘুচাইয়া দিয়াছেন—হায়, কে এমন অভাগ্য আছে, আবার বলি, কে এমন অভাগ্য আছে—যে, সেই আমা-দের মাতৃভাষাকে খেলার বস্তু কবিয়া তুলিতে পারে? জননী, কত দুঃখ, কত বেদনার দিনে তোমার বীণার রব আমাদের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া মন প্রাণ সঞ্জীত করিয়াছে। নয়নে বয়েছে নয়নের ধারা জঠরে মোদের জ্বলেছে ক্ষুধা, তাহারই মধ্যে সন্তানেরা তোমার সেবায়

কালাতিপাত করিয়াছে [illegible]য়। আজিও এই বিশাল বঙ্গভূমে কত উজ্জ্বল প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে, কত চণ্ডীদাস, কত রামপ্রসাদ অজ্ঞাতে জন্মগ্রহণ করিয়া অজ্ঞাতে ইহ সংসার হইতে সরিয়া যাইতেছে, কে তাহাদের সংখ্যা করিবে। আমরা যে শুধুই দু'মুঠো অন্নের কাঙ্গাল, আমরা যে জগতের সকল ব্যাধির শীকার, আজ কে তোমার সেবা করিবে?

তাই আজ শত বিভিন্ন সাধনারই মধ্য দিয়া তোমার সেবার আয়োজন করিতে হইবে। যেখানে বাঙ্গালার কৃষক বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খরতাপে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভাটিয়াল গানে তোমার অর্চ্চনা করিতে ভুলে নাই, যেখানে ব্যাধি খরশরে জর্জ্জরিত হইয়াও কবি তোমারই পূজায় কণ্ঠের শেষ সার্থক ব্যবহার করিয়া গিয়াছে, (আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব্ব করিতে চুর) সেই নিষ্ঠ সন্তানের বঙ্গভূমে বঙ্গবানীর সেবা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না? জীবনের শত কর্ত্তব্যের মধ্যে যেন তোমার কর্ত্তব্য ভুলিয়া না যাই, অন্তরকে সহস্র জাল জঞ্জালে জড়িত করিয়াও যদি মুহূর্ত্তেক হৃদয়ে তোমার ঐ চরণ পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ, স্মরণ করিতে পারি, তবেই ধন্য হইব, তবেই তোমার সেবক বলিয়া দাবী করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

"আগুন দহিছে ধূপের শরীর
সৌরভ তায় ছুটে
আরতি পূজায় লাগিয়া ধূপের
করম বন্ধ টুটে।

ধূপের মতন নিজ দেহ মন
যে জন করিতে পারে,
প্রভু আগে সেই পায় বহু মান
অন্তে অমরাগারে।"

—:★:—

পরিশিষ্ট

গুণধর চণ্ডী-রেবতীর নৃশংস নিধন স্মৃতি আমার বক্ষ শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছিল। দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট জীবনের ক্ষুদ্র শক্তির অগ্রগতি বোধ হইয়া পড়িল, সমস্ত আশাব আলো নিভিয়া গেল। পূর্ব পরিণয়ের সবই নিশ্চিহ্ন। শেষ পরিণয়ে তখন চারিটি শিশু পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান। ইহাদেব কি উপায় হইবে? আমি উন্মাদ প্রায় দিশাহারা হইয়া পড়ি। যেখানে দেশের মহান জ্ঞানী, গুণী, মনীষী, দয়ালু, অনেক নেতা রহিয়াছেন, সেই কলিকাতায় চলিয়া যাই।

কয়েকদিন কলিকাতায় কয়েকস্থান পর্য্যটন কবিলাম। আসিবার সময় যতটা বুকভরা আশায় বাটীব বাহির হইয়াছিলাম, কার্য্যতঃ কোথাও তেমন কোন কর্ত্তব্য স্থিব হইল না। আকাঙ্খিত অনেকের নিকট যাইতে পারি নাই, বা তাঁহাদের দেখা পাই নাই। স্বল্প যে কয়েক জায়গায় গিয়াছি, "আমি চণ্ডী রেবতীর অভাগা পিতা" শুনিয়া, সেখানেই সান্ত্বনা সহানুভূতি পাইয়াছি, কিন্তু নিরুপায়ের উপায়ের সন্ধান মিলিল না।

অবশেষে কেহ কেহ বাবু বারীন্দ্র কুমাব ঘোষের সহিত দেখা করিতে আমাকে উপদেশ দিলেন। অগ্নি যুগের সেই শ্রদ্ধেয় বারীনবাবুর নিকট যাই। ছোট্ট চেহাবার বারীনবাবুকে দেখিয়া ধন্য হইলাম। তখনও তিনি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

আমি চণ্ডী ও রেবতীর অভাগা পিতা জানিয়াই তিনি সাগ্রহে আমার বক্তব্য শুনিলেন। বলিলেন, 'সংবাদপত্রে চণ্ডী ও রেবতীর যে সকল কাহিনী অবগত আছি, দেশের কত কাজ হইয়াছে আপনার ছেলেদের জীবন-বলির আন্দোলনে? তাহারা মর জগতে অমর,

আমার নমস্কা। আপ... তেমনি পুত্রের জনক।" পরদিন আমাকে আবার আসিতে বলিলেন।

যথাসময়ে পরের দিন বারীনবাবু আমার হাতে দু'খানা চিঠি দিয়া জানাইলেন—"আপনি এ চিঠি লইয়া যান, আপনার ছেলে-মেয়েদের জায়গার ব্যবস্থা হইবে, আর আপনি 'বামই অমৃতমন্দিরে যাইয়া আমার নাম করিবেন, আপনাব ও আনন্দেব স্থান হইবে। আমি ওখানে ডাকে চিঠি দিব।' জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'বামই কোথায়?' তিনি বলিলেন 'শ্রীহট্ট জেলার ছাইতান ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।'

চিঠি লইয়া আসিলাম। একখানি চিঠি কলিকাতা বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে এক বাঙ্গালী বাবুব নামে ছিল। অনেক দিনেব কথা, ঐ নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি। চিঠিখানি ঠিকমত প্রাপকের হাতে দিলে, তিনি ক্ষণেক চিন্তা কবিয়া জানাইলেন 'আমি এক নূতন শিক্ষায়তনের আযোজনে আছি, আমার আবদ্ধ কার্য্য এখনো শেষ হয নি, আপনি মাসেক পবে ছেলেদের লইয়া আসিবেন।'

অপর চিঠিখানি কলিকাতা বাগবাজাবে নিবেদিতা স্কুলেব শিক্ষয়িত্রী স্বর্গীয় দেবব্রত বসুর সহধর্ম্মিনী মাতৃরূপিনী সুধীরা বসুর নিকট। মাযেব হস্তে চিঠি দিলে তিনি পাঠ করিয়া চণ্ডী ও বেবতীর নিধন ব্যাপাবে আমাকে বিস্তর সান্ত্বনা দিলেন এবং মেযে দুইটির ভার লইতে সম্মত হইয়া, যে কোনও সময়ে উহাদিগকে আনিয়া দিতে বলেন।

কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসি।' বড় মেয়েটি প্রায় বিবাহোপযোগিনী, ছোট পুত্র তখনো মাতৃক্রোড়ে। তাহাদের বাদ দিয়া তিনটি ছেলে ও ছোট মেয়েকে কলিকাতা রাখার সিদ্ধান্ত করি।

ইতিমধ্যে একবার বামই যাওয়ার মনে[illegible] বাবুকে এক পত্রে সকল কথা নিবেদন করি। ঐ পত্রের [illegible] যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই,—

বারীন বাবুর পত্র

নারায়ণ কার্য্যালয়
৪-এ, মোহনলাল ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার পোঃ
১৫ই আশ্বিন, ১৩২৭।

সবিনয় নিবেদন,

এই পত্রেই চলিবে। যখন সন্তানগুলিকে আনিবেন ১৫ দিন আগে খবর দিবেন। কন্যাকে নিবেদিতার মাতৃমন্দিরে দিলে তার হৃদয় পদ্মে অনন্তশায়ী নারায়ণের শয্যা হইবে। পিতামাতার ইহা-পেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? কুপাত্রে ন্যস্ত করিয়া কন্যা-ঘাতী হওয়ার অপেক্ষা ভাল নয় কি?

ঠাকুর আছেন,
অমৃতমন্দির
বামই, সিলেট।

ইতি—
আপনার বারীন্দ্র

শীতকালে গেলে নৌকা লাগিবে না। এখন বামই হইতে নৌকা লাগিবে।

ছাইতান ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে পঙ্কিল দুর্গম পথে বহু কষ্টে বামই পৌঁছিলাম। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ চৌধুরী বংশের বসতিপূর্ণ উন্নত বামই গ্রাম। মনে আছে, সেদিন শারদীয় মহাষ্টমীর পূজার উৎসব। পথিপার্শ্বে এক চৌধুরী বাটীর মণ্ডপে প্রতিমা প্রণাম

করিয়া ফিরিবার [illegible]র অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমার নাম-ধামাদি জিজ্ঞাসা করেন। এ[illegible] প্রশ্নোত্তরে আমি 'চণ্ডী রেবতীর' অভাগা পিতা জানিয়া, আমাকে সাদরে বসাইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে আমার চারিদিকে বাটীর পুর মহিলাদিসহ বহু লোক জমিয়া গেল। তাঁহারা সংবাদপত্রে এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী অবগত আছেন জানাইলেন। এ প্রসঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা আমার সহিত নানা আলোচনা হইল। বয়স্কেরা অশ্রুসিক্ত আকুলকণ্ঠে গীতা উপনিষদের শ্লোকাদি দ্বারা আমাকে নানারূপ সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে সেদিন তথায় আতিথ্য গ্রহণ করি।

পরদিন বামই এর সমীপবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যস্থলে অবস্থিত স্বামী দয়ানন্দজীর আশ্রম অমৃতমন্দিরে যাই। শুনিলাম, স্বামীজী এই বামই এর ব্রাহ্মণ চৌধুরী কুলোদ্ভব। কোন্দল-কোলাহল বর্জ্জিত মুক্ত প্রান্তরে সানন্দ সকল শিশু সেবকের মুখে অনুক্ষণ শুধু মধুর নাম কীর্ত্তন। মুগ্ধ হইয়া দু'দিন আশ্রমে কাটাইলাম। বাস্তবিকই শান্তির জায়গা। আরো মুগ্ধ হইলাম, তেজোদ্দীপ্ত স্বামীজীর দর্শনে ও তাঁহার সহিত আলাপে। তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মতি জানাইলেন। মায়াবেড়ি কাটাইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব বলিয়া বিদায় লইয়া আসি।

বামই হইতে বাড়ী ফিরিয়া দিন কয়েক পরেই ১১।৯।৫ বৎসর বয়স্ক তিনটি পুত্র ও সাত বৎসরের ছোট মেয়েকে তাহাদের মায়ের বুকে শেল বিদ্ধবৎ আঘাত দিয়া জোর করিয়া কলিকাতা লইয়া আসি। অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়। প্রথমে বারীনবাবুর খোঁজে গিয়া জানি, তিনি শয্যাশায়ী অসুস্থ। দেখা হইল না তাহার পর নিবেদিতা স্কুলে যাইয়া জানি, 'আট দিন পূর্ব্বে কাশী যাইবার পথে

জননী সুধীরা বসু চলন্ত গাড়ী [illegible] মারা গিয়াছেন। হায়রে। নিদারুণ বিধি।

সর্ব্বশেষ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের সেই বাবুর কাছে গেলে তিনি জানাইলেন তাঁহার কাজ আরও ছয় মাস দূরে সরিয়া গিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—'আপনি এই চিঠি লইয়া আপাততঃ ওখানে সন্তানগুলিকে রাখিবার ব্যবস্থা করুন, আমার কাজ শেষ হইলে, তখন আমি উহাদের ভার লইব।' চিঠিখানি ভবানীপুর অনাথ আশ্রমের সেক্রেটারীর নামে। শিশুগুলি সঙ্গে ছিল, তাহাদের লইয়া ভবানীপুর সেই আশ্রমে গিয়া সেক্রেটারীকে পত্র দিলাম। তখন বেলা অপরাহ্ন। সেক্রেটারী মহাশয় বলিলেন, 'কাল সকালে আনিয়া উহাদের এখানে ভর্ত্তি করাইবেন।

আমার ছোট ভাই কলিকাতা খিদিরপুরে পোর্টকমিশনারের অধীনে চাকুরী করিত। ভূ কৈলাশ রাজবাটীর একস্থানে ছিল তাহার বাসা। সন্ধ্যায় সন্তানগুলিসহ তথায় উপনীত হই। শিশুগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা আমাদিগকে বৈরাগী করিবেন না, আমরা মায়ের কাছে যাব।" তাহারা আশ্রমের গেরুয়া পোষাক পরিহিত বিমর্ষ বালকগুলিকে দেখিয়া অতি ভয়াতুর হইয়াছিল। বাস্তবিক ঐ করুণ দৃশ্যে আমিও বিচলিত হইয়াছি।

রাত্রে তিনটি শিশুই ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হইল। তাহারা তন্দ্রাঘোরে নানা প্রলাপ বকিতে থাকে। আমার দৈন্য দৌর্ব্বল্যকে ছোট ভাই তিরস্কার করিতে লাগিল। চারিদিন তথায় উদ্বেগে কাটাই। শিশুগুলি একটু সুস্থ হইলে ওখানকার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সকলকে লইয়া বাড়ী ফিরি। উন্মাদিনী স্ত্রী সন্তানগুলিকে বক্ষে তুলিয়া শান্ত হইল।

[illegible]সংবাদ [illegible] কাহিনী পাঠে যে সকল দয়ালু ব্যক্তি এ স[illegible] আমা[illegible]যোগে আর্থিক সাহায্য পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নি[illegible]ট আমি [illegible]কৃতজ্ঞ। নিম্নে সেই মহানুভব ব্যক্তিগণের না[illegible]ধাম উল্লে[illegible]করিতেছি :—

শ্রীশ্রীমহারাজা বাহাদুরের সংসার ষ্টেট্ হইতে বাবু বি, কে, সেন আগরতলা, নূতন হাবেলী, ত্রিপুরা ষ্টেট্।

বাবু অক্ষয় কুমার ব্যানার্জী আগরতলা, নূতন হাবেলী, ত্রিপুরাষ্টেট

,, গোবিন্দ দাস মৌলিক, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।

,, উপেন্দ্র নাথ রায়, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।

,, সুরেশচন্দ্র তালুকদার, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।

,, বৈকুণ্ঠনাথ ভদ্র, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।

,, যতীন্দ্রনাথ সরকার, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।

,, যোগেন্দ্রনাথ পাল, রাধানাথ বোস লেন, পোঃ সিমলা, কলিকাতা।

,, উপেন্দ্রনাথ তরপদার, কালিয়া হরিপুর, পোঃ গ্রাম তেতুলিয়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

,, নীলকান্ত গোস্বামী, পোঃ ও গ্রাম বানিচী, হুগলী।

,, পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী, ২১ নং হিদারাম ব্যানার্জী লেন্, বৌবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার এই সকল বাধা বিঘ্নগুলি ইচ্ছাময় ভগবানের মাহাত্ম্য মনে হইয়া আমার উন্মাদনা ছুটিয়া গেল, কিন্তু শোকের আগুন নিভিল না। ভিক্ষা বা উঞ্ছবৃত্তি আমি আদবেই পছন্দ করিতাম না। আবার মায়ার শিকল গলায় তুলিলাম। তাড়াতাড়ি গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা বিধান করিয়া পুনঃ রেঙ্গুনে চাকুরীতে যাই। দুঃস্থ পরিজনের জঠর জ্বালা

জুড়াবার জন্য সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি [illegible] লিবার [illegible] দুরূহ ব্রতে আত্মনিয়োগ কবি।

কত লোকলহরী, কত জায়[illegible] জল, [illegible] অন্তরী[illegible] তৃষ্ণ নির্নি-মেষ নয়নে অনুদিন অনুক্ষণ করিয়াছি, কেবল স্বপ্নঘে[illegible] আর [illegible] মানস পটে চঞ্চল ক্ষণিক অস্পষ্ট ছায়াচিত্র, অস্ফুট আলাপন ব্যতীত হারানিধি প্রাণাধিক চণ্ডী রেবতীর সাক্ষাৎ আর পাই নাই।

মনে জাগে স্বাধীন দেশের দয়াবতী স্বাধীনা মেয়ে মাতৃরূপিনী এনি বেসাণ্ট স্বল্প কথায় অভাগার পুত্রদের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া সেকালে একখানি পত্রে (গভীব দুঃখের বিষয়, সে পত্র-খানি এখন নিখোঁজ) আমাকে এই উপদেশ-বানী দিয়াছিলেন,—
'Let us, pray for happier rebirth for your sons through the mercy of Sree Krishna."

অনেক দিন হইতে আমি নিষ্কর্মা। জীবন সায়াহ্নে বার্দ্ধক্যে অচল স্থবির প্রায়। কতকাল হয়, চলিযা গিয়াছে তাহারা কিন্তু মোহমায়াব বন্ধন টুটে নাই আমাব। আজিও চ'খেব জলে বুক ভাসিযা যায়,— যখন বাউলে রাগিনী কণ্ঠে গাহিতে শুনি, "একবার নাচিয়ে নাচিয়ে বেণু বাজাইয়ে কোলে আয়রে রতন মণি।"

পৃ[illegible]	[illegible]	স্থা[illegible]	[illegible]দ্ধ :	শুদ্ধ :
[illegible]	[illegible]	মধ্য ভাগে	রাসনাথ	রামনাদ।
৩৮	৫	,, প্রথম ,,	কিন্তু	কিছু।
৪২	১৫	,, শেষ ,,	উশায়	উপায়।
৫০	১৮	,, মধ্য ,,	অপরা	অপর।
৮২	উপরের হেডিং		নিরুদ্দিষ্ট বেবতী	চণ্ডীর বেঙ্গুন জীবন।
৯৪	,,	,,	চণ্ডীব অন্তিম শয্যা	নিরুদ্দিষ্ট রেবতী
১১৭	১৩	ছত্রেব মধ্য ভাগে	ডাকিতে ডাকিতে শব্দের পর	'রাত্রি' হইবে।
,,	,,	,, শেষ ,,	এগরটায়	এগাবটায়।
১২১	৭	,, ,, ,,	ধর্ম্মধিকবণ	ধর্ম্মাধিকবণ।
,,	১৩	,, ,, ,,	আদুর	অদূব।
,,	২৬	,, মধ্য ,	সামন্য	সামান্য।
১৪৯	১৩	,, শেষ ,,	অনভিজ্ঞতা	অনভিজ্ঞ।
১৫০	২	,, প্রথম ,,	নকল	সকল।
১৫৬	শেষ	,, শেষ ,,	পরিচিত	অপরিচিত।
১৫৭	১ম	,, শেষ ,,	অসিয়া	আসিযা।
,,	৯	,, মধ্য ,,	অভদ্রপ্রায়	অচলপ্রায।
,,	২৩	,, ১ম ,,	অপারর্ক	অপারগ।

পৃষ্ঠা :	স্থান :	[illegible]	[illegible] :
১৬০	১ম ছত্রের মধ্য ভাগে	[illegible]	[illegible]ব।
১৬১	,, ,, ,, ,,	[illegible]	[illegible]
১৬২	২ ,, ,, ,,	সুষ্টম্প	[illegible]
১৭৭	১২ ,, ,, ,,	কর্ত্তব্যেব	বক্তব্যের।
১৮২	৫ ,, ,, ,,	সেণ্টাল	সেণ্ট্রাল।
১৮৫	৪ ,, শেষ ,,	মেলমেন	মৌলমেন।
,,	১৪ ,, মধ্য ,,	বরাট	বিরাট।
১৮৭	২৪ ,, শেষ ,,	মাশুং	থাণ্ডং।
১৯০	৬ ,, মধ্য ,,	জলদ-জানেব	জলদ জালের
১৯১	১৪ ,, ,, ,,	চহিয়া	চাহিয়া।
,,	২১ ,, ১ম ,,	অলুলাযিত	আলুলাযিত।
১৯২	৭ , মধ্য ,,	মহাফলেব	মহাকালেব।
,,	১২ ,, ১ম ,,	দীপাবল	দীপাবলী।
১৯৪	২২ ,, ,, ,,	দেহাচ্ছদনেব	দেহাচ্ছাদনেব
১৯৫	৫ ,, ,, ,,	মন	ঘন .
২০৫	৪ ,, ,, ,,	সুভাষগঞ্জ	সুজাগঞ্জ
,,	১২ ,, ১ম ভাগে	বিপদ	বিলম্ব।
২০৭	১৬ ,, শেষ ,,	মৃতদেহরে	মৃতদেহেব।
২৩৭	শেষ ,, শেষ ,,	বেবতী	রেবতীব।
২৩৯	১৩ ,, মধ্য ,,	ভাগপুবে	ভাগলপুবে।
২৫২	১৮ ,, শেষ ,,	হইতে	যাইতে।
২৬৬	৪ ,, মধ্য ,,	অনুক্ষন	নিবীক্ষণ।